

সুধাকর গ্রন্থাবলী, সপ্তম ভাগ।

শ্রীশ্রীগুরবে নমঃ।

অসাধারণ প্রেম-প্রতিভা

উপন্যাস।

"এক দিন হবে যদি অবশ্য মরণ,—
তবে কেন এত আশা, ভালবাসা কি কারণ?"

শ্রীকুমারনাথ মুখোপাধ্যায়।
আনন্দাশ্রম—বর্দ্ধমান।

কলিকাতা—২৬নং আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট্ সরস্বতী প্রেসে
শ্রীকপিলচন্দ্র নিয়োগী দ্বারা
মুদ্রিত।

৩০নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট সংস্কৃত-প্রেস ডিপজিটরি হইতে
শ্রীযোগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক
প্রকাশিত।

সুধাকর গ্রন্থাবলীর সমস্ত পুস্তক
প্রাপ্তিস্থান—
গ্রন্থকারের উপরিউক্ত ঠিকানায় এবং ম্যানেজার, সংস্কৃত প্রেস
ডিপজিটরি ৩০নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্,
কলিকাতা।

জ্যৈষ্ঠ। ১৩২১।

 [মূল্য ১৲ এক টাকা।

স্নেহোপহার।

বঙ্গযুবাগণ সাথে ভাগিনা নরেন্দ্রনাথে

এ প্রেম-প্রতিভা-রত্ন যত্নে হল সমর্পিত ;

এ হেন প্রতিভা হবে, আর বা দেখিব কবে,

"বিশ্বপ্রেম-বীরধর্ম্ম" এক বৃন্তে প্রস্ফুটিত !

বর্দ্ধমান ডিস্‌ট্রিকট বোর্ডের সেক্রেটারি কুমারখালি নিবাসী শ্রীযুক্ত নীরদচন্দ্র মজুমদার মহাশয় সানুগ্রহে এই পুস্তক খানির অনেক স্থলে সংশোধন করিয়া দিয়াছেন।



শ্রীশ্রীগুরবে নমঃ।

অসাধারণ প্রেম-প্রতিভা।

প্রথম কথা।

গুরু-মা।

হাবড়ার উত্তরে শালিখা নামে স্থান আছে। শালিখা ঠিক গঙ্গার উপরে। সেই স্থানে একটি ক্ষুদ্র গলির মধ্যে একটি ক্ষুদ্র বাড়ী আছে। একটি ধর্ম্ম-পরায়ণা পতিব্রতা বিদুষী নারী সেই বাড়ীতে অবস্থিতি করেন। তাঁহার নাম গুরু-মা। শান্তি-মা ও সত্য-মা নাম্নী দুইটি সুমধ্যমা নারী সতত-সঙ্গিনী-রূপে থাকিয়া তাঁহার সেবা করেন। হরিদাস, দেবেন্দ্র ও সুধাংশু, তিন জন তিন সহোদরের ন্যায় গুরু-মায়ের নিকটে অনেক সময় অবস্থিতি করিয়া, তাঁহার আনন্দ বর্দ্ধন ও স্নেহাকর্ষণ করিয়া থাকেন। দেবেন্দ্র ও হরিদাসের বিবাহ হইয়াছে, কিন্তু সুধাংশুর বিবাহ হয় নাই। গুরু-মা সুধাংশুর বিবাহের জন্য অনেক চেষ্টা করিয়া পরে প্রাতিবেশী এক কুলীন ব্রাহ্মণের সুন্দরী কন্যার সহিত সুধাংশুর বিবাহের প্রস্তাব করিয়াছেন। সুধাংশু সেই সময়ে উপস্থিত না থাকায় পাত্রীর পিতা-মাতা তাঁহার প্রতিচ্ছবি ও হস্তের চিহ্নিত হীরকাঙ্গুরী দেখিতে চাহিয়াছেন।

পরে এক দিন রাত্রিকালে তিন ভ্রাতা মাতৃ-সন্নিধানে উপবিষ্ট হইয়া ভগবৎ-কথা বলিতেছেন, গুরু-মা কন্যাস্বরূপা সঙ্গিনীদ্বয়ের সহিত বসিয়া শ্রবণ করিতেছেন। কথাবার্ত্তা শেষ হইলে তিনি স্বহস্তে পুরি ও মিষ্টান্ন প্রস্তুত করিয়া সেই পুত্রকন্যাগণকে সম্মুখে বসাইয়া ভোজন করাইলেন।

আহারান্তে সত্য-মা বলিলেন, হরি, সুধাংশুর বিবাহের কি হ'ল?

শান্তি বলিলেন,—তাইত মা, সুধাংশুর যে ছবি ও হাতের হীরকাঙ্গুরী রাখা হয়েছিল তা কি মেয়ের বাবাকে দেখান হয়েছে?

গুরু-মা বলিলেন,—হাঁ তা হয়েছে। কিন্তু সুধাংশুর মত হচ্চে না। কত মেয়ে দেখালাম,—সুন্দরী, শান্ত-স্বভাব, লেখা পড়া জানে, তা সুধাংশুর মত না হ'লে কি ক'রে হবে?

আমি বলি,—বাবা, তুমি এই বিবাহ কর, আমার এখানে থাক, আমি পুত্র পুত্রবধূ নিয়ে সুখে থাকি।

দেবেন্দ্র।—ভাই সুধাংশু, সেইত ভাল, এখানেই থাক বেশ হবে, আমরা বড় সুখী হব।

হরিদাস।—ভাই, তা যদি হয়, তবে আমরা সর্ব্বদা একত্রে থাক্‌তে পারব। তোমাকে ছেড়ে থাকতে আমাদের কষ্ট বোধ হয়। ভাই তোমাকে এই বিবাহই করতে হবে। কেন করবে না? আমরা এখানেই তোমার বিবাহ দেব।

সুধাংশু।—ভাই গুরু-মায়ের ইচ্ছা পূর্ণ করতে পারলে আমিও সুখী হই। তোমাদের কাছে থাকতে আমার বড় ইচ্ছা। কিন্তু দেখ, সেই রাজপুত্রের কথা তোমাকে বলেছি, তাঁর সঙ্গে

আমি বাল্যকাল হ'তে একত্রে থাকি, তাঁকে ছেড়ে থাকা আমার পক্ষে অসম্ভব। তিনি আমার বিবাহের চেষ্টা করছেন। তিনি যে পাত্রীর কথা বলেছেন, সে পাত্রী যদি না হয়, তবে আমি গুরু-মায়ের কাছেই থাকব, এই বিবাহই করব।

গুরু-মা বলিলেন,—বাবা, তিনি রাজপুত্র, তিনি তোমাকে এত ভালবাসেন, তিনি যা করবেন, সেইটি ভাল হবে। আহা, সেই বিবাহই যেন হয়! তুমি শেষে বৌমাকে নিয়ে অনেক সময় আমাদের কাছে এসে থেক, তা হ'লেই আমরা সুখী হব।

শান্তি।—আহা তাই হোক, তাই হোক।

সত্য-মা।—তা হলেও আমরা বড় সুখী হব।

দেবেন্দ্র, হরিদাস ও সুধাংশু মাতৃচরণ-ধূলি মস্তকে গ্রহণ করিয়া ভগবৎ-কথা আলোচনা করিতে করিতে তিন ভ্রাতা একত্রে শয়ন করিতে গেলেন।

গুরু-মা, শান্তি মা ও সত্য-মা পরস্পর বলিতে লাগিলেন, আহা, সুধাংশুর সেই বিবাহ হয় ত ভাল হয়; সে শুনেছি রাজ-কন্যার ন্যায় কন্যা, তাতে রাজা বিবাহ দেবেন, সে ত ভালই হবে। তবে সে বিবাহ হ'লে সুধাংশু আর এখন এখানে আসবে না। শেষে যদি বৌমাকে আনে, তবে আমরা দেখতে পাব।

এই বলিতে বলিতে তাঁহারা বিশ্রাম-কক্ষে গমন করিলেন ও ভগবানের নাম করিতে করিতে শয়ন করিলেন।

পর দিন সুধাংশু প্রত্যূষে গাত্রোত্থান করিয়া, গুরুমায়ের নিকট বিদায় গ্রহণ পূর্ব্বক ভ্রাতৃ দ্বয় ও ভগিনী দ্বয়ের সহিত সম্ভাষণ করিয়া স্বগৃহে গমন জন্য যাত্রা করিলেন।

দ্বিতীয় কথা।

আদর্শ বন্ধুত্ব।

এক রাজপুত্র ছিলেন, আর এক মন্ত্রীপুত্র ছিলেন। দুই জনে বড় বন্ধুত্ব ছিল। এক দিন দুই বন্ধু অশ্বারোহণে শীকার করিতে গমন করিলেন। তাঁহারা নব রাজধানী হইতে বহির্গত হইয়া প্রাচীন রাজ বাটীর নিকটস্থ কমল-সরোবরের ধার দিয়া ক্রমে গ্রাম্য পথে গমন করিতে লাগিলেন। অবশেষে লোকালয় পরিত্যাগ করিয়া গিয়া তাঁহারা এক বিজন জঙ্গলের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। অনেক ভ্রমণের পরে দুই জনে শ্রান্ত হইয়া অশ্ব হইতে অবতরণ করিলেন, এবং দুই বৃক্ষে দুই অশ্বের বল্গা বন্ধন করিয়া, তটিনীর তটে, নব দূর্ব্বাদলের উপরে বিশ্রাম করিতে লাগিলেন।

দূর্ব্বাদলের উপরে অর্দ্ধ-শয়নে রাজপুত্র, মন্ত্রী-পুত্রের বক্ষে মস্তক রাখিয়া আরাম লাভ করিতেছেন। তাঁহাদিগের দুইটি সুবর্ণ উষ্ণীশ একটি ক্ষুদ্র বৃক্ষ-শাখায় বদ্ধ থাকিয়া দুলিতেছে, আর কিরণ ছড়াইতেছে, যেন বৃক্ষের ঘন পত্র রাজি ভেদ করিয়া নবোদিত অরুণ-কিরণ উঁকি দিতেছে। বন্ধুদ্বয়ের কর্ণ-মূলস্থ হীরক-কুণ্ডলের জ্যোতিঃ দুলিয়া দুলিয়া, হাসিয়া হাসিয়া, উষ্ণীষের জ্যোতির সঙ্গে ক্রীড়া করিতেছে।

রাজপুত্রের কষিত কাঞ্চন কান্তি শ্যাম দূর্ব্বাদলের উপরে অনির্ব্বচনীয় শোভা বিস্তার করিয়াছে। একে প্রভাকরের ন্যায় মুখ মণ্ডলের প্রভা, তাহাতে মণি মুক্তা বিজড়িত পরিচ্ছদের

শোভা; হস্তে সুবর্ণ বেত্র, পদ্ম-পলাশ নেত্র; অঙ্গুলিতে অঙ্গুলিতে হীরক-অঙ্গুরী ঝকমক্ করিতেছে! যেন নন্দন-কুসুম তুলিয়া, মন্দাকিনী কূলে বসিয়া, বাসব-পুত্র জয়ন্ত, সখার সঙ্গে বিশ্রাম লাভ করিতেছেন।

মন্ত্রী-পুত্রও প্রিয়তম রাজপুত্রের মস্তক বক্ষে ধারণ করিয়া অর্দ্ধ-শয়নে আছেন, বীরোচিত পরিচ্ছদে তদীয় বরাঙ্গ সুশোভিত; নয়নদ্বয় নির্ভয় ও সদাশয়, যেন কাহাকেও আলিঙ্গন করিবে-করিবে, এই রূপ বাসনা করিতেছে। সেই নেত্রদ্বয় কখনও বৃক্ষে প্রস্ফুটিত রাশি রাশি পলাশ-কুসুমের দিকে ধাবিত হইতেছে, কখনও তপোবন সদৃশ সেই কাননে ময়ূর ময়ূরীর মুখ-চুম্বন দর্শন করিতে যাইতেছে। উভয়েই দ্বাবিংশ বৎসর বয়ঃক্রমে উপনীত হইয়াছেন। উভয়ের সমুজ্জ্বল সজ্জা কিরণ বিনিময় করিতেছে; উভয়ের এক রূপ মন,—মনে মনে মন বিনিময় হইতেছে, যেন এক স্ফটিক-পাত্রের নির্ম্মল বারিধারা আর এক স্ফটিক-পাত্রে পতিত হইতেছে।

এক্ষণে রাজপুত্র ও মন্ত্রী-পুত্রের পরিচয় আবশ্যক।

যশোর-নগরে এক সময়ে রাজা সুরেন্দ্র নারায়ণ রায়ের রাজধানী ছিল। সেই রাজ বাটীর ধ্বংসাবশেষ এখনও সেই স্থানের পুরাতন ঐশ্বর্য্যের ও প্রাচীন কীর্ত্তি কলাপের সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। স্বর্গীয় রাজা সুরেন্দ্র-নারায়ণের বংশে রাজকুমার ভূপেন্দ্র নারায়ণ প্রাদুর্ভূত হন। তিনি তাঁহার রাজধানী পরিত্যাগ করিয়া যান, ও যশোর-নগর হইতে দূরে গিয়া "রাজ নগর" নামে নূতন রাজধানী স্থাপন করেন।

কুমার ভূপেন্দ্র-নারায়ণের এক জ্ঞাতি, রাজা বীরসিংহ রায়

তখন যশোর-নগরের নিকটবর্ত্তী একটি স্থানে বাস করিতেন। তিনি ভূপেন্দ্র-নারায়ণের চিরশত্রু। উভয়ের মধ্যে প্রাধান্যের জন্য নিয়ত বাদ-বিসম্বাদ, ভূসম্পত্তি ও রাজস্বের জন্য সতত দাঙ্গা-হাঙ্গামা, পারিবারিক বাক্‌বিতণ্ডার জন্য সর্ব্বক্ষণ দ্বেষ-হিংসা উপস্থিত হইত। কুমার ভূপেন্দ্র-নারায়ণের পূর্ব্ব বাসস্থলী পরিত্যাগ ও স্থানান্তরে নব রাজধানী স্থাপনের ইহাই কারণ।

যশোর-নগরে এক বহুদর্শী সুপণ্ডিত ব্রাহ্মণ ছিলেন, তিনি স্বর্গীয় রাজা সুরেন্দ্র-নারায়ণের মন্ত্রীত্ব করিতেন। তাঁহারই একটি বংশধর সুধাংশু-শেখর ভূপেন্দ্র-নারায়ণের বাল্য সখা। উভয়েই সম বয়স্ক এবং পরস্পরে অনুরক্ত। এই জন্য সুধাংশু-শেখর, রাজকুমারের সহিত রাজনগর রাজধানীতে আসিয়া, রাজ প্রাসাদের অনতিদূরে আপন বাসস্থান নির্দ্দেশ করিলেন ও "আনন্দ-গৃহ" নামে একটি সুন্দর বাটী নির্ম্মাণ করিলেন। সুধাংশুর পিতা মাতা, ভ্রাতৃগণ ও ভ্রাতৃবধূগণ পূর্ব্ব বাসস্থলীতেই বাস করেন, কিন্তু সুধাংশু রাজভবনে কুমারের সহিত একত্রে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। ইনিই শালিখার সুধাংশু, শালিখা হইতে প্রত্যাগত হইয়া এক্ষণে বাটীতে অবস্থান করিতেছেন।

ঐ যে তটিনীর তটে নবদূর্ব্বাদলের উপরে দুই বন্ধু অর্দ্ধ-শয়নে আছেন, তাঁহারা অন্য কেহ নহেন,—কুমার ভূপেন্দ্র-নারায়ণ আর সুধাংশু।

দুই বন্ধুতে কথা হইতেছে,—

ভূপেন্দ্র বলিলেন, ভাই লোক-জন সব কোন্ দিকে চলে গেল? এস আমরা একটু বিশ্রাম করি। এখানে জন-প্রাণী

।াই। কেমন নির্ম্মল আকাশ, কেমন মৃদু বাতাস! প্রকৃতির .কমন সুন্দর শোভা, দেখেছ? প্রাণ যেন কেড়ে নিচ্ছে! চারিদিকে কত পলাশ কাঞ্চন ফুটেছে, দেখেছ? বন-দেবী যেন ।কল মুখে লাল রঙ্ মেখে চারি দিকে চেয়ে চেয়ে হাস্‌ছেন! এই প্রকৃতিই পরমেশ্বরের প্রিয়তমা, তাই এত সুন্দরী!

সুধাংশু বলিলেন—ভাই, ঈশ্বরের সৃষ্টি বড়ই অপূর্ব্ব! আমাদের দৃষ্টি যতই পরিষ্কার হয়, ততই তাঁর সৃষ্টির সৌন্দর্য্য আমরা দেখ্‌তে পাই। মুনি ঋষি গণ এই প্রাকৃতিক শোভাতে মুগ্ধ হয়েই, তপোবনে বাস করতেন। এই প্রকৃতিই বাস্তবিক জগতের জননী।

ভূপেন্দ্র।—"গুপ্ত প্রকাশ" নামে যোগ সম্বন্ধীয় এক খানি বই আমার লাইব্রারিতে আছে, তা তুমি পড়েছ? আজ তোমায় দেব, দেখবে কি সুন্দর! আমাদের হিন্দু-ধর্ম্মের সব অপূর্ব্ব সাধন-কৌশলের বর্ণনা তাতে আছে। কা'ল থেকে দুজনে ঐ বই খানি রীতিমত পড়ব, অনেক শিখবার বিষয় আছে।

সুধাংশু।—রাজকুমার, তা পড়েছি। তাতে লিখেছে, স্বামী স্ত্রীতে যদি সাধন করে, তবে এক জনের মৃত্যুর পরে আর এক জন তাকে দেখতে পায়। সে কি অপূর্ব্ব ব্যাপার!

ভূপেন্দ্র।—সে সত্যই; আমিও এক খানি পুস্তকে পড়েছি, দুই বন্ধু ছিলেন, তাঁদের এক জন দূর দেশে থাকতেন। তাঁরা নিয়ম করেছিলেন যে, ঠিক এক সময়ে দুই জনে ব'সে পরস্পরকে ধ্যান করবেন। তাঁরা বহু দিন ঐ রূপ অভ্যাস ক'রে, শেষে পরস্পরের দেখা পেতেন, কথা বার্ত্তাও বলতেন।

সুধাংশু।—হাঁ, আমিও সেটি পড়েছি। এস ভাই আমরা সেই রূপ অভ্যাস করি না কেন? বন্ধুত্ব দুর্লভ পদার্থ,

আমরা যদি প্রকৃত বন্ধুত্ব করতে পারি, তবে অবশ্যই সেই স্বর্গীয় সুখে সুখী হব। প্রকৃত ভালবাসাই অমৃত। জলবিন্দু যেমন জলবিন্দুকে টানে, একটি গ্রহ যেমন আর একটি গ্রহকে টানে, তেমনি একটি হৃদয় আর একটি হৃদয়কে টানলে তাকে বলে 'ভালবাসা'। পরস্পরের টান্ ব্যতীত যেমন গ্রহমণ্ডল থাকেনা, তেমনি পরস্পরের টান্ না হলে, সংসার থাকে না। এই ভালবাসা দুটি হৃদয়কে সুদৃঢ় বন্ধনে বদ্ধ করলেই তাকে বলে 'বন্ধুত্ব'। এ জগতে বন্ধুত্ব বিনা আর সুখের জিনিষ কি আছে?

ভূপেন্দ্র।—সুধাংশু, সেরূপ বন্ধুত্ব জগতে দেখতে পাওয়া যায় না, যদি হয়, তবে বহু সৌভাগ্যে হয়ে থাকে। বন্ধুত্বে একটি শক্তি উত্থিত হয়, বন্ধুত্ব বৃদ্ধিতেই ঐ শক্তি বৃদ্ধি পায়, তাতেই সুখ শান্তি বর্দ্ধিত হয়; সেই জন্য যার বহু বন্ধু আছে, তার শক্তির সীমা নাই, তার সুখেরও সীমা নাই। আমার ইচ্ছা হয়, আমার যেন অন্ততঃ একশত-একজন প্রকৃত বন্ধু থাকে। আত্মার সম্বন্ধ থাক্‌লেই আত্মীয়তা, সেইটিই যথার্থ বন্ধুত্ব; নতুবা জগতের সকল সম্বন্ধই কুটুম্বিতা, কেবল স্বার্থ-সম্বন্ধ, তিন দিনের জন্য। এরূপ 'আত্মার আত্মায়' যার না থাকে, তার সমস্ত সম্বন্ধই বৃথা। আহা, এই অনিত্য সংসারে বন্ধুত্বই নিত্য সুখ। সেই পুস্তকে আমি পড়েছি, যথারীতি প্রতিজ্ঞা করে সেরূপ বন্ধুত্ব করতে হয়। লিখিত প্রতিজ্ঞা চাই। কি রূপ লিখতে হয়, তা আমি জানি।

সুধাংশু।—রাজকুমার, ভালই ত, সেই রূপে বন্ধুত্ব করাই ত যথার্থ প্রেমের লক্ষণ। সংসারে সেরূপ বন্ধু না থাকলে জীবন বৃথা! আচ্ছা, যে রূপ লিখতে হয়, এস আমরা সেই রূপ লিখেই প্রতিজ্ঞা করি।

ভূপেন্দ্র।—আমি সেটি অনেক দিন ভেবেছি, তোমাকে বল্‌তে পারি নাই। তুমি যদি বলো, তবে এখনই কাগজ কলম ব্যাগ হ'তে বা'র কর।

সুধাংশু।—আচ্ছা এই নেও, লেখ দেখি, কি লিখবে।

ভূপেন্দ্র।—যা লিখ্‌তে হবে, আমি লিখছি, দেখ।

এই বলিয়া রাজপুত্র এক খানি প্রতিজ্ঞা-পত্র লিখিয়া সুধাংশুকে বলিলেন, ভাই শোন, আমি পড়ি—

"এই প্রতিজ্ঞা-পত্রের দ্বারা আমি শ্রীভূপেন্দ্র-নারায়ণ রায় এবং আমি শ্রীসুধাংশু-শেখর শর্ম্মা—আমরা উভয়ে আমাদের জন্ম ও ধর্ম্ম স্মরণ করিয়া, এবং সর্ব্বশক্তিমান পরম পিতা পরমেশ্বরকে সাক্ষী করিয়া ধর্ম্মতঃ প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে, অদ্য—সালের —মাসের—তারিখে আমরা উভয়ে অসাধারণ বন্ধুত্ব-পাশে বদ্ধ হইলাম। এখন হইতে আমরা পরস্পরের প্রতি কপট ও স্বার্থপর হইব না।

আমরা বিচার দ্বারা আমাদের উভয়ের মতামত, ধর্ম্ম-বিশ্বাস ও জীবনের প্রধান প্রধান বিষয় মীমাংসা করিয়া লইব। আমাদের পরস্পরের স্বপক্ষে বা বিপক্ষে যাহা কিছু জানিতে পাইব, তাহা আপনা হইতেই ইচ্ছা পূর্ব্বক পরস্পরের নিকট প্রকাশ করিব, এবং উভয়ের সমক্ষে দোষ প্রমাণিত না হইলে, কোনও বিষয়ে আমরা দোষ গ্রহণ করিব না। অজানিত কৃতদোষের জন্য পরস্পর ক্ষমা করিব ও সে বিষয় বিস্মৃত হইব। পরস্পর পরস্পরের যথাসাধ্য উপকার ও সহায়তা করিব, ও পরস্পরের দোষ সংশোধনের চেষ্টা করিয়া ধর্ম্মানুষ্ঠানের সহায় হইব। সংক্ষেপতঃ আমরা উভয়ে এক-প্রাণ হইতে চেষ্টা করিব। আমরা

জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত এই পবিত্র প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ থাকিয়া, পরস্পরে বিশ্বস্ত ও অকপট বন্ধু হইয়া জীবন যাপন করিব।

যদি এক জনের দ্বারা এই পবিত্র প্রতিজ্ঞা-পত্রের কোনও বিষয় অন্যথা করা হয়, তবে অন্য জন তিন মাস পর্য্যন্ত তাঁহার ব্যবহার দেখিবেন; ঐ সময়ের মধ্যে যদি কিছুতেই ঐ দোষের সংশোধন না হয়, তবে সেই সময় হইতে এই প্রতিজ্ঞা-পত্র অগ্রাহ্য হইতে পারিবে। কিন্তু যদি তিন মাসের পরেও, আবার উভয়ে এই প্রতিজ্ঞা-পত্র স্থির রাখিতে ইচ্ছা করেন, তবে আবার এই প্রতিজ্ঞা-পত্র গ্রাহ্য ও সুরক্ষিত হইতে পারিবে ইতি।"

সুধাংশু।—বেশ হয়েছে। ভাই তুমি স্বাক্ষর কর, আমিও স্বাক্ষর করি; দুই খানি লিখে একখানি তোমার নিকট রাখ, আর এক খানি আমার কাছে থাক। ভাই, এ যেন হারায় না, যত্নে রেখ।

ভূপেন্দ্র।—তাই ভাল। আমাদের বাল্য কাল হতে একত্রে ভোজন, একত্রে ভ্রমণ, একত্রে পাঠ, একত্রে খেলা, তাতেই যথার্থ বন্ধুত্ব হয়েছে। ঈশ্বর এই বন্ধুত্ব রক্ষা করুন। আমাদের অন্তরস্থ এই ভালবাসার নদী যেন কখনও শুষ্ক না হয়।

সুধাংশু।—ভাই তোমাকে আর আমাকে, তোমার মা এক সঙ্গে খেতে দিয়েছেন, তুমি অর্দ্ধেক খেয়েছ, আমি আর অর্দ্ধেক খেয়েছি। আমার মায়ের কাছে শুনেছি, আমরা দুজন একবয়সী। তোমার পিতা আমাকে পুত্রের ন্যায় ভাল বাসতেন, সর্ব্বদাই কাছে কাছে রাখতেন। মা বলেছেন, এক জন গণক আমার কোষ্ঠী দেখে বলেছিল যে, তোমার এই

পুত্রটি রাজা হবে। যদি তা না হয়, তবে সন্ন্যাসী হবে। দেখ ভাই, তুমি আর আমি ত এক আত্মাই বটে, এতেই আমার রাজা হওয়া হয়েছে ; শেষে সন্ন্যাসী হতে হয় কি না, দেখি।

ভূপেন্দ্র।—ভাই সন্ন্যাসী হওয়া কি ভাল?

সুধাংশু।—কি জানি, সন্ন্যাসীরা এক আত্মা দর্শন করেন, তাতেই সুখী। প্রেমিকেরা দুটি আত্মা দেখেন, একটি নিজের আর একটি প্রিয়তমের।

ভূপেন্দ্র।—আত্মা আবার দুটি কি প্রকার? আত্মা ত একই।

সুধাংশু।—আমি গত বৎসর কাশীধামে যাই। বরুণার পারে প্রণবাশ্রমে ব্রহ্মচারিণী মাতাজী প্রণব-দেবী থাকেন, তাঁর নিকট দীক্ষিত হই ; তখন শুনেছি, আর একটি আত্মা আছে, সেটি বন্ধুর আত্মা, ইংরাজীতে তাকে বলে "অল্‌টার্‌ ইগো" অর্থাৎ আর একটি "আমি," বা আমার "দ্বিতীয় আত্মা"।

ভূপেন্দ্র।—সুধাংশু, তখন তুমি আমাকে না ব'লে কাশী ধামে গিয়েছিলে। যা-হোক, শীঘ্রই আমি মাতাজী প্রণব-দেবীর নিকটে গিয়ে দীক্ষা গ্রহণ করব।

সুধাংশু।—রাজকুমার, আমারও সেই ইচ্ছা, তুমি কল্যই কাশী ধামে যাত্রা কর। "শুভস্য শীঘ্রং"।

ভূপেন্দ্র।—ভাই, আমাদের লোকজন কাকেও দেখছি না, তুমি একবার চারিদিক দেখে এস, তারা কোথায়? আমি এখানে একটু বিশ্রাম করি।

"আচ্ছা আমি দেখ্‌ছি" বলিয়া সুধাংশু বনপথে চলিয়া গেলেন। রাজপুত্র শয়ন করিয়া রহিলেন।

তৃতীয় কথা।

কুলীন কুমারী ও ভৈরবী চক্র।

সুধাংশু বন মধ্যে চলিতে চলিতে দেখিতে পাইলেন, তাঁহাদের লোকজন তাঁহাদের প্রতীক্ষা করিয়া বনমধ্যস্থ পথের ধারে বসিয়া রহিয়াছে। তিনি তাহাদিগকে দেখিতে পাইয়া আশান্বিত হইলেন এবং সেই স্থানেই তাহাদিগকে অপেক্ষা করিতে বলিয়া রাজপুত্রের নিকটে প্রত্যাগমন করিলেন। রাজপুত্র তাঁহাকে ফিরিয়া আসিতে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—সুধাংশু, তাদের দেখা পেলে?

সুধাংশু।—হাঁ, কোনও চিন্তা নাই। তারা পথের ধারেই আছে, আমাদের প্রতীক্ষা করছে।

ভূপেন্দ্র।—আচ্ছা, তবে আমরা এখন অনেক ক্ষণ এখানে বিশ্রাম করতে পারব।

সুধাংশু।—হাঁ, তারা সব ঠিক আছে। আমরা এখানেই একটু থাকি।

সুধাংশু রাজপুত্রের পার্শ্বে উপবেশন করিলেন।

ভূপেন্দ্র।—আচ্ছা সুধাংশু, তোমার বিবাহের ত অনেক কথা হয়ে আছে, এখন তোমার কি ইচ্ছা? এই বিবাহের জন্য আমাকে কি করতে হবে, বল?

সুধাংশু।—রাজকুমার, সেই কুলীন কুমারীর পাণিগ্রহণ করাই আমার একান্ত ইচ্ছা। কিন্তু আমার ইচ্ছায় কি হয়? সকলই সেই প্রণব-দেবীর ইচ্ছা।

এইস্থানে কুলীনকুমারীর পরিচয় দিতে হইবে: প্রাকৃতিক পূর্ব্ব

বঙ্গের পশ্চিম সীমান্তে রত্নপুর নামে একখানি পল্লীগ্রাম আছে। ঐ গ্রামে বহু সম্ভ্রান্ত লোকের বাস। যোগেশ্বর মহাতীর্থ নামে এক সম্ভ্রান্ত ধার্ম্মিক পুরুষ ঐ স্থানে বাস করেন। যোগেশ্বর কুলীন ব্রাহ্মণ, ইংরাজী ও সংস্কৃত ভাষায় পরম পণ্ডিত; এবং বহু ধন-সম্পত্তির অধিকারী। তাঁহার এক জ্যেষ্ঠতাত ছিলেন, তিনি বহু অর্থ সঞ্চয় করিয়া ও প্রকাণ্ড জমীদারী রাখিয়া পরলোক গমন করেন। তদীয় সহধর্ম্মিনী বিমলা-দেবী, পুত্র, পুত্রবধূ ও একটি কন্যা লইয়া যোগেশ্বরের আশ্রয়েই বাস করিতেন। পুত্রের নাম অভিরাম দেব, বয়ঃক্রম প্রায় পঞ্চবিংশ বৎসর। তিনিও সুপুরুষ, শক্তিমান, ন্যায়নিষ্ঠ। কন্যাটির নাম কুমারী, বয়ঃক্রম প্রায় চতুর্দ্দশ বৎসর। পাছে কুল-মর্য্যাদার লাঘব হয়, এই ভয়ে, পূর্ব্বকালীয় "কৌলীন্য প্রথার" অনুসরণ করিয়া বিমলা দেবী এত দিন কুমারীর বিবাহ দেন নাই। এখনও "সমান ঘর বর পাওয়া যায় না" বলিয়া তিনি কুমারীর বিবাহ দিতে অসম্মত। বিমলা দেবীর অর্থের অভাব নাই। বহু অর্থ দিলে ভাল ঘর-বর না পাওয়া যায়, এ রূপ নহে। কিন্তু যে রূপ বিশেষত্ব-বিশিষ্ট নৈকশ্য-কুলীনের ঘরে কার্য্য হইয়া আসিতেছে, সেই রূপ ঘর না পাইলে বিবাহ দেওয়া হইবে না, এই রূপ একটি দৃঢ় কুসংস্কার পূর্ব্ব বঙ্গে প্রচলিত থাকায় এবং সেরূপ ঘর ক্রমে লোপ পাওয়ায় পাত্র পাওয়া কঠিন হইয়াছে।

পরে জন-শ্রুতিতে জানা গিয়াছে যে, বহু কাল পূর্ব্বে বিমলা দেবীর স্বামী কার্য্যোপলক্ষে পূর্ব্ব বঙ্গে থাকিতেন, তখন তিনি এক মুমূর্ষু বৃদ্ধের সহিত তাঁহার শিশু-কন্যার বিবাহ দেন, এবং বিবাহের কিয়ৎকাল পরেই বৃদ্ধ স্বর্গারোহণ করেন। বিমলা

দেবী বহু কাল পরে দেশে আসিয়া সে কথা কাহারও নিকট প্রকাশ করেন না, কেবল 'ঘর-বর পাওয়া যায় না' বলিয়াই কুমারীর বিবাহে আপত্তি করিয়া থাকেন। অধুনা অনেকেই সেই পূর্ব্ব জনশ্রুতি বিশ্বাস করেন না। কুমারীর বিদ্যাবুদ্ধি ও অসামান্য রূপ-লাবণ্যের কথা শ্রবণ করিয়া বহু স্থান হইতে বহু লোক বিবাহ-সম্বন্ধ লইয়া আসিয়া থাকেন, এবং আত্মীয় স্বজনেও কুমারীর বিবাহ দিবার জন্য বিমলা-দেবীকে অনেক অনুরোধ করেন, স্বয়ং যোগেশ্বর-মহাতীর্থও বহু চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু বিমলা দেবী কুমারীর বিবাহ দিবেন না বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন। এই হেতু অনেকে অনেক কথা বলিয়া থাকেন, ও নিন্দাবাদও করেন; কিন্তু বিমলা দেবী তাহার কিছুই গ্রাহ্য করেন না।

এই মত-ভিন্নতা হেতু এক্ষণে বিমলা দেবী তাঁহাদিগের সুবিস্তীর্ণ বাটীর উত্তরখণ্ডে পুত্র কন্যা লইয়া পৃথক ভাবে বাস করিতেছেন। এতদিন পর্য্যন্ত যোগেশ্বর সমস্ত ধন সম্পত্তি ও জমিদারী রক্ষা করিয়া আসিতেছিলেন, এক্ষণে মতভেদ ও বাদ-বিসম্বাদ উপস্থিত হওয়ায় তিনি সেই সমস্ত ধন সম্পত্তি ও কার্য্যভার বিমলা দেবী ও তদীয় পুত্র অভিরাম দেবকে প্রত্যর্পণ করিয়াছেন। অভিরাম দেব এক্ষণে বিলক্ষণ বিচক্ষণ, কৃতবিদ্য ও কার্য্যক্ষম হইয়াছেন। তিনি নিজ ধন-সম্পত্তি ও জমিদারীর তত্ত্বাবধারণের ভার নিজ হস্তেই গ্রহণ করিয়াছেন।

আর একটি কথার উল্লেখ না করিলে কুলীন কুমারীর অবস্থা সম্বন্ধে সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর পরিচয় হইবে না। সে কথাটি এই,—

৺কাশীধামের উত্তরে প্রায় তিন ক্রোশ দূরে নির্জ্জন প্রান্তরে “প্রণবাশ্রম” নামে একটি আশ্রম-বাটী আছে। ঐ আশ্রম ব্রহ্ম চারিণী-মাতাজী প্রণব-দেবীর মানস-সৃষ্ট। মাতাজী ঐ আশ্রমে তপস্যায় সতত নিরত থাকেন। সেখানে তাঁহার প্রধান প্রধান শিষ্য মণ্ডলী ও কাশীধামস্থ বহু সাধু-পুরুষের দ্বারা গঠিত একটি মন্ত্রী-সভা আছে। ঐ মন্ত্রী-সভার নাম “ভৈরবী-চক্র”। এই ভৈরবী-চক্রের কার্য্য প্রণালী যত দূর সম্ভব গোপন রাখা হয়। ঐ চক্রস্থ সকলে “বয়ম্ অজরামরাঃ” আমরা অজর অমর—এই মন্ত্র সর্ব্বদা উচ্চারণ করিয়া থাকেন। পূর্ব্বকালে তান্ত্রিক উপাসকগণের মধ্যে এই ভৈরবী-চক্র প্রচলিত ছিল, উহার মহৎ উদ্দেশ্যও ছিল! কাল বশে ঐ চক্র-প্রণালী দূষিত হইয়া “হিতে বিপরীত” হইয়া উঠে। শেষে কেবল “পঞ্চ মকার” সাধনের যথেচ্ছাচারিতা ঐ চক্রে অনুষ্ঠিত হইত।

দাক্ষিণাত্যে যোগাদ্যার আশ্রম নামে একটি আশ্রম আছে। দেবী বল্লভাসখী ঐ আশ্রম স্থাপন করেন। দাক্ষিণাত্যে আদ্যার আশ্রমে দেবী বল্লভাসখী ও কাশীধামে প্রণবাশ্রমে প্রণব দেবী সেই প্রাচীন ভৈরবী-চক্রের মহান্ উদ্দেশ্য পুনর্জীবিত করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হন; পরে তাঁহারা কাশ্মীর, বোম্বাই, রাজপুতনা প্রভৃতি প্রদেশেও এক একটি শাখা চক্র স্থাপন করেন।

যোগেশ্বর মহাতীর্থ, দেবী বল্লভাসখীর নিকটে ভৈরবীচক্রে দীক্ষিত হইয়া “মহাতীর্থ” আখ্যা প্রাপ্ত হন। কুমার ভূপেন্দ্র নারায়ণের মন্ত্রী শারদানন্দ-স্বামীও দাক্ষিণাত্যের ঐ যোগাদ্যার আশ্রমে দেবী বল্লভাসখীর নিকটে দীক্ষিত হইয়াছেন। পরে

সুধাংশুও ঐ দীক্ষা গ্রহণ করেন। শারদানন্দ যোগেশ্বরের বাল্য বন্ধু। যোগেশ্বর তদীয় জ্যেষ্ঠতাত-পুত্রী কুমারীর পরিণয় জন্য বহু প্রয়াস পাইতেছিলেন; এদিকে সুধাংশুর দীক্ষার পরে তাঁহার উপর শারদানন্দের স্নেহ-দৃষ্টি পতিত হইল, এই হেতু শারদানন্দ কুমারীর সহিত সুধাংশুর পরিণয় সংঘটনের অভিপ্রায়ে কুমারীর ভ্রাতা যোগেশ্বরকে বিশেষ অনুরোধ করিলেন। যোগেশ্বরও সম্মত হইয়া ঐ পরিণয় সংঘটন জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

কিন্তু কুমারীর জননী বিমলা-দেবী সুধাংশুর কুলপরিচয় ধরিয়া এই কার্য্যে কুল-মর্য্যাদার হানি হইবে বলিয়া ঘোর প্রতিবাদ করিলেন। তিনি সুধাংশুর প্রতি যোগেশ্বরের অনুরাগ বুঝিয়া বিদ্বেষ বশতঃ সুধাংশুর নামে একবারে খড়্গহস্ত হইলেন। তিনি সকলের নিকটেই প্রকাশ করিলেন যে, তিনি কুমারীর বিবাহ দিবেন না; কন্যাকে অতুল ঐশ্বর্য্য প্রদান করিয়া গৃহেই রাখিবেন, কুলীন কুমারীর পক্ষে ইহা অস্বাভাবিক নহে, দোষাবহও নহে।

ভূপেন্দ্র-নারায়ণের জ্ঞাতি-শত্রু রাজা বীরসিংহের সহিত বিমলাদেবীর স্বর্গগত স্বামীর বন্ধুত্ব ছিল, এই কারণে বিমলা দেবী বীরসিংহকে বিশেষ অনুরোধ করিয়া, জানাইলেন যে, ভূপেন্দ্র নারায়ণ ও তাঁহার মন্ত্রী শারদানন্দ উভয়ে কুমারীর সহিত সুধাংশুর পরিণয় জন্য নিতান্ত ব্যগ্র হইয়াছেন, ও নানাবিধ অসদুপায় অবলম্বন করিতেছেন, তাহার প্রতিবিধান জন্য তিনি তাঁহার সাহায্য প্রার্থনা করেন।

মন্ত্রী শারদানন্দ কুমার ভূপেন্দ্র-নারায়ণকে সুধাংশুর এই

পরিণয় সম্বন্ধে সমুদায় কথাই বলিয়া রাখিয়াছিলেন; ভূপেন্দ্র নারায়ণও সুধাংশুর সহিত এই কুলীন-কুমারীর বিবাহ দিবেন বলিয়া স্থির-প্রতিজ্ঞ হন। তাই এই নির্জ্জন বন-ভূমির মধ্যে বিরলে বসিয়া তিনি সুধাংশুকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—

সুধাংশু, তোমার বিবাহের জন্য আমাকে কি করতে হবে বল? আমি তাই করব।

ইতোমধ্যে বৃক্ষরাজির পশ্চাদ্ ভাগে শুষ্ক পত্রের মর্ম্মর শব্দ শ্রুত হইল, শাখাস্থ নৃত্যকারী পক্ষিদল কলকল রবে আকাশ পথে উড়িয়া গেল। রাজকুমার একবার পশ্চাদ্ ভাগে দৃষ্টিপাত করিলেন। সুধাংশু জিজ্ঞাসা করিলেন, কুমার, কিসের শব্দ?

ভূপেন্দ্র।—কে যেন একটি লোক এদিক দিয়ে গেল।

সুধাংশু।—আমাদেরই লোক এদিক ওদিক আছে, তাদেরই কেউ গিয়েছে।

ভূপেন্দ্র।—ভাই সুধাংশু, মন্ত্রীবর আমাকে বলেছেন যে, যদি তুমি সেই যোগেশ্বরের যোগে, কুলীন কুমারীকে হরণ ক'রে, গোপনে নিয়ে গিয়ে, কাশীধামে প্রণবাশ্রমে ফেল্‌তে পার, তবে এই বিবাহ সহজেই সম্পন্ন হ'তে পারে।

সুধাংশু।—রাজকুমার, আমি মনস্থ করেছি, মন্ত্রীবরের নিকট এ বিষয়ের পরামর্শ গ্রহণ করব। দেখি তিনি কি বলেন?

পুনর্ব্বার বনমধ্যে শুষ্ক পত্রের মর্ম্মর শব্দ শ্রুতিগোচর হইল। রাজকুমার সেই দিকে দৃষ্টিপাত করিয়াই অসিহস্তে দণ্ডায়মান হইলেন।

সুধাংশু।—রাজকুমার, কিসের শব্দ?

ভূপেন্দ্র।—তাইত, প্রায় সন্ধ্যা হয়েছে, আর এখানে থাকা ভাল নয়। এই নির্জ্জন স্থানে কেহ আমাদের কথা শুনছেনা ত? বোধ হচ্ছে বৃক্ষ গুলিরও কাণ আছে, এই গোপন কথা শুনে নিচ্ছে! আমার শত্রু ত পদে পদে।

সুধাংশু।—অন্য কেহ নয়, আমাদেরি লোকজন আসা যাওয়া কচ্ছে।

ভূপেন্দ্র।—না, ঐ যে! কে যেন ওখানে বনের মধ্যে নড়ছে, দেখছি। এই বলিয়া রাজকুমার সেই বনমধ্যে প্রবেশ করিয়া সম্মুখে দেখিলেন—একটি ছিন্নবসনা স্ত্রীলোক শুষ্ক কাষ্ঠ আহরণ করিতেছে। রাজকুমার জিজ্ঞাসা করিলেন, তুই কে রে?

সে মুখ উত্তোলন করিয়া উত্তর করিল—আমরা এখানে কাঠ কুড়াতে আসি।

কুমার দেখিলেন, একে নির্জ্জন স্থান, প্রায় সন্ধ্যাকাল, তাহাতে স্ত্রীলোকটি যুবতী, জীর্ণ বস্ত্রে অর্দ্ধাঙ্গ মাত্র আবরিত! দেখিয়াই অমনি তিনি অবনত মস্তকে পশ্চাৎ-পদ হইলেন।

সুধাংশু জিজ্ঞাসা করিলেন, লোকটা কে?

কুমার।—কাঠকুড়ানী কাঠ কুড়াতে এসেছে।

কাঠ-কুড়ানী. একবার তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে রাজপুত্রের মুখাবলোকন করিয়া শুষ্ক কাষ্ঠের ভার মস্তকে লইয়া আপন পথে প্রস্থান করিল।

সুধাংশু।—কুমার, সন্ধ্যা হল, আমরা বহুক্ষণ এখানে বসে আছি, এখন চল যাই।

ভূপেন্দ্র।—তবে আজ ওঠ।

তাঁহারা উভয়ে গাত্রোত্থান করিলেন। সুধাংশু গাইতে আরম্ভ করিলেন—

গীত।

ভাল বাসি তোমারে।
দিবানিশি বসি বসি এই শুধু ইচ্ছা করে।
যে পেয়েছে ভালবাসা,
তার মনে কতই আশা,
সার্থক তার ভবে আসা, অমানিশা অন্ধকারে।

তখন দুই জনে অগ্রসর হইয়া বৃক্ষশাখা হইতে অশ্ববল্গা খুলিয়া দুই অশ্বে আরোহণ করিলেন; এবং যে দিকে তাঁহাদিগের লোক জন অপেক্ষা করিতেছিল সেই দিকে অশ্ব ধাবিত করিলেন। অশ্বদ্বয় বিদ্যুৎ গতিতে ধাবমান হইল, এবং মুহূর্ত্তে নিবিড় বন-পথের মধ্যে অদৃশ্য হইয়া গেল।



চতুর্থ কথা।

ভাই ভাই।

কুমার ভূপেন্দ্র নারায়ণ রাজ বাটীতে প্রত্যাগমন করিয়া মন্ত্রীবর স্বামিজীর সহিত নানাবিধ বৈষয়িক পরামর্শ করিলেন ও সুধাংশুর বিবাহ সম্বন্ধে অনেক আলোচনা করিলেন। সর্ব্ব বিষয়ের মীমাংসা ও কর্ত্তব্য স্থির করিয়া দিয়া, তিনি তৎপর দিবস প্রত্যুষে কাশীধামে যাত্রা করিলেন। সুধাংশুও সেই দিন কলিকাতায় তাঁহার একটি বন্ধুর নিকট গমন করিলেন।

কলিকাতায় তালতলার নিকটে একটি ধনকুবের সওদাগরের অট্টালিকা বাটী আছে। সওদাগরের পুত্রাদি না থাকায় তিনি একটি দত্তক পুত্র গ্রহণ করেন। পুত্রের নাম সুরেশ-চন্দ্র দেব। সুরেশের বিংশ বর্ষ বয়ঃক্রম কালে তাঁহার পিতা এক পরমা সুন্দরী কন্যার সহিত তাঁহার বিবাহ দেন। তৎপরেই সুরেশের পিতা পরলোক গমন করেন, ও অনতি-বিলম্বে মাতাও ইহলোক পরিত্যাগ করিয়া যান। তখন সুরেশচন্দ্রই সমস্ত ধন সম্পত্তি স্বহস্তে প্রাপ্ত হন। কিন্তু তিনি পোষ্যপুত্র বলিয়া প্রথম হইতেই তাঁহার চিত্তে গভীর কালিমা রেখা অঙ্কিত হইয়াছিল। এক্ষণে সুরেশচন্দ্রের অন্তঃকরণ মাতৃস্নেহের জন্য ক্ষুব্ধ ও লালায়িত হইয়া উঠিল।

সুরেশ প্রায় অষ্টম বর্ষ বয়ঃক্রম কালে দত্তক পুত্র রূপে গৃহীত হন, এই জন্য তিনি তাঁহার গর্ব্ভধারিণী জননীকে কিছুতেই বিস্মৃত হইতে পারেন নাই। অতুল ঐশ্বর্য্য ও রূপবতী ভার্য্যাও তাঁহার চিত্তে শান্তি প্রদান করিতে পারিল না। এক্ষণে তাঁহার

পত্নী সন্তান-সম্ভাবিতা হইয়াছেন, তথাপি তিনি স্ত্রীর প্রতি উদাসীনতা প্রদর্শন করেন। তিনি নির্জ্জনে থাকিলেই গোপনে কেবল মা, মা, বলিয়া রোদন করেন। পত্নী নানা চেষ্টা ও প্রবোধ দিয়াও তাঁহার চিত্তে শান্তি আনয়ন করিতে পারেন না।

সুধাংশু পাঠ্যাবস্থায় সুরেশচন্দ্রের বাটীতে থাকিতেন। সুধাংশু ও সুরেশ উভয়ে এক শ্রেণীতে অধ্যয়ন করিতেন। মাতৃ স্নেহের অভাব-জনিত শান্তিহীন হৃদয়ের বিষম বেগ কিছুতেই নিবারণ করিতে না পারিয়া, সুরেশচন্দ্র সুধাংশুর নিকটেই প্রাণ উদ্ঘাটন করিয়া সকল দুঃখ প্রকাশ করিতেন। পরে তিনি রাজনগরে সুধাংশুর বাটীতে যাতায়াত আরম্ভ করেন, ও সুধাংশুর "বিশ্বজননীর" ন্যায় স্নেহময়ী জননীকে মা, মা, বলিয়া ডাকিয়া তপ্ত হৃদয়ে তৃপ্তি লাভ করিতেন। সুধাংশুর জননী সুরেশচন্দ্রকে আপন পুত্রের ন্যায় জ্ঞান করিয়া তদীয় অপূর্ব্ব মাতৃস্নেহ প্রদর্শন করিতেন। তিনি যে কেবল সুরেশের মা হইয়াছিলেন তাহা নহে, রাজপথের অনাথ বালক বালিকা হইতে প্রাসাদস্থ বালার্কের ন্যায় রাজপুত্র পর্য্যন্ত অনেকে তাঁহাকে মা, মা, বলিয়া প্রাণ জুড়াইয়াছে।

এই রূপে সুরেশচন্দ্রের সহিত সুধাংশুর অপূর্ব্ব ভ্রাতৃভাব জন্মায়। সুরেশের জন্য জননীর স্বহস্তে প্রস্তুত বহুবিধ সুমিষ্ট মিষ্টান্ন লইয়া সুধাংশু সুরেশচন্দ্রের বাটীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সুধাংশুকে পাইয়া সুরেশের আনন্দের সীমা রহিল না। দুই ভ্রাতা একত্রে উপবেশন ও কথোপকথনে, একত্র ভোজন ও শয়নে দিনযামিনী যাপন করিতে লাগিলেন। রাজ-প্রাসাদ সদৃশ ত্রিতল বাটীর উচ্চতম নিভৃত কক্ষে বসিয়া সুরেশ

বলিলেন,—ভাই, মাকে অনেক দিন দেখি নাই, মা ভাল আছেন ত? তোমাদের সকল ভ্রাতাকে ক্রোড়ের নিকট বসিয়ে মা যখন হাতে হাতে খাবার দেন, তখন আমার কথা স্মরণ করেন ত? এই বলিয়া সুরেশ রুমালে নেত্র আবরণ করিলেন।

সুধাংশু।—ভাই, মা ভাল আছেন। তোমার জন্য কত খাবার পাঠিয়েছেন। মা সর্ব্বদাই তোমার কথা বলেন। ভাই সুরেশ, মুখ তোল, কাঁদ্চ কেন? চল কা'লই তোমাকে মায়ের কাছে নিয়ে যাব। তোমাকে নিয়ে যেতেই মা আমাকে পাঠিয়ে দিয়েছেন।

সুরেশ।—ভাই সুধাংশু, যার মা নাই তার কি দশা! তা তোমরা বুঝতে পারবে না।

আমি শৈশবেই মা-বাপ ভাই-ভগ্নী সকলকেই হারায়েছি, আমি মা-হারা! তোমার মাকে মা ব'লে অবধি আমার আকুল প্রাণ শান্ত হয়েছে। তোমাকে পেয়ে, ভাই, আমার অনেক দিনের সাধ পূর্ণ হয়েছে। আমার মা বলা, ভাই বলা সার্থক হয়েছে। তোমাকে আর মাকে পেয়ে, আমি সব দুঃখ ভুলেছি।

সুধাংশু।—ভাই সুরেশ, আমরা যেন চিরদিন এই ভাবে জীবন কাটাতে পারি। ভাই ভাইতে কি মধুর সম্বন্ধ! কিন্তু বড় দুঃখের কথা, সংসারে, জ্ঞাতি-ভাইয়ের ত কথাই নাই, সহোদর ভাই যারা, তারাও, পোড়া কামিনী-কাঞ্চনের হাতে প'ড়ে এক মাতৃগর্ব্ভের সেই অনির্ব্বচনীয় ভালবাসার সম্বন্ধ ভুলে গিয়ে, পরস্পর বিদ্বেষ-পরায়ণ হ'য়ে ওঠে। কিন্তু ভাই, আমরা জ্ঞাতি ভাইও নই, সহোদর ভাইও নই, আমাদের সে আশঙ্কা একবারেই নাই। যথার্থ ভ্রাতৃস্নেহ যা, তার পূর্ণতা

আমাদের মধ্যেই দেখতে পাওয়া যাবে। ভাই ব'লে ভাই, বন্ধু ব'লে বন্ধু! এমন আর হ'তে নাই! এই দেব-দুর্লভ নিত্য ধন ভাই-ভাইয়ের ভালবাসা লোকে কেবল মনের দোষেই কলুষিত করে।

সুরেশ চন্দ্র অনেক ক্ষণ নীরবে থাকিয়া আত্ম সংযম করিলেন ও মুখ তুলিয়া বলিলেন—ভাই এখন একটা কথা জিজ্ঞাসা করি। তোমার বিবাহের কি হল?

সুধাংশু।—দেখ ভাই, দেখে শুনেই বিবাহ করা উচিত। আমার মতে, এক মাত্র ভালবাসাই এই শুষ্ক অনিত্য সংসারকে সরস ও সুমিষ্ট করে রেখেছে। প্রেম শূন্য সংসার ত বালুকাপূর্ণ মরুভূমি! দেখ ভাই, আমার "আমি" কিরূপ মিষ্ট, কেমন সুন্দর! আমিই আমার সর্ব্বস্ব। আমারি জন্য আমার সব। নির্ম্মল "আমিকে" মুনি-ঋষিগণ "আত্মা" বলেছেন। ঐ আত্মাই অবিনাশী নিত্য সত্য। দেখ ভাই, এক "আমিতে" আমার ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ডটি কেমন পূর্ণ, কেমন মধুময়! এটি ভিন্ন আর একটি আছে "অলটার্ ইগো"—"অ্যানাদার্ ছেল্ফ্" অর্থাৎ আর একটি "আমি"। একটি আমিতে কত মিষ্টি দেখেছ? তার সঙ্গে আর একটি ঐ রূপ "আমি" যুক্ত হলে, কত মিষ্ট, কতই সুন্দর হয়? ঐ "দ্বিতীয় আমি" আমার আত্মার ফটোগ্রাফের ন্যায়, প্রিয়তম ও নিকটতম বন্ধুরূপে প্রকাশ পায়। যোগীর আত্মা যেমন আপন আত্মাতেই আরাম পায়, আত্ম সুখানুভব করে, তেমনি আমাদের আত্ম স্বরূপ বন্ধুত্বের ভালবাসাতেও আত্মা পরমানন্দ উপভোগ করে। এই রূপ বন্ধু আমার অনেক আছেন, স্ত্রীও এই রূপ হওয়া আবশ্যক।

স্ত্রীও যদি আমার "দ্বিতীয় আমি" রূপে প্রকাশ পান, তবেই বিবাহ সার্থক হয়। শাস্ত্রেও বলে "স্ত্রী অর্দ্ধাঙ্গিণী"। কেহ কেহ বলেন —স্ত্রী উত্তমার্দ্ধ।

ভাই, তোমাকে ত পূর্ব্বেই বলেছি, যদি সেই কুলীন কুমারীর সঙ্গে বিবাহ হয়, তবে বিবাহ করব, নইলে আর না। আমি অনেক অনুসন্ধানে জেনেছি, সেই পাত্রীই আমার "দ্বিতীয় আমি" হবার উপযুক্তা।

সুরেশ।—তবে সেইটী বিবাহ করলেই ত হয়।

সুধাংশু।—না ভাই, তার অনেক বাধা বিঘ্ন আছে। ঐ পাত্রী নিখুঁত কুলীনের ঘরের কন্যা, বিশেষ, তারা বড়লোক, যেমন ধন-বল্ তেমনি লোক-বল্ আছে। কন্যার মায়ের একবারে অমত, একটু নিম্ন ঘরে কন্যা দেবে না। কন্যার মা এ বিবাহের বিষম বিরোধী, একবারে খাঁড়াধরা!

সুরেশ।—তবে তুমি কি স্থির করেছ?

সুধাংশু।—স্থির আর কি করব! হয়ত এই গোলমালে আমার সর্ব্বস্ব যাবে। আমার কপালে অনেক দুঃখ কষ্ট আছে। দেখ ভাই, আমি সেই কুলীন কুমারীকে দেখি নাই, সত্য, কিন্তু রূপ দেখে কি ফল? রূপ যেমনই হোক না কেন, গুণ থাকাই আবশ্যক। সেই কুলীন কুমারীর গুণের আর ভক্তির কথা শুনে, আমি আশ্চর্য্য বোধ করেছি। তার দুঃখের কথা শুনেও আমি মর্ম্মাহত হয়ে আছি। সেই কন্যার এক ভ্রাতা যোগেশ্বর মহাতীর্থ; তিনি পরম পণ্ডিত, পরম ধার্ম্মিক, মহা তেজস্বী পুরুষ; তিনিই চেষ্টা করছেন। কিন্তু সেই কন্যার এক আপন ভ্রাতা আছেন, তাঁর নাম অভিরাম দেব, তিনি মাতৃপক্ষে।

খুব সম্ভব, তিনি এই বিবাহে সর্ব্বস্ব দিয়েও বাধা দেবেন। আমার সঙ্গে তাঁদের সাক্ষাত হয় নাই, কিন্তু স্বামী শারদানন্দ, যিনি কুমার ভূপেন্দ্র নারায়ণের মন্ত্রী, তিনি অনেক দিন হ'তেই এ প্রস্তাব তাঁদের উভয়ের নিকটেই করেছেন। দেখি তাঁরাই বা কি কতদূর করতে পারেন।

সুরেশ।—ভাই তোমার অবস্থা ত এই, আবার আমারও মন-কষ্টের সীমা নাই।

সুধাংশু।—কেন ভাই? রাজার ন্যায় তোমার সম্পত্তি, রাজা বল্লেই হয়; রাজ-সুখেই দিন কাটাচ্ছ, অর্থেরও সীমা নাই, সুখেরও সীমা নাই, তোমার আবার কষ্ট কোথায়?

সুরেশ।—ভাই তা সত্য। সে অর্থে আমার দুঃখ গেল না। অতুল ঐশ্বর্য্য আছে, কিন্তু আমার কাছে সে যেন বিষবৎ বোধ হচ্ছে! ভাই, জগতের সম্বন্ধ সবই কেবল স্বার্থ-সম্বন্ধ, স্বার্থে আঘাত প'লেই আর সম্বন্ধ থাকে না, সকল সম্বন্ধই স্বার্থময়, আর দু'দিনের জন্য অঃস্বার্থ সম্বন্ধ কেবল "মা"! মাতৃস্নেহের সেই নিত্য সত্য সম্বন্ধ আমি কিছুতেই ভুলতে পারছি না। আমার ইচ্ছা হয়, তোমার সঙ্গে সন্ন্যাসীর বেশে দূর দেশে চলে যাই। ভাই, তোমাদের ভৈরবী-চক্রের নিয়মগুলি আমাকে বল্বে? আমি শীঘ্রই দাক্ষিণাত্যে যোগাশ্রমে যাব, গিয়ে দেবী বল্লভাসখীর ভৈরবী-চক্রে দীক্ষিত হব।

সুধাংশু।—ভাই সুরেশ, তোমার দুঃখে আমি সতত দুঃখিত। তোমার অভিলাষ পূর্ণ করতে আমি শীঘ্রই চেষ্টা করব। তুমি দাক্ষিণাত্যে কবে যাবে? সেই সময় কাশীধাম হয়ে যাবে। কাশীধামে প্রণবদেবীর ভৈরবী-চক্রে দীক্ষা গ্রহণ ক'রে তবে

দাক্ষিণাত্যে যেও। কাশীতে রামানন্দ-ভারতীর নিকট গেলেই সব নিয়মাদি জান্‌তে পাবে। আমি পূর্ব্বেই সেখানে পত্র দেব।

সুরেশ।—ভাই সুধাংশু, শৈশব হতেই মা-বাপ হারায়েছি। মন তখন হ'তেই উদাসীন। আমি শীঘ্রই কাশীধামে ভারতী-স্বামীর নিকট সব জান্‌ব। এবার ভৈরবী চক্রে দীক্ষিত হয়ে তবে আর কাজ! আলস্যে আমি অনেক সময় নষ্ট করেছি। দীক্ষিত হওয়ার পরে যোগাত্মার আশ্রমে দেবী বল্লভাসখীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করব। দাক্ষিণাত্য হ'তে ফিরে এসে কাশ্মীর যাব। কাশ্মীর-চক্রের কে কোথায় আছেন, আমাকে সব ব'লে দিও। কাশ্মীর গিয়ে তবে আমি তোমাকে পত্র দেব। তোমার বিবাহের কিরূপ কি হয় না হয়, আমাকে সমস্ত লিখবে। আবশ্যক হলেই আমি আসব।

সুধাংশু।—সে জন্য তোমার চিন্তা নাই। সব খবরই তুমি পাবে। তুমি কাশীধামে গিয়ে দীক্ষিত হ'লে দেখতে পাবে, দেবীর ভৈরবী-চক্রে কি অপূর্ব্ব নৈসর্গিক ব্যাপার হচ্ছে!

সুরেশ।—ভাই রাত্রি হয়েছে, এখন চল, আহারের সময় হয়েছে।

এই বলিয়া দুই বন্ধু গাত্রোত্থান করিলেন, ও পরস্পর হস্ত ধারণ করিয়া অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন।



পঞ্চম কথা।

কুল-পরিচয়।

"যশোর নগর ধাম, প্রতাপ-আদিত্য নাম,
মহারাজ বঙ্গজ কায়স্থ।"

সুন্দর-বনের উত্তর ভাগে খুলনা-জেলার অন্তর্গত বর্ত্তমান ধূমঘাটের নিকটে জঙ্গলময় স্থানে প্রাচীন যশোর-নগর প্রতিষ্ঠিত ছিল। সুবিখ্যাতা যশোরেশ্বরী কালী ঐ স্থানে অদ্যাবধি প্রতিষ্ঠিতা আছেন। ঐ যশোর-নগরে মহারাজ প্রতাপাদিত্যের বংশে দেওয়ানি প্রভৃতি কার্য্য করিয়া অনেকে অতুল ঐশ্বর্য্য উপার্জ্জন করেন। এই ধনশালী ব্যক্তিগণের মধ্যে সুরেন্দ্রনারায়ণ রায় জাতিতে রাজপুত ছিলেন। পরে তিনি রাজা সুরেন্দ্র-নারায়ণ নামে বিখ্যাত হন, এবং যশোর নগরেই বাস করেন।

এই সুরেন্দ্র-নারায়ণের বংশে রাজা নরেন্দ্র-নারায়ণের জন্ম হয়। এই নরেন্দ্র-নারায়ণের পুত্র কুমার ভূপেন্দ্র-নারায়ণই রাজ-নগরে নূতন রাজধানী স্থাপন করেন। তিনি বিবাহ করেন নাই, কনিষ্ঠ ভ্রাতৃদ্বয় যাদবেন্দ্র-নারায়ণ ও মাধবেন্দ্র-নারায়ণের উপরে এবং পবিত্র ব্রাহ্মণ কুলোদ্ভব তদীয় মন্ত্রী শারদানন্দ-স্বামীর উপরে জমিদারী পরিচালনের ভার অর্পণ করিয়া নিজে চির কৌমার-ব্রত অবলম্বন পূর্ব্বক গৃহত্যাগ করিয়া যান, ও কাশীবাসী

হইয়া জীবন যাপন করেন। ভূপেন্দ্র-নারায়ণের এক অতিবৃদ্ধ জ্ঞাতি-ভ্রাতা ছিলেন, তাঁহার নাম রাজা রণবীর-সিংহ। তিনিও যশোর-নগর হইতে কিঞ্চিৎ দূরে গিয়া রণবীর-নগর স্থাপন করেন ও তথায় বাস করেন। লোকে ঐ স্থানকে বীরনগর বলিত। ভূপেন্দ্রের পিতা রাজা নরেন্দ্র-নারায়ণ এই রণবীর সিংহের বহু সম্পত্তি কৌশল ক্রমে নিজ সম্পত্তির অন্তর্গত করিয়া লন। তদবধি তাঁহাদের সেই বিবাদ বংশানুক্রমে চলিয়া আসিতেছে। ভূপেন্দ্রের জ্ঞাতি-ভ্রাতা রণবীর সিংহের পুত্র সুধীর-সিংহ চক্ষুরোগে ক্ষীণ-দৃষ্টি হন, সেই জন্য তদীয় একমাত্র পুত্র কুমার বীরসিংহ বাল্যকালেই তাঁহার "অন্ধের যষ্টি" হইয়া ছিলেন। পিতৃভক্ত বীরসিংহ তাঁহার অন্ধ পিতা সুধীর-সিংহকে সম্মুখে রাখিয়া, তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া বাল্যকাল হইতেই নিজে জমিদারী কার্য্য পরিচালন করিতে আরম্ভ করেন। সেই সময় হইতেই অনেক বিষয়ে তাঁহার মনের উদারতা ও মহত্ত্ব প্রকাশ পাইত। বাল্যকালে বিপুল ঐশ্বর্য্য স্বহস্তে পাইয়া কুমন্ত্রীর কুমন্ত্রণাতে প্রথমে কিঞ্চিৎ বিচলিত হইলেও শেষে তিনি নিজ মহত্ত্বের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া গিয়াছেন। এইরূপ মহাত্মার নির্ম্মল চরিত্রই সকলের অনুকরণীয়।

বীরসিংহের বংশোজ্জলকারী কৃতবিদ্য পুত্র কুমার জিতেন্দ্র সিংহ পূর্ব্বকার জ্ঞাতি-বিরোধ তিরোহিত করিয়া জ্ঞাতিবর্গের মধ্যে পরম আত্মীয়তা সংস্থাপন করেন, ও পিতৃনামে নানা সৎকীর্ত্তি স্থাপন করিয়া বীরসিংহের নাম আরও সমুজ্জল ও চিরস্থায়ী করিয়াছিলেন।

মহৎ বংশে জন্ম গ্রহণ করিয়া যাঁহার অন্তরে সৎ-প্রবৃত্তির বীজ নিহিত থাকে, তিনি কুসঙ্গে ও প্রলোভনে পতিত হইয়াও নিজ মহত্ত্ব রক্ষা করিতে পারেন,—রাজা বীরসিংহের মহৎ চরিত্রে তাহা ক্রমে দেখিতে পাওয়া যাইবে।

যশোর-নগরের অনতি দূরে বীর-নগরে রাজা বীরসিংহের রাজধানী। তাহার মধ্যে সদর বাড়ী ও অন্দর বাড়ী আছে,তদ্ভিন্ন বিষ্ণু মহল, দেবী-মহল, ফুলবাগ, মেওয়াবাগ, রামঝিল, সীতাঝিল সকলই সুন্দর ভাবে অবস্থিত।

রাজবাটীর কিয়দ্দূরে একটি সুদীর্ঘ দীর্ঘিকা, পঙ্কপূর্ণ হইয়া বৃদ্ধা রসবতীর ন্যায় দন্তহীন আস্যে এক এক বার হাস্য করিতেছে। ঐ দীর্ঘিকার নাম কমল-সরোবর। উহার যৌবনের সৌন্দর্য্য অন্তর্হিত হইয়াছে। এক্ষণে উহা বার্দ্ধক্যের পঙ্ক শৈবালে পরিপূর্ণ। রাজবাটীর সিংহ-দ্বার অতিক্রম করিয়া পুরিমধ্যে প্রবেশ করিলেই দক্ষিণ ভাগে কাছারি বাড়ী ও বাম ভাগে পূজার বাড়ী নেত্র গোচর হয়। এই দুই বাড়ীর মধ্য দিয়া একটী প্রশস্ত পথ গিয়াছে, সেই পথে গমন করিলেই রাজা বীরসিংহের বৈঠক-খানায় উপস্থিত হওয়া যায়। ঐ বৈঠক-খানার দুই পার্শ্বে নাটমন্দির, পশ্চাদ্ দিকে অন্তঃপুর। বহির্ব্বাটী হইতে অন্তঃপুরস্থ সৌধমালার শিখর-দেশ দৃষ্টিপথে পতিত হয়। সেই অন্তঃপুরে রাজমহিষী তদীয় দাস-দাসী ও প্রতিবেশিনী মণ্ডলে পরিবেষ্টিত হইয়া অবস্থিতি করেন।

রাজা বাহাদুরের বহু দাস-দাসীর মধ্যে একটী দাসী নিকটে থাকিয়া দিবারাত্র তাঁহার সেবা করে, তাহার নাম উল্লাসিনী।

কমল-সরোবরের পূর্ব্বধারে একটী ক্ষুদ্র পল্লী দেখিতে পাওয়া যায়। কতকগুলি মধ্যবর্ত্তী লোক ও অনেকগুলি সামান্য শ্রেণীর লোক ঐ পল্লীতে বাস করে।

পূর্ব্ব কালীয় রাজগণের রক্ষিতা রমণী গণ বংশ পরম্পরায় সেই স্থানে বাস করে বলিয়া ঐ স্থানকে কামিনী-পাড়া বলে। রাজা বীরসিংহের মন্ত্রী অনেক দিন পূর্ব্বে উল্লাসিনীকে ঐ কামিনী-পাড়া হইতে আনিয়া রাজসেবায় নিযুক্ত করিয়া দেন। উল্লাসিনী নৃত্য-গীতে পারদর্শিনী। তাহার কণ্ঠস্বর বীণার ঝঙ্কারের ন্যায় মধুর! তাহার এই শিক্ষা কামিনী-পাড়ার শিক্ষা। রাজ-মাহষী তাহাকে কন্যার ন্যায় স্নেহ করেন। সে এক্ষণে লেখাপড়া শিখিয়াছে, ও রামায়ণ মহাভারত পাঠ করে। তাহার একটী বিশেষ গুণ আছে, সেইজন্য রাজ-বাটীতে তাহার সমাদর সর্ব্বাপেক্ষা অধিক,—যখন যেখানে আবশ্যক হয়, তখন সেই স্থানে তাহাকে গুপ্তচর রূপে প্রেরণ করা হইয়া থাকে। সে মধ্যে মধ্যে রাগ করিয়া পলায়ন করে, তখন মন্ত্রীবর ব্যতীত আর কেহ তাহাকে ফিরাইয়া আনিতে পারে না।

কমল-সরোবরের দক্ষিণ ধারে রাজা বাহাদুরের মন্ত্রী ও কার্য্যকারক ভীমপালের বাসা-বাটী। তাঁহার বয়ঃক্রম পঁয়তাল্লিশ বৎসর। তিনি স্থূল-কলেবর, নব-জলধর-বর্ণ, করিবর-কর্ণ, স্থূল ওষ্ঠাধর তাম্বুল-রাগে বিম্বফল বর্ণ, আকর্ণ মুখ-ব্যাদানে দন্ত-পাঁতির রক্ত-রাগ স্পষ্ট দৃষ্ট হয়; মস্তকে সাঁচ্চা জরীর টুপী, অর্দ্ধ হস্ত পরিমিত গোঁফ, এক হস্ত পরিমিত দাড়ি, উভয়ে জড়াজড়ি করিতেছে। তাঁহার দেহ খানি যেন

রসাল বৃক্ষের গুঁড়ি, তাহাতে জালার ন্যায় একটী ভুঁড়ি, সর্ব্বদাই হাই তুলিতেছেন, আর অঙ্গুলিতে তুড়ি দিতেছেন; বাম হস্তে গুড়গুড়ি, দক্ষিণ হস্তে নলটি ধরিয়া দিবা-নিশি টানিতেছেন, কিন্তু কিছুতেই তামাকুর সুবিধা হইতেছে না।

রাজা বীরসিংহ প্রায় চারি হস্ত পরিমিত দীর্ঘকায় সুন্দর পুরুষ, কিন্তু কৃষকায় হওয়াতে বোধ হয় যেন হেলিয়া দুলিয়া পড়িতেছেন। তাঁহার বয়ঃক্রম চল্লিশ বৎসর, বর্ণ ঠিক কাঁচা হরিদ্রার ন্যায়, পদ্মফুলের ন্যায় নয়ন যুগলের অপূর্ব্ব শোভায় তরুণ অরুণ সদৃশ মুখ মণ্ডল সুশোভিত। তাঁহার মস্তকে সুদীর্ঘ শিখা, তদুপরে অতি সূক্ষ্ম বস্ত্রের সুশুভ্র তাজ, ও বক্ষঃস্থলে একমুখী রুদ্রাক্ষ-মালা পরিশোভিত। তাঁহার অনেকগুলি সন্তানের মধ্যে তিনটি পুত্র বর্ত্তমান।

অদ্য রাজা বীরসিংহ সন্ধ্যার পরে বৈঠক-খানার পার্শ্বস্থ বিশ্রাম কক্ষে বসিয়া আছেন। তিনি মন্ত্রীকে আসিতে দেখিয়া বলিলেন—আজ কি খবর? মন্ত্রী বলিলেন—হুজুর কার্য্য সিদ্ধি হয়েছে, আর চিন্তা নাই।

কমল-সরোবরের ধার দিয়া ভূপেন্দ্র-নারায়ণ ও সুধাংশু যখন অশ্বারোহণে শীকার উদ্দেশে গমন করেন, তখন উল্লাসিনী জল আনিতে গিয়া তাঁহাদিগকে দেখিয়া মন্ত্রীবরকে জানায়। মন্ত্রী তাহাকে বলেন যে, ভূপেন্দ্র-নারায়ণ ও সুধাংশু একত্রে কোথায় যান এবং পরস্পর কি কথা বলেন, তাহা যদি তুমি গোপনে গিয়া জানিয়া আসিতে পার, তবে তোমাকে উৎকৃষ্ট পারিতোষিক প্রদান করিব। এই হেতু সে ছদ্মবেশে তাঁহাদের অনুসরণ করে। ভূপেন্দ্র-নারায়ণ ও সুধাংশু যেখানে গিয়া

তটিনী-তটে উপবেশন করেন, সেইখানে উল্লাসিনী গোপনে গিয়া উপস্থিত হয়। উল্লাসিনীই সেই কাঠ-কুড়ানী।

উল্লাসিনী ফিরিয়া আসিযাছে। সে মৃদু-হাস্যাকর্ষণে মন্ত্রীবরকে ডাকিয়া নিয়া, তাহার কাঠ-কুড়ানী-বেশ ধারণ এবং ভূপেন্দ্র ও সুধাংশুর গুপ্ত পরামর্শ শ্রবণ প্রভৃতি সমস্ত কথা প্রকাশ করিয়াছে। মন্ত্রী শ্রবণ করতঃ তাহাকে যথেষ্ট প্রশংসা করিয়া চন্দ্রহার পুরস্কার দিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। এক্ষণে তিনি রাজা বাহাদুরের নিকটে সেই সমস্ত বিবরণ প্রকাশ করিলেন।

ষষ্ঠ কথা।

উল্লাসিনী।

রাজা বৈঠকখানায় বসিযা আছেন, মন্ত্রী বলিলেন, হুজুর, রত্নপুর হতে মা পত্র পাঠিয়েছেন। রাজা বলিলেন—কি লিখেছেন পড়। মন্ত্রী পত্রখানি পাঠ করিলেন,

শ্রীল শ্রীযুক্ত রাজা বীরসিংহ রায় বাহাদুর, স্নেহাস্পদেষু।

শ্রীমন্, আপনার পূর্ব্ব পত্রখানি পাইয়া সমস্ত বিষয় অবগত হইয়াছি। এক্ষণে ভূপেন্দ্র-নারায়ণ আমাকে অপদস্থ করিবার জন্য কৌশল-জাল বিস্তার করিতেছেন। শুনিলাম, সুধাংশুর পৃষ্ঠপোষকতা করিয়া কুমারীর সহিত তাহার বিবাহ দিবার জন্য তিনি একান্ত ইচ্ছুক। কিন্তু আমার প্রাণ থাকিতে আমি তাহা হইতে দিব না। ভূপেন্দ্র-নারায়ণের অভিসন্ধি কিরূপ, তাহা আপনি জানিয়া আমাকে লিখিলে আমি আপনার

পরামর্শানুসারে কার্য্য করিব। আপনার পিতার অনুগ্রহ স্মরণ করিয়া, আমি আপনার বিশেষ ভরসা করিতে পারি, সন্দেহ নাই। কল্যাণ ইতি।

শুভাকাঙ্ক্ষিণী বিমলা দেবী।

রাজা বলিলেন—মন্ত্রী, দেবীকে আমার প্রণাম জানিয়ে খুব ভরসা দিয়ে একটা উত্তর লিখে দেও। আর লিখবে, ভূপেন্দ্রকে এবার বিলক্ষণ জব্দ করে দেব, সে জন্য চিন্তা নাই।

এ দিকে উল্লাসিনী অন্তঃপুর মধ্যস্থ পদ্মপুকুরে সর্ব্বাঙ্গ মার্জ্জিত করিয়া আসিয়া নিজ কক্ষে প্রবেশ করিল। সে সর্ব্বাগ্রে মুকুরে মুখ মণ্ডল দর্শন করিল, ও অবাক হইয়া এক দৃষ্টে চাহিয়া রহিল; মুখ খানি ফিরাইয়া আবার একবার দেখিল, পুনর্ব্বার মুখখানি ঘুরাইল। কুন্দ-কুসুমের ন্যায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দন্তগুলি ঈষৎ বিকাশিত করিয়া মৃদু হাস্য করায় অমনি দর্পণে সেই দন্তপাঁতি প্রতিবিম্বিত হইল, দেখিয়া উল্লাসিনী আর একবার ঈষৎ হাস্য করিল। পৃষ্ঠ-প্রলম্বিত সুদীর্ঘ ভ্রমর-কৃষ্ণ কেশরাশি আন্দোলিত করিয়া আবার মুকুরে মুখ দিয়া দাঁড়াইল।

উল্লাসিনী উজ্জ্বল শ্যামবর্ণা। যেমন মধ্যাহ্ন-সূর্য্য তাপে বসন্তের কচি পাতায় সরস চাকচিক্য ফুটিয়া উঠে, সেইরূপ সারাদিন রৌদ্রে রৌদ্রে ঘুরিয়া আসিয়াও তাহার শ্যামবর্ণের সরস চাকচিক্য ফুটিয়া উঠিতেছে। সেই উজ্জ্বল মুখ-খানিতে দুইটী প্রশস্ত চক্ষু খঞ্জনের ন্যায় নৃত্য করিতেছে। মুখে কথা না থাকিলেও নেত্র-যুগল যেন কথা বলিতেছে। উল্লাসিনী যুবতী, তাহার পীন-ঘন পয়োধর শ্বাস-প্রশ্বাসেই মৃদু মৃদু কম্পিত

হইতেছে। নাতিস্থূল দেহখানি ক্ষীণ কটিদেশের উপর শ্যামলতার ন্যায় ঢলিয়া পড়িতেছে। তাহার অবয়বে বিশেষ কিছু অপূর্ব্ব রূপের নিদর্শন নাই, তথাপি যেন রূপের ডালিখানি হইতে রূপ রাশি উছলিয়া উঠিতেছে।

সাধুগণ যুবতী-যৌবনের রূপ রাশির মধ্যে ভগবানের অপার মহিমা ও অনন্ত মাধুর্য্য ব্যতীত আর কিছুই দেখিতে পান না। এই প্রস্ফুটিত পঙ্কজ দেবার্চ্চনা-উদ্দেশে সাধুর জন্য সৃষ্ট হইয়াছে, কি মত্ত মাতঙ্গকে ভুজ-মৃণালে বিজড়িত করিয়া পঙ্কে প্রোথিত করিবার জন্য সৃষ্ট হইয়াছে—ঈশ্বরের সৃষ্টির মুখ্য উদ্দেশ্য কোনটী তাহা কে বলিবে? ঐ কুসুম-স্তবক সদৃশ পীনোন্নত বক্ষঃস্থলে সাধুগণ অমরতা লাভের জন্য পবিত্রতাই দর্শন করিয়া থাকেন, নতুবা মাতৃস্তবে পবিত্রতায় মুগ্ধ হইয়া তাঁহারা বলিতেন না—

"জয়-জয়ঃ দেবি চরাচর-সারে,
কুচ যুগঃ শোভিতঃ মুকুতা-হারে!"
"সহস্রারে মহাপদ্মে কিঞ্জল্ক গণ-শোভিতে,
প্রফুল্লপদ্ম-পত্রাক্ষীং ঘনপীন-পয়োধরাম্!"

এই শ্বাসকম্পিত-পয়োধরা উল্লাসিনীর উপরে সাধুর দৃষ্টি ও আদর্শ-চরিত্র রাজা বীরসিংহের সাধু-দৃষ্টি কিরূপ ভাবে পতিত হয়, তাহা ক্রমে দেখা যাইবে।

এক্ষণে উল্লাসিনী কেশ বিন্যাস পূর্ব্বক একখানি সূক্ষ্ম গুলবাহার শাটী পরিধান করিয়া রাজা বাহাদুরের নিকটে গিয়া তাঁহাকে ব্যজন করিতে বসিল। রাজা তাহার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া নয়ন অবনত করিলেন।

সপ্তম কথা।

শারদানন্দের সাধন-কুটির।

লোকালয় ছাড়িয়া দূরে স্বামীজীর পুষ্পোদ্যান। সেই উদ্যানের মধ্যে তাঁহার সাধন-কুটিরখানি শোভা পাইতেছে। চতুর্দ্দিকে লতা-কুঞ্জ, ও ভ্রমর-গুঞ্জরিত বিবিধ কুসুম প্রস্ফুটিত; সৌরভে মন প্রাণ প্রফুল্ল করিতেছে! সেই নির্জ্জন কুটিরে একখানি মৃগচর্ম্মের উপরে বসিয়া আছেন স্বামী শারদানন্দ। তাঁহার শ্যামবর্ণ অতিশয় স্থূল শরীরে সুন্দর কেশ, সুন্দর বেশ ও পট্টবসন শোভা পাইতেছে! সুপবিত্র যজ্ঞসূত্র তদীয় স্কন্ধদেশে প্রলম্বিত এবং সুশুভ্র সুদীর্ঘ শ্মশ্রুরাজি নাভিস্থল স্পর্শ করিয়া আন্দোলিত হইতেছে। পার্শ্বে বসিয়া আছেন সুধাংশু। স্বামীজী অনেক ক্ষণ নীরব আছেন, পরে বলিলেন—

বিমলা দেবীর ধন-বল লোক-বল অসীম। তবে যদি ভৈরবী-চক্রের মধ্যে এই কার্য্য গ্রহণ করা যায়, তা হ'লে একরূপ সম্ভব হয়। তুমি যদি "গার্হস্থ্য ব্রহ্মচর্য্য" অবলম্বন করতে প্রতিজ্ঞা করতে পার, তবে এই চক্রে এরূপ বিবাহ হ'তে পারে। একটি মাত্র পুত্রের কামনা রেখে অটলভাবে তেজঃ-সংযম অভ্যাস করাকেই "গার্হস্থ্য ব্রহ্মচর্য্য" বলে।

সুধাংশু।—দেব, তা অবশ্যই আমি অবলম্বন করব, সে বিষয়ে আমি দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ আছি। আর একটি কথা জিজ্ঞাসা করি, শুনেছি রাজনীতি আলোচনা এই চক্রে নিষিদ্ধ, ও এই চক্র যুদ্ধ-পদ্ধতির বিরোধী, তার কারণ কি?

স্বামীজী।—বৎস, সকল রাজাই ত প্রজা-পীড়ক হ'তে

পারেন।. প্রজাশক্তি যতই রাজার আশা পরিত্যাগ করে আর যতই আত্মশক্তির উপরে নির্ভর করে, ততই দেশের মঙ্গল। ‘‘আত্মপ্রত্যয়’’ আর ‘‘আত্ম-নির্ভর’’ থাকলেই আত্ম-রক্ষা হয়। যিনিই রাজা হন না কেন, তাতে ক্ষতি কি? আধুনিক রাজনীতি নরহত্যার আশ্চর্য্য অস্ত্রাদি উদ্‌ভাবন করচে, পররাজ্য আক্রমণ করাই এই সকল রাজনীতির উদ্দেশ্য। আর্য্যনীতি তা নয়। আর্য্যনীতি আত্মনির্ভর, আত্মরক্ষা, সংযম ও ত্যাগ শিক্ষা দেয়। খ্রীষ্টান-ধর্ম্মও যুদ্ধ-পদ্ধতির চির-বিরোধী। এই চক্র আর্য্যনীতির পক্ষপাতী, আধুনিক রাজনীতিকে দুর্নীতি ব’লেই ঘৃণা করে। গীতা বলেছেন— ‘‘বলবানে বল আমি—জানিবে কেবল

কামনা-আসক্তি শূন্য মহা ধর্ম্মবল।’’

রাজা ত প্রজার সেবক মাত্র, কে না জানে? সুতরাং আত্ম-বিশ্বাস ও আত্মনির্ভর শিক্ষাই যথেষ্ট। রাজনীতি এই চক্রের লক্ষ্য নয়, অর্চনা তও এর লক্ষ্য নয়, পরমার্থই এক মাত্র লক্ষ্য।

সুধাংশু।—দেব, আর একটি কথা জিজ্ঞাসা করি—এ জগৎ মিথ্যা, অনিত্য, ভোজবাজীর ন্যায়, তবে ভালবাসা সত্য ও নিত্য হয় কি রূপে?

স্বামীজী বলিলেন—বৎস, বাজী মিথ্যা হ’লেও বাজীকর যেমন সত্য, তেমনি সৃষ্টি মিথ্যা হলেও সৃষ্টিকর্ত্তা সত্য; মূলে সত্য আছে। তা না থাকলে, সৃষ্টিতে সুশৃঙ্খলা ও সুনিয়ম সুদৃঢ় ভাবে থাকত না। মিথ্যা ভোজবাজীও সুশৃঙ্খলার সঙ্গেই সম্পন্ন হয়। আমাদের ব্রহ্ম সচ্চিদানন্দ ময় ও মঙ্গল ময়, বুদ্ধ-নির্ব্বাণ আমাদের লক্ষ্য নয়।

জগতের সকল ভালর ভাল হচ্ছে ভালবাসা। এই ভালবাসাতে জড়-সম্বন্ধ হ'লেই বলে 'মায়া,' সেটি সর্ব্বনাশক, আর প্রাণ-সম্বন্ধ হ'লেই বলে 'প্রেম'। প্রাণ-সম্বন্ধই আত্মার সম্বন্ধ। সেইটি ধরতে পারলেই বিশ্বপ্রেমের ধারণা হয়। বিশ্বপ্রেমেই ভালবাসার সার্থকতা। ভালবাসার সার্থকতাতেই এই অনিত্য অসার জগতের সার্থকতা হয়েছে। ভাগবতে আছে "যদি রাধাকৃষ্ণ অবতীর্ণ না হ'তেন (অর্থাৎ প্রকৃত ভালবাসা যদি প্রকাশিত না হ'ত) তবে এই জগৎ, বিশেষতঃ "ভালবাসা" একবারে অনর্থক, ও বৃথা হয়ে যেত।" তোমরা এই প্রাণ-তত্ত্বে বিগলিত হ'লেই, তোমাদের ভালবাসা ও সংসার-ধর্ম্ম সার্থক হবে। গুরু-দীক্ষা গ্রহণ করে প্রাণ-তত্ত্বে বিগলিত হওয়া চাই, নতুবা দাম্পত্য প্রণয় ইন্দ্রিয়-সেবাতেই পরিণত হয় মাত্র। তুমি গীতা ও চণ্ডী কণ্ঠস্থ করছ ত? এই চক্রস্থ সকলকেই গীতা ও চণ্ডী কণ্ঠস্থ করতে হয়।

সুধাংশু।—হাঁ, তা করছি। দেব, বিশ্বপ্রেমের ভাব যতই গ্রহণ করা যায়, ততই প্রাণে এক মহাশক্তি জাগ্রত হয়। এই বিশ্বপ্রেমের ভাব আমি দীক্ষা গ্রহণের পর হতেই অল্প অল্প বুঝতে পেরেছি।

স্বামী।—সুধাংশু, স্বার্থের প্রাণ সংহার না করলে ভালবাসার আকাশ-জোড়া রাজ্য অধিকার করা যায় না। স্বার্থের ক্ষুদ্র গণ্ডীর বাইরেই ভালবাসার অবিনাশী প্রমোদ-উদ্যান। স্বার্থপর লোক ভালবাসা চায় না। সে স্বার্থ-রূপ অন্ধ কূপের ব্যাঙ্ হয়েই থাকতে চায়। বৎস, স্বার্থপরতাই প্রেমের গলায় ছুরি দেয়। স্বার্থই পাশব-প্রবৃত্তি। স্বার্থের নামই দুঃখ, আর স্বার্থ-

ত্যাগই সুখ,—এই কথা বুঝবা-মাত্রই বৈকুণ্ঠের সিংহদ্বার উন্মুক্ত হয়ে পড়ে। যে ব্যক্তি সাধ ক'রে স্বার্থ রাখতে চায়, সে কোষকার কীটের ন্যায় নিজকৃত কারাগারেই নিজে বন্দী হয়ে থাকে, আর অপনার দুই হাত আপনি বেঁধে চীৎকার করতে থাকে।

সুধাংশু।—দেব, জ্ঞানে প্রেমে কিরূপ সম্বন্ধ?

স্বামী।—সুধাশু, জ্ঞান ও প্রেম একই বস্তু। দুটিকে পৃথক করা যায় না। যিনি প্রেমিক, তিনিই জ্ঞানী, তিনিই সকলের অপেক্ষা জগতের অধিক মঙ্গল সাধন করেন। এই ভালবাসার শক্তিই বিশ্বজয়ী মহাশক্তি। ভালবাসার "কার্য্যের" কথা আর কি বলব, ভালবাসার "কথাটি" পর্য্যন্ত মানব-মনকে অমৃতের পথে পরিচালিত করে। স্বার্থে মানুষকে অন্ধ ক'রে ফেলে, কি যে ক্ষণস্থায়ী আর কি যে চিরস্থায়ী তা দেখতে দেয় না, মৃত্যু ও অমৃতের প্রভেদ বুঝতে দেয় না। প্রেমেই এই জ্ঞান-চক্ষু প্রস্ফুটিত করে। প্রেমতত্বই জ্ঞানতত্ব। প্রেম চিন্ময়, ঈশ্বরও চিন্ময়; প্রেম ও সেই প্রেম-স্বরূপ ঈশ্বরকে পেতে হ'লে মনের চিন্ময় ভাব অবলম্বন করতে হয়।

বৎস, মনও যা, অহংও তাই। অহংও যা, স্বার্থও তাই। স্বার্থও যা, ভ্রান্তিও তাই। তাতেই স্বার্থের জগৎকে মায়া, বা ভ্রান্তি বলে। স্বার্থ-ভ্রান্তি শূন্য যে অহং, তাই চিন্ময় আত্মা। তাতেই নিঃস্বার্থ প্রেম প্রকাশিত হয়। এই যথার্থ ভালবাসাই ধর্ম্ম ও জ্ঞানের পরিশেষ। যিনি বিশ্বপ্রেমিক তিনিই অহংত্যাগী, যথার্থ সন্ন্যাসী। বৎস, যত টুকু স্বার্থ ছাড়বে, তত টুকুই ভালবাসা প্রস্ফুটিত হবে। দাম্পত্য-প্রেমে প্রেম-শিক্ষার আরম্ভ, বিশ্বপ্রেমে সমাধি।

সুধাংশু।—দেব, আশীর্ব্বাদ করুন, আমি যেন অন্তরে এই প্রেম-তত্ত্ব ধারণা করতে পারি। আমি রত্নপুরে শীঘ্রই যাব, মনে করেছি, আপনি কি বলেন?

স্বামীজী।—হাঁ, তুমি রত্নপুরে যাও। কুমারীর ভ্রাতা যোগেশ্বর মহাতীর্থ এই চক্রস্থ। তাঁর সঙ্গে রত্নপুরে সাক্ষাৎ করবে। গঙ্গা পার হয়েই তাঁর বাড়ী। সেটি "মহাতীর্থের বাড়ী" সকলে বলে। বস্তুতঃ সে বাড়ীটি দুই খণ্ড—ছোট তরফ, আর বড় তরফ। বড় খণ্ডে মহাতীর্থ থাকেন, ছোট খণ্ডে কুমারীর মাতা বিমলা-দেবী ও অভিরাম দেব প্রভৃতি সকলে থাকেন। আমি পূর্ব্বেই মহাতীর্থকে সব ব'লে রেখেছি, এখনও পত্র দেব।

অমরেন্দ্র-নাথ এই চক্রান্তর্গত। সে কোথায়, তার সংবাদ মহাতীর্থের নিকটে পাবে। সে খুব উন্নত, কার্য্যকারী লোক। যোগেশ্বর আর আমি যখন কলকাতায় থাকি, তখন হতেই অমরেন্দ্র যোগেশ্বরের অনুগত হয়। অমরেন্দ্রের বাড়ী কাশীপুর। তার পিতার অতুল ঐশ্বর্য্য, কিন্তু অমরেন্দ্র বিবাহ করে নাই। সে অনেক সময় মহাতীর্থের নিকটে থাকে, আর আমাদের চক্রের কার্য্যের জন্য যখন যেখানে যাওয়া আবশ্যক হয়, সেইখানে সে যায়। তুমি তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করবে। কুমারীর আপন ভ্রাতা অভিরাম-দেব, তিনি আমার কাছে সবই শুনেছেন, তিনি বোধ হয়, এই কার্য্যে প্রাণপণে বাধা দেবেন। তাঁর সঙ্গে দেখা ক'রে তাঁর মনোভাব বুঝবে।

সুধাংশু।—দেব, আমি শীঘ্রই মহাতীর্থের সঙ্গে দেখা করব, আর সকলের নিকটেও যাব। কুলীন-কুমারী অতি

ধর্ম্মশীলা, বিদ্যাবুদ্ধি সম্পন্না, আপনি সবই জানেন, যদি সেই কন্যা অন্যের দোষে ঘোর পাপপঙ্কে কলঙ্কিত হয়, আর যদি প্রাণ বিসর্জ্জন করে, তবে তা হ'তে কষ্টের বিষয় কি আছে? তাকে উদ্ধার ক'রে চক্রে আন্‌তে পারলে কি মহামায়ার আনন্দ বর্দ্ধন হবে না?

স্বামীজী।—সুধাংশু, যোগেশ্বর মহাতীর্থ আমার পরম বন্ধু। তুমি যা বল্যে, তাঁরও সেই ইচ্ছা। আমাকে তিনি সমস্তই খুলে লিখেছেন। এখন তাঁর বুদ্ধি-বল, আর তোমার বাহু-বল। আমরা সবাই পশ্চাতে আছি। কুমার ভূপেন্দ্র নারায়ণকে আমি ব'লে রাখব, তোমার জন্য লক্ষমুদ্রা রাজকোষে মজুদ রাখেন। তবে আর চিন্তা কি?

সুধাংশু।—দেব, আপনি যে কার্য্যে ব্রতী হবেন, সে কার্য্য সফল হবে, তার সন্দেহ কি?

স্বামীজী।—সুধাংশু, ভূপেন্দ্র-নারায়ণের জ্ঞাতিশত্রু রাজা বীরসিংহের কথা সবই জান ত? তাঁর সঙ্গে বহুদিন হতে বিবাদ হয়ে আসছে। বীরসিংহের অবস্থা এখন ভাল নয়, তবু তাঁর কু-সঙ্গ ও কু-অভিসন্ধি অতি ভয়ানক। বোধ হয় তাঁর সঙ্গে ভূপেন্দ্র নারায়ণের শীঘ্রই একটা যুদ্ধ ঘটনা হবে। তোমার এই কার্য্য জান্‌তে পেলে বীরসিংহ একটা ভয়ঙ্কর অভিসন্ধি ক'রে কুমারীর মাতৃপক্ষ অবলম্বন করবেন, সন্দেহ নাই; তা হলেই একটা বিষম বিপ্লব ঘটাবেন, আমি বুঝতে পারছি। এই কার্য্য খুব গোপন রাখবে, কেউ যেন না জান্‌তে পায়। দাস দাসীর নিকটেও এ কথা প্রকাশ করবে না। তারাই রটনা করবার মূল।

এই সময়ে স্বামী শারদানন্দের একটি দশম বর্ষীয়া কন্যা উমাশশী আসিয়া বলিল—বাবা, ভাল ফল বিক্রী করতে এসেছে, মা নিতে বল্যেন।

স্বামীজী।—কই মা উমা? তাকে ডাক দেখি।

উমা।—ওগো, এ দিকে এস গো।

তখন আম জাম পেয়ারা লিচু প্রভৃতি রসাল ফল পূর্ণ ডালি মস্তকে লইয়া ফল-ওয়ালী শারদানন্দের সম্মুখে গিয়া ডালি নামাইল। শারদানন্দ তাহাকে বলিলেন,—একটু ব'স, দেখচি। সুধাংশুকে বলিলেন,—সুধাংশু, তবে তুমি এখন এস।

সুধাংশু।—হাঁ আমি এখন আসি। আমি শীঘ্রই যাত্রা করব।

স্বামীজী।—শোন, এক মাসের মধ্যে যাতে সকলকে নিয়ে কাশী যেতে পার, সেই রূপ বন্দোবস্ত করবে। আমি সেই রূপ করবার জন্য যোগেশ্বরকে পত্র লিখে তোমার নিকট এখনি পাঠিয়ে দিচ্চি। তুমি সেখানে গিয়েই আমাকে সমস্ত লিখবে।

সুধাংশু "এখন আমি আসি" বলিয়া প্রণাম করিয়া প্রস্থান করিলেন।

স্বামীজী তখন ফল-ওয়ালীর নিকট নানাবিধ সুমিষ্ট ফল ক্রয় করিয়া মূল্য দিলেন, ও কন্যা উমাশশীকে সঙ্গে দিয়া বলিলেন,—উমার সঙ্গে যাও, অন্দরে দিয়ে এস।

উমাশশীর সহিত ফল-ওয়ালী অন্দরাভিমুখে চলিল, যাইতে যাইতে উমাশশীকে বলিল,—উমাশশী, কাশী যাচ্চে কে?

উমা।—সুধাংশুর বিয়ে, কাশীতে হবে, মা বলছিলেন, শোন নাই? শীঘ্র তারা কাশী যাবে।

ফল-ওয়ালী।—হাঁ মা উমা, মেয়ে কোথাকার?

উমা।—মেয়ে রত্নপুরের, মেয়েও কাশী যাবে; সেখানে গিয়ে দেবীর আশ্রমে বিয়ে হবে। তুমি জান না?

ফল-ওয়ালী।—হাঁ হাঁ, জানি, তা চল।

ফল-ওয়ালী উমাশশীর সঙ্গে অন্দরে প্রবেশ করিল। ফলগুলি নামাইয়া দিয়া সে গৃহিণীর সঙ্গে অনেক গল্প আরম্ভ করিল, পরে নানা কথা উত্থাপন করিয়া গৃহিণীকে সন্তুষ্ট করিল। একটু পরে সে একটি অল্পবয়স্কা দাসীকে দেখিয়া বলিল—হাঁ গা, আমি একটু জল খাব, আমায় একটু ঠাণ্ডা জল দিতে পার?

দাসী একটি ঘটিতে শীতল জল আনিয়া দিল। ফল-ওয়ালী বলিল,—এদিকে একবার এস, আমরা ছোট জা'ত, আমার হাতে জল ঢেলে দেও, আমি খাই।

দাসী ফল-ওয়ালীর হাতে জল ঢালিয়া দিবার জন্য একটু দূরে গেল। ফল-ওয়ালী বলিল,—হাঁ গা, বাবু বলছিলেন, "বিয়ে হবে", কার গা? যত ফল লাগে, আমায় বলবে, আমি দেব।

দাসী।—ওগো, সে এখানে হবে না। স্বর্ণপুরের এক মেয়ের বিয়ে হবে। সে কাশীতে হবে।

ফল-ওয়ালী।—কবে হবে গা?

দাসী।—শুনচি শীঘ্রই হবে। এখন মেয়ে নিয়ে কাশী যেতে পারলেই হয়।

ফল-ওয়ালী জল পান করিয়া আবার গৃহিণীর নিকটে গিয়া বলিল, মা, তবে এখন আসি?

গৃহিণী বলিলেন,—এস, তুমি বেশ মানুষ, এমনি ফল আবার নিয়ে এস; তোমার নাম কি গা?

"আজ্ঞে আমার নাম বিলাসিনী, আবার আসব।"

এই বলিয়া ফল-ওয়ালী ডালি মাথায় লইয়া প্রস্থান করিল।

সে রাজ-নগর হইতে বহির্গত হইয়াই তাহার ফলের ডালি দূরে নিক্ষেপ করিল; পরে সে বীরসিংহের কথা ভাবিতে ভাবিতে ও মনে মনে হাসিতে হাসিতে ঊর্দ্ধশ্বাসে যশোরাভিমুখে চলিয়া গেল।

অষ্টম কথা।

পর্ণাশ্রম।

স্বামী শারদানন্দের উপদেশানুসারে সুধাংশু রত্নপুরে গমন করিলেন। সেই গ্রামে প্রবেশ করিয়া তিনি দেখিলেন, একটি উন্নত-বক্ষ প্রশান্ত যুবক গ্রাম্য পথ দিয়া তাঁহার দিকে আসিতেছেন। তিনি তাঁহাকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—মহাশয়, যোগেশ্বর মহাতীর্থের বাড়ী কোন দিকে?

যুবক উত্তরাভিমুখে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া দেখাইয়া দিলেন ও বলিলেন—ঐ যে দূরে বড় বাড়ীটি দেখা যাচ্ছে, ঐটি যোগেশ্বর মহাতীর্থের বাড়ী। আপনি কোথা হতে আসচেন?

সুধাংশু।—আমি রাজ-নগর হতে আসছি।

যুবক কৌতুহলাক্রান্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—রাজ-নগর হতে? আপনার নাম?

সুধাংশু।—আমার নাম সুধাংশু-শেখর শর্ম্মা। মহাশয়ের নাম?

যুবক সুধাংশুর নাম শুনিয়াই স্তম্ভিত হইলেন। তিনি পূর্ব্বেই সুধাংশুর বিষয় সমস্ত শুনিয়াছেন। এক্ষণে সেই সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর কান্তি ও অপূর্ব্ব মুখশ্রী সন্দর্শনে তাঁহার চক্ষু কর্ণের বিবাদ ভঞ্জন হইল। তিনি একদৃষ্টে সুধাংশুর মুখাবলোকন করিতে লাগিলেন; একটু নীরব থাকিয়া পরে মৃদুস্বরে বলিলেন, অাঁ? আমার নাম? আমার নাম অভিরাম দেব।

এবার সুধাংশু স্তম্ভিত হইলেন। তিনি একটু আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বলিলেন, ওঃ! আপনি মহাতীর্থের ভ্রাতা? আমার পরম সৌভাগ্য যে আজ আপনার সহিত সাক্ষাৎ হল।

অভিরাম।—আপনি কোথা যাবেন?

সুধাংশু।—আমি একটি কার্য্যোপলক্ষে এখানে এসেছি। এক্ষণে মহাতীর্থের সহিত একবার সাক্ষাৎ করার ইচ্ছা আছে। তাঁকে দর্শন করেই বাড়ী ফিরে যাব।

সুধাংশু যে উদ্দেশ্যে আসিয়াছেন, তাহা অভিরামের বুঝিতে বাকি থাকিল না। তিনি উদ্দেশ্য বুঝিয়াই বলিলেন, ভাল, আচ্ছা যান। কুমার ভূপেন্দ্র-নারায়ণ কি আপনাকে পাঠিয়েছেন?

সুধাংশু।—না, আমি নিজ কার্য্যেই এসেছি। ভূপেন্দ্র-নারায়ণকে আপনি জানেন কি?

অভিরাম ভূপেন্দ্র-নারায়ণের উপর বিষম বিরক্ত, তাই বলিলেন—

হাঁ, তাঁকে জানি, বেশ জানি। যত কুলোকের সঙ্গে তাঁর অবস্থিতি, লোকের অনিষ্ট চেষ্টাই তাঁর কার্য্য। তাঁর মত লোকের এরূপ স্বভাব হওয়া উচিত নয়।

সুধাংশু।—সে কি? আপনি বোধ হয় তাঁকে জানেন না! তিনি ত খুব ভাল লোক।

অভিরাম।—হাঁ, হাঁ, সবই জানি, তাঁর গুণের কথা সবই শুনেছি! তা যান, আপনি যান, যেখানে যাচ্ছেন যান।

এই বলিয়া অভিরাম চলিয়া গেলেন। সুধাংশু অভিরামের বাক্যে মর্ম্মাহত ও ম্রিয়মান হইয়া মহাতীর্থের বাটীতে গিয়া উপস্থিত হইলেন। মহাতীর্থকে সংবাদ দেওয়া মাত্রেই তিনি বহির্দ্দেশে আসিলেন ও সুধাংশুকে সঙ্গে লইয়া বাড়ীতে না দাঁড়াইয়া গঙ্গার ধারে গমন করিলেন। তাঁহারা উভয়ে গঙ্গা-তটে একটি বান্ধাঘাটের নিকটে গিয়া দাঁড়াইলেন। মহা-তীর্থ বৃদ্ধ, স্থূলকান্তি পুরুষ, নবঘন বর্ণ—মুখশ্রীতে যেন যৌবনের তেজোরাশি ফুটিয়া উঠিতেছে। সুধাংশু যুবা পুরুষ, তথাপি মুখশ্রীতে যেন বাল্যসুলভ সরলতা ও পবিত্রতা টল-টল করিতেছে।

মহাতীর্থ বলিলেন,—তোমার নাম সুধাংশু? কখন এলে?

সুধাংশু প্রণাম করিয়া বলিলেন,—আমি প্রাতেই এসেছি! স্বামী শারদানন্দ আপনাকে নমস্কার জানিয়েছেন।

মহাতীর্থ।—এই আমাদের প্রথম দেখা! শারদানন্দের

পত্রে পূর্ব্বেই আমি সব জেনেছি? আমি মনে করেছিলাম,— তুমি যুবা, এখন দেখছি বালক।

সুধাংশু।—আমিও বোধ করেছিলাম যে আপনি বৃদ্ধ, এখন দেখলাম, যুবা।

মহাতীর্থ।—বিশ্বপ্রেম অমৃতের সাগর; তাতে ডুবে থাকলে জরা আক্রমণ করতে পারে না। শারদানন্দ কোথায়?

সুধাংশু।—তিনি রাজকার্য্যে ব্যস্ত। রাজা বীরসিংহের সঙ্গে সততই বিবাদ চলছে। আমি একাকীই এসেছি। তিনি এই পত্র দিয়েছেন।

মহাতীর্থ পত্রখানি লইয়া খুলিয়া পাঠ করিলেন, কিছুক্ষণ নীরবে থাকিয়া পরে বলিলেন—এ সব কঠিন প্রতিজ্ঞার কাজ। যদিও তুমি চক্রের অন্তর্গত, কিন্তু গার্হস্থ্য ব্রহ্মচর্য্যের জন্য নূতন প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হওয়া আবশ্যক; তা যদি হয়, তবে এমন কি কার্য্য আছে, যা সিদ্ধ হয় না?

সুধাংশু।—দেব, গার্হস্থ্য ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বনে আমি কৃতসঙ্কল্প হয়েছি। তৎ সম্বন্ধে আপনার নিকটে আরও উপদেশ লওয়া আমার ইচ্ছা।

মহাতীর্থ।—বৎস, সাধারণ লোকে মনে করে, সংযম অভ্যাস করা বড়ই কঠিন। তারা জানে না যে অদ্য যা কঠিন বোধ হচ্ছে, অভ্যাসের গুণে দশ দিন পরেই তা অপেক্ষাকৃত সহজ হ'য়ে আসবে। ব্রহ্মচর্য্য অভ্যাস না করলে তেজঃ ধারণ হয় না। তেজঃ ধারণ না হ'লে ইন্দ্রিয় জয় হয় না। তেজঃই আনন্দময় ব্রহ্মের কণিকারূপে অবতীর্ণ হন।

শোণিতের সারভাগই তেজঃ। রক্তের মধ্যস্থ প্রাণস্বরূপ

পরমাণুগুলি, দুগ্ধ মন্থনে নবনী উত্থানের ন্যায়, ইন্দ্রিয়-চাঞ্চল্যে রক্ত হতে পৃথক হয়ে পড়ে, ক্রমে স্থূলতা প্রাপ্ত হয়, পরে অধঃ-পাতিত হয়। রক্ত হতে পৃথক হয়ে তেজঃ কণিকা আর হাল্‌কা রক্তে তিষ্ঠিতে পারে না। দুই এক বিন্দু ননী ঈষৎ প্রস্তুত হলেই আর কি দুগ্ধে মিশ্রিত হয়? প্রাণস্বরূপ শোণিতের সেই সর্ব্বোৎ-কৃষ্ট সার অংশ নষ্ট হলে কার মনে না কষ্ট হয়? ঐ সার-অংশ ধারণ করলেই ক্রমে দেহ মন ও মস্তিষ্কের তেজঃ ও শ্রীবৃদ্ধি হতে থাকে। ঐ ঘনীভূত দৃঢ়তা-প্রাপ্ত তেজকে ওজঃ ধাতু বলে। শুক্রধাতুই প্রাণ, ওজঃ ধাতু মহা প্রাণ।

মদ্য মাংসাদি ব্যবহার ক'রে এই প্রাণবিন্দু ধারণ করা যায় না। এ জন্য যোগের আসনাদি ক্রিয়া ও আহার্য্য বস্তুর গুণাগুণ অবগত হওয়া আবশ্যক। ব্রহ্মচর্য্যের নির্দ্দিষ্ট আহার বিহারই সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর।

তেজঃ ধারণেই প্রেমস্ফূর্ত্তি বৃদ্ধি পায়, তেজঃক্ষয়ে ভালবাসা বৃদ্ধি পায় না, হ্রাস হয়। যদি দেশের উন্নতি চাও, তবে সর্ব্বাগ্রে নিজে এই অমৃতের পথে অগ্রসর হও।

গীতা ও চণ্ডী কণ্ঠস্থ করচ ত?

সুধাংশু।—হাঁ, তা করচি। দেব, প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ত আছিই, নূতন প্রতিজ্ঞাতেও সম্মত।

মহাতীর্থ।—এই বিবাহে যদি বিপদ ঘটে?

সুধাংশু।—বিপদকে আলিঙ্গন করতেই এসেছি। বিপদ ত মানুষের চিরসঙ্গী!

মহাতীর্থ। ভাল, সঙ্গে এস। এখানে দাঁড়ালে লোকে চিন্‌বে। ঐ যে একটা ছোট কুড়ে ঘর দেখছ, ঐ ঘরের

দুয়ারে গিয়ে আমার নাম কর, আশ্রয় পাবে। আমি এখন যাই।

সুধাংশু, নমস্কার করিয়া বলিলেন,—আবার কখন দেখা হবে?

"সন্ধ্যার পরে"। এই বলিয়াই মহাতীর্থ রাজপথে চলিয়া গেলেন। সুধাংশু আস্তে ব্যস্তে সেই কুটীরের দ্বারে গিয়া উপস্থিত হইলেন ও দ্বারে আঘাত করিয়া বলিলেন—কে আছে?

একটী ব্রহ্মচারিণী দ্বার খুলিয়া দিলেন। সুধাংশু তাঁহাকে দর্শন করিয়া প্রণাম করিলেন, পরে বলিলেন—মা, যোগেশ্বর মহাতীর্থ আমাকে পাঠিয়ে দিলেন।

ব্রহ্মচারিণী।—আসুন, আসুন।

সুধাংশু প্রবেশ করিলেন, ভিতরে গিয়া দেখিলেন,—একটি নির্জ্জন আশ্রম। ফুলের সৌরভে ও ধূপের গন্ধে ঘর দ্বার প্রাঙ্গন আমোদিত। কোনও দিকের কোনও শব্দ শুনা যায় না, বাড়ীখানি যেন নিঃস্তব্ধ স্থির ধ্যানস্থ। চারি খানি কুটীর আছে, একটি ব্রহ্মচারিণীর থাকিবার ঘর, একখানি মা যোগ-মায়া ও শ্রীরাধা-গোবিন্দের মন্দির, আর দুইখানি গৃহকর্ম্মাদি ও অতিথি সেবার জন্য রহিয়াছে। ঘর গুলি পরিস্কার পরিচ্ছন্ন, গোময়-মার্জ্জিত। অঙ্গনের চতুর্দ্দিকে পুষ্পোদ্যান। রাশি রাশি ফুল ফুটিয়া আছে, তাহাতে মধুমক্ষিকা ও ভ্রমর উড়িতেছে বসিতেছে ও ছুটিতেছে। ফুল গাছের মাঝে মাঝে তুলসী গাছ, তুলসী তলা সুন্দর মৃত্তিকায় মার্জ্জিত, তুলসী মঞ্জরীর গন্ধে বাড়ীখানি পবিত্র হইতেছে। মধ্যস্থলে একটি বিল্ব বৃক্ষ, সেই বিল্ব মূলে একটী মৃত্তিকার বেদী। গৈরিকবসনা

ব্রহ্মচারিণী সুমধ্যমা কেশবেশ-হীনা, উজ্জ্বল শ্যামবর্ণা, পশ্চিম-দেশীয়া ব্রাহ্মণ কন্যা। তিনি বাঙ্গলা দেশে থাকিয়া উত্তম বাঙ্গলা ভাষা শিক্ষা করিয়াছেন, পরিষ্কার বাঙ্গলা কথা বলেন, আবার মধ্যে মধ্যে ভাঙ্গা ভাঙ্গা হিন্দুস্থানী কথাও বলিয়া থাকেন। ভাগবত খানি তাঁহার কণ্ঠস্থ। তাঁহার মুখ খানিতে মৃদুহাসি লাগিয়া রহিয়াছে। নির্ভয় অসঙ্কোচ নয়ন যুগল যেন জগতের দুঃখরাশি অগ্রাহ্য করিয়া প্রভাতের পদ্ম ফুলের ন্যায় ফুটিয়া আছে। তিনি মধ্যে মধ্যে মধুর কণ্ঠে গান করিয়া আশ্রমটিকে মধুময় করিয়া রাখেন।

একটি ঘরে অনতি উচ্চ একটি বাঁশের মাচান, তাহার উপরে এক খানি কম্বল বিছান আছে। ব্রহ্মচারিণী সেই ঘরে সুধাংশুকে বিশ্রাম লাভ করিতে বলিলেন।

সুধাংশু গঙ্গাস্নান করিয়া আসিয়া সেই কুটীরে বসিয়া আহ্নিকাদি সমাপন করিলেন।

ব্রহ্মচারিণী নানাবিধ ফল ও মিষ্টান্ন আনিয়া তাঁহাকে ভোজন করিতে দিলেন।

সুধাংশু জিজ্ঞাসা করিলেন,—আপনি এই আশ্রমেই বাস করেন?

ব্রহ্মচারিণী বলিলেন, বাবা, মহাতীর্থ আমার গুরুদেব। আমি তাঁর কন্যা রূপে এই "পর্ণাশ্রমে" থাকি। আমার গুরু-দত্ত নাম দেবীদাসী। সর্ব্বদাই আমাকে তাঁর বাড়ীতে যাতায়াত করতে হয়। তোমাকে দেখে আজ বড়ই সুখী হ'লাম। তুমি যে জন্য এসেছ সে বিষয় বাবা আমাকে সব বলেছেন। তুমি বিশ্রাম কর, আহারের পরে সে কথা হবে।

মধ্যাহ্নের কার্য্য সমাপন করিয়া সুধাংশু যখন কুটীরে বিশ্রাম করিতেছেন তখন ব্রহ্মচারিণী আসিয়া বসিলেন।

কথা বলিতে বলিতে উভয়ের মধ্যে নানা প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইল। পরস্পর পরস্পরের অনেক কথা বলিলেন ও শুনিলেন। ক্রমে সন্ধ্যাকাল উপস্থিত। ব্রহ্মচারিণী সেই পর্ণাশ্রমের আরত্রিক কার্য্যাদি সমাপন করিয়া বসিয়া আছেন, এমন সময়ে মহাতীর্থ আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সঙ্গে একটি যুবক। তিনি তেজস্বী, তাঁহার উজ্জল গৌরবর্ণ, প্রশস্ত ললাট বিভূতি যুক্ত, উজ্জল চক্ষু প্রায় স্থির, বদন মণ্ডল প্রসন্ন, গাম্ভীর্য্য জড়িত।

যোগেশ্বর মহাতীর্থের কতকগুলি শিষ্য আছেন, তাঁহাদিগের মধ্যে এই যুবকই তাঁহার প্রধান শিষ্য, নাম অমরেন্দ্র নাথ। ইঁনি কলিকাতার নিকটে কাশীপুরে বাস করেন, কিন্তু অনেক সময়ই মহাতীর্থের নিকটে থাকেন। অমরেন্দ্র নাথ কৌমার-ব্রত অবলম্বন করিয়াছেন।

সুধাংশু দুই জনকেই প্রণাম করিলেন, তাঁহারা আশীর্ব্বাদ করিলেন। মহাতীর্থ বলিলেন,—

আশীর্ব্বাদ করি, তোমার মনোরথ পূর্ণ হোক। সব ভার এখন তোমার উপরে। আমার শিষ্য এই অমরেন্দ্র নাথ যথা সাধ্য তোমার সহায়তা করবেন।

সুধাংশু অমরেন্দ্রের নিকটে গিয়া বলিলেন,—দাদা, তোমার কথা স্বামীজী আমাকে রাজনগর হতেই সব বলে দিয়েছেন। তুমি ত সবই অবগত আছ, আমার সহায়তা আবশ্যক। তুমিই এখন ভরসা।

অমরেন্দ্র।—সে বিষয় তোমার আর অধিক বলবার আবশ্যক

নাই। গুরুদেব তোমার সম্বন্ধে সকল কথাই আমাকে বলে ছেন। সে সবই আমি স্থির করেছি। তবে একটা সন্দেহ আছে, কি জানি, অভিরাম যদি বাধা দেয়—

সুধাংশু।—আমি এখানে এলে প্রথমেই তাঁর সঙ্গে দেখা হয় তাঁর মনোভাব বুঝে দেখলাম,—তিনি বাধা দেবেন। সে বিষয়ে আমাদের পূর্ব্বেই সাবধান হওয়া আবশ্যক। সময়ে যা ঘটে ঘটবে।

তখন সুধাংশু প্রথম সাক্ষাতে অভিরামের ব্যবহার সম্বন্ধে সমস্ত কথা বলিলেন। তাঁহারা দুই জনে অনেক পরামর্শ করিলেন। কি রূপে কার্য্য করিতে হইবে, অমরেন্দ্র তৎ সমস্তই সুধাংশুকে বুঝাইয়া দিলেন, এবং প্রস্তুত হইয়া থাকিবার জন্য বিশেষ উপদেশ প্রদান করিলেন।

শেষে অমরেন্দ্র বলিলেন, সুধাংশু, এখন আমরা আসি, কথাগুলির যেন অন্যথা না হয়।

মহাতীর্থ বলিলেন,—সুধাংশু, সব শুনেছ? ঠিক সময়ে যেন কার্য্য হয়, নতুবা সব গোলমাল হয়ে যাবে। এখন তুমি নিজের কার্য্য কর, আমরা চল্ল্যাম। দেবী তোমার সহায়, ভয় কি? "বয়ম্ অজরামরাঃ।"

সুধাংশু প্রণাম করিয়া বলিলেন,—আপনি আশীর্ব্বাদ করুন, যেন আমি প্রস্তুত থাকতে পারি।

মহাতীর্থ ও অমরেন্দ্র গৃহাভিমুখে চলিয়া গেলেন।

নবম কথা।

তিন খানি পত্র।

রজনীযোগে আশ্রমের কার্য্যাদি শেষ করিয়া ব্রহ্মচারিণী সুধাংশুর নিকটে গিয়া বসিলেন।

সুধাংশু বলিলেন,—দিদি, কুমারীকে আমি দেখি নাই।

ব্রহ্মচারিণী।—সুধাংশু, তোমাকে ত আমি কুমারী সম্বন্ধে সমস্তই বলেছি।

আমাদের কুমারীর মনটি বড় পবিত্র। বোধ হয় যেন সে মন এ পৃথিবীর নয়, স্বর্গ হতে পড়েছে। কুমারীর প্রেমবিগলিত চক্ষু দুটি যে একবার দেখেছে, সে আর ভুলতে পারবে না। কুমারীর অবয়বের যে কিরূপ কমনীয় ভাব, সে কথা বলে উঠা যায় না। কমলের গায়ে রবিকর সহ্য পায়, কুমারীর অঙ্গ রবিকরে ননীর ন্যায় বিগলিত হয়। ননীর গায়ে তাপ লাগলে ননী গলে, কিন্তু অন্যের গায়ে তাপ লাগলেই কুমারীর হৃদয় গলে যায়। অমৃত মৃতসঞ্জীবনী, শুনেছি, দেখি নাই; কিন্তু দেখেছি,—কুমারীর বাক্যামৃত যথার্থই মৃত সঞ্জীবনী; সে বাক্যে তাপিত প্রাণ জুড়ায়। সে বাক্য শুনলে অন্নহীনের ক্ষুধা থাকে না, তৃষ্ণাতুরের তৃষ্ণা থাকে না। এমন রত্নকে বিদায় দিয়ে রত্নগর্ভা জননী কেমন করে জীবন ধারণ করবেন? হয়ত গঙ্গাগর্ভেই ঝাঁপ দেবেন! আমিও যে কোথায় যাব, বলতে পারি না। তাতেও আমার ক্ষোভ নাই, কিন্তু কুমারীকে স্বামী-সুখে সুখী হ'তে দেখলেই আমি কৃতার্থ হব।

এই অত্যধিক স্নেহ বশেই জননী এই বিবাহের সম্পূর্ণ বিরোধী। তিনি একটি সুপাত্র এনে গৃহ-জামাতা রূপে রাখলেই পারেন, তাও যে কেন করেন না, তা কেউ বুঝতে পারে না। তিনি বলেন "পোষ্যপুত্র আর ঘর-জামাই ঘর নষ্টের গোড়া"। তাই তিনি কুমারীকে কখনও বক্ষে ধারণ করে রাখেন, কখনও চক্ষে চক্ষে রাখেন। এই বিবাহের কথা শুনে তিনি বলেছেন, তিনি লক্ষ টাকা ব্যয় করবেন, তথাপি কুমারীকে গৃহ হতে বহির্গত হ'তে দেবেন না। আর কোথায়ই বা সেই দেব-কন্যার উপযোগী দেবপুত্র মিলবে? সেই পদ্মিনী পাছে কোনও অগ্নি শীখায় নিপতিত হয়, এই ভয়েই জননী আকুল হন। সবই তোমাকে বল্যাম; যদি গুণের বিষয় জেনে থাক, তবে দেখার আবশ্যক কি? রূপজমোহ-উৎপাদক দর্শনাদি গুরুদেবের নিষেধ। তবে কুমারীর রূপলাবণ্যের ও গুণের কথা এই আমি তোমাকে বল্যাম। বলতে বাধা নাই।

সুধাংশু।—আপনাকে অধিক আর বলতে হবে না। আমি এক খানি পত্র লিখে দেই, আপনি তার উত্তর এনে দিলেই হল।

ব্রহ্মচারিণী।—তবে তাই ভাল।

সুধাংশু তখন কাগজ বাহির করিয়া এক খানি পত্র লিখিলেন। পত্র লিখিয়া পাঠ করিলেন,—

চারুশীলে, আমি তোমার নাম শুনিয়াছি, দেখি নাই। তোমার গুণের বিষয়ও বিশেষ রূপ শুনিলাম। তুমি যেরূপ ধর্ম্মপরায়ণা, তাহাতে যদি আমার সহধর্ম্মিনী হও, তবে আমি আমাকে কৃতার্থ মনে করিব।

যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণেরা শ্রীকৃষ্ণকে অন্ন দেন নাই। পরে ব্রাহ্মণ-পত্নীগণ শ্রীকৃষ্ণের মহিমা কীর্ত্তন করিয়া তাঁহাকে অন্ন প্রদান করিলে, ব্রাহ্মণেরা বলিয়াছিলেন,—

"অহো বয়ং ধন্যতমাঃ যেষাং নস্তাদৃশী স্ত্রিয়ঃ।
ভক্ত্যা যাসাং মতির্জাতা অস্মাকং নিশ্চলা হরৌ"।

অর্থাৎ যাহাদের পত্নীগণ এতদূর ভক্তিমতী, সেই আমরা ধন্য হইলাম!—যে পত্নীগণের অপার ভগবদ্-ভক্তি দর্শনে শ্রীহরিতে আমাদের স্থির বুদ্ধির উদয় হইয়াছে।

শুভে, তোমার গুণের বিষয় ও ভগবদ্ভক্তির কথা শুনিয়া আমার মনে হইয়াছে যে, পূর্ব্ব সুকৃতি বশেই আমি তোমার পাণি গ্রহণে বাসনা করিয়াছি। তোমার সঙ্গলাভে আমি ধন্য হইব। আমার কর্ত্তব্য আমি এখন পালন করিব, তোমার অভিপ্রায় জানিতে ইচ্ছা করি। ইতি

তোমার সঙ্গাভিলাষী

সু—

সুধাংশু পত্রখানি পাঠ করিয়া ব্রহ্মচারিণীর হস্তে দিলেন। ব্রহ্মচারিণী পত্র লইয়া চলিয়া গেলেন; ধীরে ধীরে গিয়া মহা-ভার্থের বাটিতে উপস্থিত। তিনি অন্তঃপুরে কুমারীর প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, কুমারী কার্য্যাদি সম্পন্ন করিয়া দিব্যা-সনে উপবেশন করিয়াছেন। ব্রহ্মচারিণীকে দেখিয়া কুমারী বলিলেন,—কি, ব্রহ্মচারিণী দিদি, কি মনে ক'রে ?

ব্রহ্মচারিণী নিকটে গিয়া এক খানি আসনে উপবেশন করিলেন ও বলিলেন,—কুমারি, ক'দিন থেকে তোমাকে বলব বলব মনে করছি, দেখ, আমাদের পাড়ার ননীর মা বড়

দুঃখিনী। ননী মারা পড়ার পর থেকে তার দুঃখের সীমা নেই। এখন পরণে কাপড় নেই, পেটে ভাত নেই, দেখে আমার বড় দুঃখ হয়।

কুমারী।—দিদি, আমাকে ত তুমি এক দিনও সে কথা বল নাই। আহা, একটি টাকা নিয়ে যেও, তুমি তাকে একখানি কাপড় কিনে দিও। আর তাকে বল্‌বে, সে যেন দুপুর বেলা থালা নিয়ে আসে, আমি তার জন্য প্রতিদিন ভাত রাখব। দাসীদের কাছে যেন চায় না, আমার কাছে আসতে ব'ল।

ব্রহ্মচারিণী।—আহা কুমারি, তা হলে সে বাঁচে। তুমি তাকে দুটি দুটি অন্ন দিও। অন্নদানের তুল্য পুণ্য আর নাই।

কুমারী।—দিদি, আমি না খেয়েও তার জন্য রেখে দেব, তুমি তাকে আসতে ব'ল।

ব্রহ্মচারিণী।—কুমারি, তোমার জন্য এক খানি পত্র এনেছি, প'ড়ে দেখ।

কুমারী ব্রহ্মচারিণীর হস্ত হইতে পত্র খানি লইয়া পাঠ করিলেন। ব্রহ্মচারিণী দেখিলেন, পত্র পাঠ করিতে করিতে একটি নির্ম্মল মুক্তা ফল অজানিত ভাবে কুমারীর মুক্তা-বর্ষী নেত্রকোণে উদয় হইয়াছে। কুমারী কিছুক্ষণ ব্রহ্মচারিণীর হস্ত মধ্যে হস্ত রাখিয়া নীরবে বসিয়া রহিলেন, তৎপরে ধীরে ধীরে বলিলেন,—

ব্রহ্মচারিণী দিদি, হয়ত বিবাহ ক'রে শেষে একটা জড়ীভূত অবস্থায় প'ড়ে, সংসার-সমুদ্রে একবারে ডুবে যাব, আর উঠতে পারব না, তখন কি হবে?

ব্রহ্মচারিণী।—কুমারি তা যাবে না, যাবে না! একবারে ডুবে যাবে না। সংসারে পড়া সমুদ্রে পড়ার মত নয়, সেটি বিষম ভুল। সংসারে পড়া ঠিক যেন লুচি ভাজার মত। এক কড়াই ঘিয়ের মধ্যে একখানা লুচি ফেলে দিলেই একবারে ডুবে যায়, বোধ হয় যেন আর ভাসবে না; কিন্তু একটু ভাজা ভাজা হলেই ভুস ক'রে ভেসে ওঠে, তখন তাকে লৌহদণ্ড দিয়ে শতবার ডুবাও, কিছুতেই ডুবে থাকে না, পুনঃ পুনঃ ভেসে ওঠে। ঠিক সেইরূপ সংসার-কটাহে প্রথমে ডুবে গেলে আর উঠতে পারব ব'লে কারো ভরসা থাকে না, একটু ভাজা ভাজা হলেই সে ভাসতে থাকে, আর ডুবালেও ডোবে না। দেবীই ডুবান দেবীই ভাসান, কুমারি, দেবীর শরণাপন্ন হও।

তখন কুমারী বলিলেন,—ব্রহ্মচারিণী-দিদি, আচ্ছা, সত্য বল, কিরূপ দেখলে?

ব্রহ্মচারিণী।—আমি ত আগে সবই ব'লে গিয়েছি। রূপে কি করে? গুণেরই আদর। রূপের কথা শুনতে চাও ত বলি, বলায় দোষ নাই।

আহা, এখনও বয়স কাঁচা! চন্দ্র-বদনে যেন জ্ঞান-সূর্য্যের প্রতিবিম্ব পড়েছে! দেখতে যেন দেবপুত্র!

কুমারীর নয়ন-নলিনীর দুইটি দল অবনত হইল, তিনি নীরবে মৃত্তিকার উপরে স্থির দৃষ্টি স্থাপন করিলেন।

ব্রহ্মচারিণী আবার বলিলেন,—কুমারি শুনলে?

কুমারী।—আবার বল।

তখন ব্রহ্মচারিণী কুমারীর মুখের নিকটে অঙ্গুলি হেলাইয়া বলিলেন—

কুমারি, তার কথা আর বলব কি? শুনবে যদি ত বলি, বলায় দোষ নাই।

তোমার ঐ স্বর্ণ-বর্ণ, গর্ব্ব তার চূর্ণ,
সেই দেব-কান্তি যেন ব্রহ্ম-তেজে পূর্ণ!
সে মুখে যে সূর্য্য-শোভা, নাই তার তুল,
পদ্ম-মুখি, হতে হবে সূর্য্য-মুখী ফুল।
ফুটবে এবার, বুঝি তোমার, নয়ন-পদ্মপর্ণ,
দেখে নেত্র, প্রভাতের তরুণ অরুণ বর্ণ!
তোমার ঐ দন্তপাঁতি কুন্দ কুসুম আঁকা,
তার দন্তে শরতের চন্দ্র-বিম্ব মাখা!
যে চাঁদ ধ'রবে তোমার বিম্বাধর-ফাঁদ,
তার অধরে নাচে সেই চতুর্থীর চাঁদ।
তোমার মুখ দেখে বুঝি পেটে আছে ক্ষুধা,
সে অধরে এনেছে সে সুধাকর-সুধা!
স্বর্গচ্যুতা স্বর্ণলতা দেবকন্যা তুমি,
এসেছে দেব-কুমার, বুঝি তব স্বামী।

কুমারী বলিলেন, ব্রহ্মচারিণী দিদি, সে কথা তোমায় কেহ জিজ্ঞাসা করে নাই। তুমি দেখ দেখি, মা আসছেন কি না? আমি পত্রখানি লিখি।

ব্রহ্মচারিণী উঠিলেন, চারিদিক দেখিয়া আসিয়া বলিলেন,—কই, কোথাও কেউ নাই!

তখন কুমারী কাগজ গ্রহণ করিয়া ধীরে ধীরে একখানি পত্র লিখিলেন; লিখিয়া বলিলেন—ব্রহ্মচারিণী দিদি, এই নেও, কাকেও দেখিও না।

ব্রহ্মচারিণী বলিলেন—একি গো? তিন ছত্রেই পত্র সারা? ভাল, যা দিলে তাই দেব, আমি পত্র-বাহক মাত্র।

রাত্রি অধিক হইয়াছে। "তবে এখন আসি"—বলিয়া ব্রহ্মচারিণী চলিয়া গেলেন; বহির্দ্বার দিয়া যাইবার সময় চণ্ডী-দালানে বসিয়া মহাতীর্থ জপ করিতেছিলেন, তিনি বলিলেন—কে যায়?

ব্রহ্মচারিণী উত্তর দিলেন। মহাতীর্থ বলিলেন, ব্রহ্মচারিণি দুখানি পত্র আমার ঠিকানায় এসেছে, নিয়ে যাও।

ব্রহ্মচারিণী গিয়া পত্র দুইখানি লইয়া বর্হিগত হইলেন এবং মধুর তানে কৃষ্ণনাম গাইতে গাইতে আশ্রমে গিয়া, সুধাংশুর হস্তে পত্রগুলি অর্পণ করিলেন।

সুধাংশু পত্রগুলি গ্রহণ করিয়া কুটীরে বসিয়া পাঠ করিলেন।

প্রথম পত্রখানিতে এই রূপ লেখা আছে—

শ্রীপাদপদ্মেষু।

আমি দুর্ব্বলা, আগেই অশ্রু আসিয়া সকল কার্য্যে বাধা দেয়। অর্জ্জুন ও শ্রীকৃষ্ণ সহায় জানিয়া সুভদ্রার ভয়ের কারণ ছিল না। আমার একহস্ত ধরিয়াছেন দাদা মহাতীর্থ, আর এক হস্ত—

সেবিকা—

দ্বিতীয় পত্রখানি এই রূপ—

সোদরাধিক ভাই, তোমার পত্র পাইয়া সমস্তই অবগত হইলাম। আমি ৺বিশ্বনাথের পুরীতে মাতাজী প্রণব-দেবীর নিকটে দীক্ষিত হইয়াছি। দেবী তোমার ভবিষ্যৎ বলিলেন, শুনিয়া আমি স্তম্ভিত হইলাম। সে বিষয় সমস্ত পরে জানিতে পারিবে। দাক্ষিণাত্যে যোগাস্তার আশ্রমে দেবী বল্লভা-

সখীর সহিত সাক্ষাত করিয়া আমি কাশ্মীর চক্রে আসিয়াছি। তুমি বারাণসী আশ্রমে পৌঁছিলেই আমি সবান্ধবে গিয়া উপস্থিত হইব, তাহার অন্যথা হইবে না। চির মঙ্গলমিতি—"বয়ম্ অজরামরাঃ"।

তোমার "অল্‌টার্ ইগো" সুরেশ।

তৃতীয় পত্রখানি এইরূপ,—

প্রাণ-প্রতীম সুধাংশু,—

স্বামী শারদানন্দের নিকট সমস্ত শুনিলাম। মাতা প্রণব-দেবীর আদেশ প্রতিপালনে আমি সর্ব্বদা প্রস্তুত, জানিবে। তবে এ দিকে বীরসিংহ, ও দিকে অভিরাম, কি করিবে বলিতে পারি না। যে রূপই হউক, আমি সকল সংবাদ রাখিতেছি, তোমার চিন্তার কারণ নাই। তুমি বারাণসী পৌঁছিবার অগ্রেই স্বামীজী তথায় গিয়া পৌঁছিবেন। আমি পরে যাইব। তুমি নিশ্চিন্ত থাক। ইতি

তোমার "দ্বিতীয় আমি" ভূপেন্দ্র।

পত্রগুলি পাঠ করিয়া শেষে সুধাংশু দেখিলেন রাত্রি অধিক হইয়াছে; তখন তিনি শয়ন করিলেন ও চিন্তামগ্ন হইলেন।

ব্রহ্মচারিণী সুধাংশুকে শয়ন করিতে দেখিয়া নিজেও শয়ন করিতে গমন করিলেন।



দশম কথা।

সম্মতি।

পর দিনে মহাতীর্থের বাটীর উত্তর খণ্ডে অন্তঃপুরে কুমারী মাধ্যাহ্নিক সমস্ত কার্য্য সমাপন করিয়া দ্বিতলস্থ বিশ্রাম গৃহে উপবেশন করিয়াছেন, বয়স্যাগণ চারিদিকে গোলাকারে বেষ্টন করিয়া বসিয়া আছেন, বোধ হইতেছে যেন সেই গৃহে চন্দ্রশোভা হইয়াছে।

দাসীরা কেহ ব্যজন করিতেছে, কেহ তাম্বুল সজ্জা করিতেছে, কেহ বা মালতী, মাধবী, চম্পক, গোলাপ নানাবিধ পুষ্প আনিয়া পুষ্পাধারে সজ্জিত করিতেছে। কেহ বা মালা গাঁথিবার জন্য সূত্র মার্জ্জিত করিতেছে। কুসুম-সৌরভে সেই গৃহ আমোদিত হইতেছে। কেহ বা সুবাসিত বারি আনিয়া জলপাত্র পূর্ণ করিতেছে; স্বর্ণ-পিঞ্জরে বসিয়া শুক-শারী মাঝে মাঝে "কুমারী! কুমারী!" বলিয়া ডাকিতেছে।

কুমারী বয়স্যাগণকে মহাভারত পাঠ করিয়া শুনাইতেছেন; অভিমন্যুর পতনের পরে উত্তরার শোক বৃত্তান্ত বর্ণনা পাঠ করিতেছেন, আর মুক্তাবর্ষী দুইটী নেত্রে ঝর্‌ঝরে মুক্তা বর্ষণ হইতেছে। কুমুদ-মালার ন্যায়, সখীগণের সজল নয়ন কুমারীর চন্দ্র-বদন দর্শন করিতেছে! অতি বৃষ্টিতে যেমন কমল-দল সিক্ত ও বিশৃঙ্খল হয়, সকলের আয়ত নেত্রের সেই দশা ঘটিয়াছে।

চন্দ্রমা-নক্ষত্র খচিত একখানি সুকোমল সুনীল পশম-আসনে

কুমারী উপবিষ্টা। পার্শ্বদেশে স্বর্ণমণ্ডিত কয়েকখানি গ্রন্থ বিশৃঙ্খল ভাবে পড়িয়া আছে।—একখানি ভাগবত, একখানি মেঘদূত, একখানি গীতা, একখানি চণ্ডী।

উত্তরার কথা অনেক ক্ষণ পাঠ করিয়া কুমারী মহাভারত খানি রাখিয়া দিলেন; পরে একবার এ পুস্তকখানি, একবার ও পুস্তকখানি হস্তে লইতেছেন, আর একটু একটু দেখিয়া রাখিয়া দিতেছেন। বয়স্যা সুলোচনা বলিলেন,—ভাই, গীতাখানি পড়, একটু শুনি।

কুমারী গীতাখানি হস্তে লইয়া পড়িতে আরম্ভ করিলেন, সকলে শুনিতেছেন; কিছুক্ষণ পরেই ইন্দুমতী বলিলেন,—ভাই, দেখ দেখি, কে যেন উপরে আসছে।

সুবাসিনী একটু উঠিয়া গিয়াই দেখিলেন, মহাতীর্থ আসিতেছেন। মহাতীর্থ আসিয়া কুমারীর কক্ষে প্রবেশ করিলেন, দেখিয়া বয়স্যাগণ একে একে উঠিয়া গেলেন, দাসীগণও পশ্চাদ্বর্ত্তিনী হইল। মহাতীর্থ প্রবেশ করিয়াই দেখিলেন, নবোদিত চন্দ্র-কিরণের ন্যায় কুমারীর নবোদিত যৌবন-শ্রী কক্ষটি আলোকিত করিয়া রাখিয়াছে, দেখিয়া তিনি একটি দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া বলিলেন,—

কুমারি, কি পড়ছ?

কুমারী বলিলেন—দাদা এস, বস। এ খানি গীতা, তুমি দিয়েছিলে, সেই খানি, আর এ খানি চণ্ডী।

দাদা, ত্যাগী আর সন্ন্যাসী কি? নিষ্কাম ভাব কি রূপ? ভাল বুঝতে পারি না। শক্তিই বা কি রূপ? চণ্ডীতে দেখি, কেবল মারা কাটার কথা লেখা আছে। দাদা, মারা-কাটাতেই

কি শক্তি প্রকাশ? আবার মারা-কাটা ব্যতীত আত্মরক্ষাই বা কি রূপে হয়? আমি চণ্ডীর এ সব কথা বুঝতে পারি না।

মহাতীর্থ বলিলেন,—কুমারি, চণ্ডীর উদ্দেশ্য অসুর-বধ নয়। "আত্ম রক্ষা ও ইন্দ্রিয় সংযমই" চণ্ডীর উদ্দেশ্য। আর্য্যগণ আত্ম রক্ষাই জানিতেন, সেই আত্ম রক্ষার জন্য যে শক্তি আবশ্যক, সে শক্তি পাশব শক্তি নয়। "বাহুবল যার, অধিকার তার" একথা আর্য্যগণ স্বীকার করেন না। তাঁরা বলেন—শক্তি পশুত্ব নয়, শক্তি দেবত্ব।

"ত্যাগ ও সংযমেই" দেব-শক্তির বিকাশ হয়।

এই মহা নিঃস্বার্থতা বা ত্যাগই শক্তি। যে ব্যক্তি যে পরিমাণে স্বার্থ ত্যাগে সমর্থ সে সেই পরিমাণে শক্তিমান্ বলতে হবে। মুনি-ঋষিগণ এই ত্যাগ-শক্তিতেই রাজ্যেশ্বর গণকে মুষ্টির মধ্যে রেখেছিলেন। চাণক্য মগধের রাজ মন্ত্রী ছিলেন। তাঁর উপদেশেই রাজা চন্দ্র গুপ্ত সার্ব্বভৌম পদে প্রতিষ্ঠিত হন। চাণক্যের অঙ্গুলি নির্দ্দেশে অন্যান্য রাজন্যবর্গ কম্পিত ও পরিচালিত হ'তেন। সেই চাণক্য রাজ সভা হ'তে আপন ঘরে যাচ্ছেন, সেই ঘরখানির বর্ণনা শোন,—

"উপলশকলমেতৎ ভেদকং গোময়ানাং।
বটুভি রুপহৃতানাং বর্হিষাং কূটমেতৎ॥
শরণমপি সমিদ্ভিঃ শুষ্যমানাভিরাভিঃ।
বিনমিত পটলান্তং দৃশ্যতে জীর্ণকুড্যম্॥

এক দিকে শুষ্ক গোময় ভাঙ্গবার জন্য প্রস্তর খণ্ড প'ড়ে আছে। এক দিকে ব্রাহ্মণ বালকেরা কুশতৃণ এনে এনে স্তূপাকার ক'রে রেখেছে। চালের উপর যজ্ঞ-কাষ্ঠ শুকাতে দেওয়ায়, তার

ভারে চালের ধারগুলি ঝুলে পড়েছে, এরূপ এক খানি জীর্ণ ভাঙ্গা কুঁড়ে-ঘর দেখা যাচ্ছে, তাতেই মহামতি চাণক্য বিশ্রামার্থে প্রবেশ করলেন। এই ত ত্যাগ, এই ত সন্ন্যাস, এইত নিষ্কাম ভাব, এই ত শক্তি।

কুমারি, তুমি ত পড়েছ, ব্যাস বশিষ্ঠ বাল্মীকি বিশ্বামিত্র প্রভৃতি ঋষিগণ সকলেই এইরূপ ত্যাগী ছিলেন, তাই তাঁদের চরণ-ধূলিতে রাজমুকুট পবিত্র হ'ত।

আধুনিক জটিল রাজনীতি "মারা-কাটার" পক্ষপাতী, কিন্তু সেটি উন্নত আর্য্যনীতির লক্ষ্য নয়। আত্মবিশ্বাস, আত্মনির্ভর, ও আধ্যাত্মিক উন্নতিই আর্য্যনি^র লক্ষ্য। কুমারি, তুমি যোগাশ্রম আশ্রমের দেবী বল্লভাসখীর "ভৈরবী চক্রের" কথা শুনেছ কি? তাঁরা এই আর্য্যনীতির পক্ষপাতি। "কূটস্থ-চক্রের" দ্বারা অনেকটা ভবিষ্যৎ জেনেই ঐ চক্রের কার্য্য হয়ে থাকে। যোগীগণ ভ্রূ-মধ্যস্থলে যে ব্রহ্মজ্যোতিঃ দর্শন করেন, তাকেই 'কূটস্থ চক্র' বলে, বোধ হয় জান।

কুমারী বলিলেন—দাদা, আমি তা শুনেছি।

মহাতীর্থ।—কোথায় শুনলে?

কুমারী।—ব্রহ্মচারিণী-দিদির কাছে।

মহাতীর্থ।—হাঁ, বটে। তা যাক, তোমাকে জিজ্ঞাসা করতে এলাম, এই বিবাহ সম্বন্ধে তোমার মত কি?

কুমারী অবনত নয়নে বলিলেন,—আমি আর কি বলব? দেবীর ইচ্ছা।

মহাতীর্থ বলিলেন,—দেখ, আমি দেখছি, বিশ্বময়ীর ইচ্ছাতেই এ সব হচ্ছে। তুমি তাঁর উপর নির্ভর কর, সুফলহবে।

এ জগতে ভালবাসা ব্যতীত হৃদয় প্রসারিত হয় না। প্রেম ব্যতীত প্রাণটা ক্ষুদ্র, নীচ হয়ে যায়। প্রবৃত্তি গুলি চেপে রাখলে নিবৃত্তি হয় না, সুপথে, পবিত্র পথে গতি হলেই প্রবৃত্তি গুলি বিকসিত হয়। সেই বিকসিত প্রবৃত্তিই ভগবানকে দেখিয়ে দেয়। প্রবৃত্তি চেপে রাখলে প'চে দুর্গন্ধ ছোটে। পবিত্র প্রেমের ন্যায় এ জগতে উৎকৃষ্ট জিনিষ আর কিছুই নাই। ঐ পবিত্র প্রেমই ঈশ্বর-প্রেমের সোপান। কামিনী-কাঞ্চনের মোহ-বুদ্ধিকে প্রেম বলে না। প্রেমে জড়-সম্বন্ধ নাই। শুধু প্রাণের সম্বন্ধ—আত্মার সম্বন্ধ। প্রেমহীন হৃদয় ভীষণ মরু ভূমির সমান। প্রেমহীন লোক আত্মহত্যাকারীর তুল্য। মরুময় শুষ্ক হৃদয়ে ধর্ম্ম দাঁড়ান না। কেবল পবিত্র প্রেমেই মানুষের মন "অমরতা" অনুভব করে। যে প্রেমে অমরতা-বোধ হয় না, সে প্রেম প্রেমই নয়। সেটি পার্থিব আসক্তি বা মোহ মাত্র। সে মাটির জিনিষ, ঠুক করে পড়বে, আর ভাঙ্গবে।

"প্রেম" মৃত্যুকে তৃণবৎ তুচ্ছ বোধ করে। প্রেমের নদী পৃথিবী হ'তে ঊর্দ্ধ দিকে প্রবাহিত, ক্রমেই সূক্ষ্মাতি সূক্ষ্ম দেশে গিয়ে, প্রাণকে ভাসিয়ে নিয়ে ঊর্দ্ধ হতে ঊর্দ্ধে তুলে দেয়, শেষে অমর দেশে নিয়ে যায়। সেই দেশে গিয়ে ঐ প্রেমের নাম হয় "অমৃত"। এই প্রেম পরিপক্ক হয়ে পূর্ণতা পেলেই তাকে বলে অমৃত-সাগর। সেই অমৃত-সাগরে ব্রহ্মলোক বিষ্ণুলোক এক একটি দ্বীপ মাত্র।

দেখ কুমারী, সুধাংশু আমাকে যে সব পত্র লিখেছে, তার একখানি এই শোন।

এই বলিয়া মহাতীর্থ সুধাংশুর পত্রখানি পাঠ করিলেন,—

"দেব, আমাকে যাহা প্রবোধ দিয়া লিখিয়াছেন, তাহা আমি বিশেষ বুঝিলাম। ভগবৎ প্রেম ও বিশ্বপ্রেম লক্ষ্য করিয়াই আমি এই কার্য্যে অগ্রসর হইয়াছি। আমি জানি, কেবল পবিত্র প্রেমই অমরতা দিতে পারে। সে প্রেম কামিনী-কাঞ্চনের মোহ নহে। ভগবানের চরণামৃত পান করিতে হইলে, পবিত্র প্রেমের উৎসই খুঁজিতে হয়। জড়ীয় মায়া-মোহকে নষ্ট করিতে হইলে, এই জড়াতীত "প্রেমের" ন্যায় ব্রহ্মাস্ত্র আর নাই। জন্ম হইতেই ভালবাসার সঞ্চার, আর সেই ভালবাসা নানা অবস্থার মধ্য দিয়া গিয়া শেষে সেই প্রেমস্বরূপ ভগবানের পাদপদ্মে উপস্থিত হয় ও পূর্ণতা লাভ করে। আমি শুষ্ক বৈরাগ্যের পক্ষপাতী নহি। প্রেমেরই পক্ষপাতী। শুষ্ক হৃদয়ের হাহাকারের ধর্ম্ম নারকীর ধর্ম্ম। যাহারা কঠোরতা ভালবাসে, তাহারা কঠোর তপশ্চারণ করুক, বহু তপস্যার ফলে, তবে এই মহাপ্রেমের "অমরতা" বুঝিতে পারিবে। এই প্রেমে, ক্রমে ক্রমে হৃদয় প্রশস্ত হইলে, তবে তাহাতে বিশ্ব-প্রেম প্রতিফলিত হয়, এই আমি জানি।

দেবী ভরসা। আমার সংকল্প স্থির। আর সব আপনি স্থির করিবেন। ইতি—

মহাতীর্থ বলিলেন—কুমারি শুন্‌লে? এখন কি বল?

কুমারীর রক্তোৎপল দলের ন্যায় আয়ত নেত্রদ্বয় অর্দ্ধ মুদিত হইয়াছে, স্থির হইয়াছে, নেত্রকোণে নীরব ধারা প্রবাহিত হইয়াছে। মহাতীর্থ দেখিয়া দেখিয়া, দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন,—কুমারী আমি এখন যাই, ব্রহ্মচারিণীর নিকট বলবে।

তখন কুমারী অর্দ্ধস্ফুট ভাষে বলিলেন—দাদা, ব্রহ্মচারিণী দিদির নিকট সব বলেছি, তুমি শুনবে।

মহাতীর্থ তখন চণ্ডীদালানের দিকে আপন আসনে চলিলেন। তিনি চণ্ডীদালানে গিয়া দেখিলেন ব্রহ্মচারিণী বসিয়া আছেন। মহাতীর্থ বলিলেন—ভালই হ'ল, ব্রহ্মচারিণি এসেছ? বল দেখি কুমারীর অভিপ্রায় কি রূপ?

ব্রহ্মচারিণী বলিলেন—বাবা, কাল থেকে কুমারীর আহার নিদ্রা নাই; কেবল চিন্তাভারে অভিভূত দেখছি! তাকে এই বিষম চিন্তার অবস্থায় রাখা আর ভাল বোধ হচ্চে না। সময় যাচ্চে, তুমি যা হয়, ব্যবস্থা কর।

মহাতীর্থ বলিলেন, বেশ, তার জন্য চিন্তা কি? আমি সিংহ গ্রামে যাব, সন্ধ্যার পরেই ঘাটে ঠিক থাক্‌বার জন্য বিশু মাঝিকে ব'লে যাব। আর গঙ্গাপারেই প্রহরী ও লোক জন গোপনে রেখে যাব। অমরেন্দ্রকে দেবী-দালানে রাত্রে শয়ন করতে বলব। তুমি রাত্রি এগারটার সময় নীরবে কুমারীকে লয়ে অমরেন্দ্রের নিকট দিয়ে যাবে, তা হলেই আর চিন্তার কোন কারণ থাকবে না। অমরেন্দ্রকে আমি সব বলে ঠিক ক'রে রাখব। কা'ল তার কাছে শুনতে পাবে। এখন তোমার উপরেই নির্ভর। ভাবছি, মায়ের পূজা করেই যাত্রা করব। অমাবস্যাও এসেছে, তুমি সব আয়োজন করতে পারবে?

ব্রহ্মচারিণী বলিলেন—বাবা, তোমার আজ্ঞা পেলে কি না করতে পারি?

মহাতীর্থ বলিলেন—আচ্ছা তবে আজ আশ্রমে যাও, আমি জপে বসি। ব্রহ্মচারিণী প্রণাম করিয়া কীর্ত্তন গাহিতে গাহিতে আশ্রমের দিকে চলিয়া গেলেন।

একাদশ কথা

গুপ্ত মন্ত্রণা।

পর দিন প্রাতঃকালে ব্রহ্মচারিণী তাঁহার আশ্রম খানিতে গোময় দিতেছেন। সুধাংশু নির্জ্জন কুটীরে বসিয়া "বয়ম্ অজরা মরাঃ" ইত্যাদি মহা বাক্য পুনঃ পুনঃ উচ্চারণ করিয়া মন্ত্রসিদ্ধি করিতেছেন। তখন অমরেন্দ্র নাথ পর্ণাশ্রমে প্রবেশ করিলেন। ব্রহ্মচারিণীকে দেখিয়া অমরেন্দ্র বলিলেন,—ব্রহ্মচারিণি, কেমন আছ ?

ব্রহ্মচারিণী গোময়-হস্তে বলিলেন, দাদা, আর কেমন আছি ! জ্বালায় জ্বালায় মরণটা না হয়, তা হ'লেই বাঁচি ! "বয়মজরা-মরাঃ"! বাবা বলেছেন—"চির মঙ্গলমিতি"। অমরেন্দ্র বলিলেন—ব্রহ্মচারিণি তুমি একটু কৃশ হয়ে যাচ্ছ কেন ?

ব্রহ্মচারিণী।—দাদা, বাবা যে কি সব কথা বলেন, তাই ভেবে ভেবে দিন দিন যেন কেমন একটা "অখণ্ড মণ্ডলাকার" হয়ে যাচ্ছি !

এই বলিয়া ব্রহ্মচারিণী হাসিয়া উঠিলেন।

তখন সুধাংশু বলিলেন, দাদা, এস এস। অমরেন্দ্র তাঁহার নিকটে গিয়া বসিলেন।

সুধাংশু।—দাদা এখন কি মনে ক'রে ?

অমরেন্দ্র।—ভাই একটা বিশেষ কথা আছে। একটা বিষম গোলমালের সূত্র পাত হয়েছে, শোন। শেষ পর্য্যন্ত কি হবে, বলতে পারি না।

অভিরামের সঙ্গে প্রতিদিনই আমার কথা হয়। তাঁকে এই পথে আনতে আমি অনেক চেষ্টা করি। কিন্তু তাঁর কোন দিকেই বড় বেশী ঝোঁক নাই। তবে কা'ল তিনি আমার কাছে স্পষ্ট বলেছেন,—"সুধাংশুকে আমি দেখেছি এখানে একদিন এসেছিল। ভূপেন্দ্রনারায়ণ সুধাংশুর এই বিবাহের জন্য গোপনে সমস্ত সাহায্যই করচেন, আমরা জানতে পেরেছি। রাজা বীরসিংহ গুপ্তচরের দ্বারা সমস্ত সংবাদই রাখচেন।

বাবার সঙ্গে বীরসিংহের বিশেষ হৃদ্যতা ছিল, পরে বীরসিংহের একটি জমীদারী মা খরিদ করেন, তদবধি তাঁর সঙ্গে আমাদের খুব সদ্ভাব চলছে। ভূপেন্দ্র ঐ জমীদারী খরিদ জন্য একান্ত বাসনা প্রকাশ করেন, কিন্তু বীরসিংহ তাঁকে না দিয়ে আমাদিগকে ঐ সম্পত্তি দেওয়াতে ভূপেন্দ্র আমাদের উপর ও বীরসিংহের উপর অত্যন্ত ক্রোধান্বিত হন। তদবধি তিনি আমাদের অনিষ্ট চেষ্টা করছেন। এখন সুধাংশুর এই বিবাহের পৃষ্ঠ-পোষকতার দ্বারা তিনি আমাদের অনিষ্ট করবেন, এই তাঁর চেষ্টা।

মা বীরসিংহকে সকল কথাই পত্রের দ্বারা জানিয়ে থাকেন। সংপ্রতি বীরসিংহ শেষ পত্রের উত্তরে মাকে লিখেছেন,—আপনি বিশেষ সতর্ক থাকবেন, কারণ ভূপেন্দ্র শীঘ্রই কুমারীকে কাশীধামে নিয়ে গিয়ে সুধাংশুর সহিত বিবাহ দেওয়ার বন্দোবস্ত করচেন।

তিনি আরও লিখেছেন যে, ভূপেন্দ্রের মন্ত্রী শারদানন্দস্বামীর দাস দাসীর নিকট হতে তাঁর গুপ্ত চরেরা এই সংবাদ পেয়েছে।

দেখ সুধাংশু, এই সকল কথায় আমি বুঝলাম, আমাকে একটু ভয় দেখানই অভিরামের উদ্দেশ্য। যাহোক, ভাই, দেখ ব্যাপারটা কিরূপ ঘটেছে!

আমরা স্থির করেছি, আর বিলম্ব না ক'রে, কল্যই যাত্রা করব। ব্রহ্মচারিণীকে ব'লে সব স্থির করতে হবে।

সুধাংশু বলিলেন,—দাদা, আমি বীরসিংহকে বিশেষ জানি, তিনি না পারেন এমন কার্য্য নাই; তাই ভয় হচ্চে, পাছে তিনি—

অমরেন্দ্র প্রশস্ত চক্ষুদ্বয় প্রসারিত করিয়া বলিলেন—"বয়ম্ অজরা মরাঃ!" দেবীর ইচ্ছায় কি না সম্ভবে? তা হলে আমরাও প্রস্তুত থাকব। বাধে ত একটা কাণ্ড হয়ে যাবে। আমি ভূপেন্দ্র-নারায়ণকেও আজ সব লিখে জানাব, তিনিই তার বন্দোবস্ত করবেন।

এইরূপ কথা হইতেছে, ইহার মধ্যে ব্রহ্মচারিণী একখানি থালাতে কিছু মিষ্টান্ন ও সুমিষ্ট ফল আনিয়া অমরেন্দ্র ও সুধাংশুকে জলযোগের জন্য অনুরোধ করিলেন। সুধাংশু বলিলেন,—দাদা, স্নানাহ্নিক শেষ করেই এসেছ দেখচি, একটু মিষ্টান্ন গ্রহণ কর।

অমরেন্দ্র।—মিষ্টান্ন? পক্ব দ্রব্য? ও না। আমায় একটি ফল দেও।

সুধাংশু।—কেন, মিষ্টান্ন খাবে না?

অমরেন্দ্র।—না, আমি স্বপাক ভোজন করি। অন্যের পাক গ্রহণ করি না।

সুধাংশু।—কেন দাদা, অন্যের পাক খেলে দোষ কি?

অমরেন্দ্র।—যে সব খাদ্য দ্রব্য পর হস্তে প্রস্তুত হয়, তা ভোজন করলে অনেক ব্যাধি হতে পারে, আর সত্ত্বগুণের হানি হয়। ইউরোপের চিকিৎসকগণও এখন বলেন যে, সাধারণ লোকের হস্তে প্রস্তুত ঔষধাদিও দোষাবহ। সেই জন্য ইউরোপে বড় বড় ঔষধের কারখানায় যত ঔষধ প্রস্তুত হয়, তার শিশির গায়ে স্পষ্টাক্ষরে লেখা থাকে "হস্তদ্বারা প্রস্তুত হয় নাই"। সে সব ঔষধ যন্ত্রে প্রস্তুত হয়, হস্তে স্পর্শ করা নিষেধ আছে।

এই জন্য আর্য্যগণ বহুকাল পূর্ব্বেই বলে গিয়েছেন,—

লবণং ব্যঞ্জনঞ্চৈব ঘৃতং তৈলং তথৈবচ,
লেহ্যং পেয়ঞ্চ বিবিধং হস্তদত্তং ন ভক্ষয়েৎ।

লবণ ব্যঞ্জন ঘৃত তৈল ও লেহ্য পেয় নানাবিধ ভোজন-দ্রব্য হস্তের দ্বারা স্পর্শ করিয়া প্রদান করিলে তাহা ভক্ষণ করিতে নাই।

ইহা শুনিয়া সুধাংশু মিষ্টান্ন রাখিয়া দিলেন ও অমরেন্দ্রের সহিত আনন্দে ফল ভোজন করিলেন।

পরে অমরেন্দ্র ব্রহ্মচারিণীকে বলিলেন,—ব্রহ্মচারিণি, বাবা তোমাকে যা বলেছেন তাই তুমি করবে। আর বিলম্ব করা হবে না। কল্যই অমাবস্যা, তুমি দেবী-দালানে মহামায়ার পূজার আয়োজন করবে। পূজা সমাপন করেই বাবা সিংহ গ্রামে যাত্রা করবেন। কুমারীকে তুমি দেবী দর্শনের জন্য রাত্রে দেবী-দালানে এনে রাখবে, আমি সেখানেই থাকব,সেখান থেকে কুমারীকে সঙ্গে লয়ে যাব। সুধাংশু সেই সময় আমাদের বিশু-মাঝির নৌকায় গিয়ে অপেক্ষা করবেন। তুমি শেষে আমার দোষ দিয়ে সকলকে বলবে যে, অমরেন্দ্র নাথ কুমারীকে সঙ্গে করে নিয়ে গিয়েছেন, কোথায় গিয়েছেন, জানি না।

ব্রহ্মচারিণী হাসিয়া বলিলেন,—তা বেশ। কুমারীও যাবে আমি ও একদিকে চলে যাব। তোমার দোষ দিতে পারব না। আমি গেলেই বালাই যাবে। কাকে আর জিজ্ঞাসা করবে? কে বা আর উত্তর দেবে?

অমরেন্দ্র শুনিয়া হাসিয়া উঠিলেন, বলিলেন,—তা বেশ। "বয়ম্‌অজরামরাঃ"।

ব্রহ্মচারিণা বলিলেন,—পূজার আয়োজনও করব, কুমারীকেও সব বলে ঠিক ক'রে রাখব। তার জন্য চিন্তা নাই।

সুধাংশু বলিলেন দাদা, আমার একটু ভয় হচ্ছে, অভিরাম দেব জানেন যে, আমি সে দিন এসেই চলে গিয়েছি। এখানে প্রথম এসেই, আমি তাঁর দেখা পেয়ে, ঐরূপ বলেছিলাম। তার-পর এখন শুনছি তিনি জানতে পেরেছেন যে আমি যাই নাই পর্ণাশ্রমে আছি, তাহ'লে তিনি এর মধ্যেই একটা কিরূপ কি করবেন, বলা যায়না, তাই একটু ভয় হচ্ছে।

অমরেন্দ্র।—ভাই, ওসব চিন্তা এখন রেখে দেও। তুমি ত স্ত্রীলোক নও যে অত ভয় করছ। দেখ দেখি ব্রহ্মচারিণী কেমন?—কিছুই গ্রাহ্য নাই। সৎ কার্য্যের জন্য এত ভয় কি? বিশেষতঃ তুমি কি জন্য এসেছ? যদি প্রতিজ্ঞার বল না থাকে, তবে বাবার নিকট দেবীর নামে প্রতিজ্ঞা করেছ কেন? পাছে তুমি সকলকে দোষী ক'রে মাঝখানে ভঙ্গ দেও, এই আশঙ্কা থাকাতেই তোমাকে নূতন ক'রে প্রতিজ্ঞা করতে হয়েছে।

দেখ, অভিমন্যু যখন সপ্তরথীর যুদ্ধে যাত্রা করেন, তখন

উত্তরা বড় কাতর হয়েছিলেন; তাই অভিমন্যু বলেছিলেন,- প্রিয়তমে, এ শরীর ক্ষণস্থায়ী, কিছুই নয়, একটা ছায়া মাত্র; এ জগৎও নশ্বর, যেন একটী বুদ্‌বুদ্‌ মাত্র; এমন-কি ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরও নশ্বর, কেবল অবিনশ্বর তোমার আমার এই "চির অম্লান ভালবাসা!" এই অনাদি অনন্ত প্রেমের যোগেই ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশাদির সহিত এই অনন্ত সৃষ্টি-প্রবাহ চলেছে!

যে ভালবাসার মহাযোগে যুক্ত হয়ে জগতের সেই আদি-কারণ "পরম পুরুষ" অর্দ্ধাঙ্গরূপে "পরাপ্রকৃতিকে" চিরদিন আপন বক্ষস্থলে রক্ষা করেছেন, যে ভালবাসাতে কমলাপতি চিরদিন কমলাকে অর্দ্ধাঙ্গে ধারণ করেছেন, যে ভালবাসার অম্লান কুসুমে হরপার্ব্বতী, ভ্রমর ভ্রমরীর ন্যায়, নিয়ত মধুপান করেন, প্রেমময়ি, তুমি আমিও সেই ভালবাসার মহাযোগে যুক্ত আছি; মুক্ত হওয়ার পথই এই অবিনাশী ভালবাসা। শতবার শরীরের পতন হ'লেও অম্লান ভালবাসার প্রস্ফুটিত কুসুম কিছুতেই মলিন হয় না।

ভাই সুধাংশু, যাকে আত্মার অংশ ব'লে যথার্থ জানতে পারা যায়, তার সঙ্গে ভালবাসা অচ্ছেদ্য। এক আত্মার অংশে অংশে, মনোভাবের বিনিময়ে, যতই মেশামিশি হয়, ততই প্রকৃত অবিনাশী সম্বন্ধ প্রকাশ পায়। সেই আত্মার অংশ-সম্বন্ধ শেষে একাত্মরূপী হয়ে যায়। সেই নিত্য যোগ সম্বন্ধই ব্রহ্মের স্বরূপ, পরমাত্মার পবিত্রতম ভাব।

তা যদি বুঝে থাক, তবে বুঝে দেখ "অচ্ছেদ্যো'য়মদাহ্যোয়ম্।" আত্মা অচ্ছেদ্য ও অদাহ্য।

সুধাংশু, "ভালবাসা দেবী'র পাদপদ্মে শতশত প্রণাম কর।

কোটী কোটী সৌরজগৎ ঐ ভালবাসার অমৃতের স্রোতে ভাসছে, উঠছে, ডুবছে, এই রূপে নৃত্য করছে, একটিও একবারে ডুবে যায় না,—এর মধ্যে ভয় কোথায়? কাকেই বা তুমি ভয় বল? জাননা, "বয়ম্ অজরামরাঃ!" আমরা গগন-বিহারী আত্মা। পূর্ব্বাকাশ হ'তে সূর্য্য উদয় হন। এই পূর্ব্বাকাশই জড় চক্ষুর দর্শনীয় জড়াকাশ। পরে সত্ত্বাকাশ সত্ত্বগুণের আকাশ, সেই বিষ্ণু-লোক; তার পরে চিদাকাশ, চিন্ময় আকাশ অর্থাৎ বিশুদ্ধ চিৎ বা চৈতন্য।

এই তিনটি আকাশ জ্ঞাননেত্রে যখন ভেদ হয় অর্থাৎ পরিস্কার দেখা যায়, তখন সেই বালুকা-কণা পৃথিবী কোথায় থাকে? সেই পৃথিবীর ভয়ই বা কোথায় থাকে? আর সেই বালুকা কণায় উৎপন্ন মৃত্যু-কীটই বা কোথায় থাকে?

সুধাংশু, নেত্র খোল, ঐ দেখ আকাশে দেবী আসছেন আর হাসছেন!

আবার নেত্র মুদিত কর, ঐ দেখ সত্ত্বাকাশে দেবী বৈকুণ্ঠের দ্বার উদ্ঘাটন ক'রে দিলেন, মহাসত্ত্বে প্রবেশ কর।

আবার ঐ দেখ, ধীরে ধীরে সত্ত্বাকাশের মধ্যে অদ্বৈত চিদাকাশ কেমন প্রকাশ পাচ্চে!

"ব্রহ্মানন্দং পরমসুখদং কেবলং শান্তমূর্ত্তিং।" পুনরায় ঐ দেখ নিরাকার শূন্য-আকাশের মধ্য হ'তে যেমন রাঙ্গা রবি-ছবি উদয় হয়, তেমনি ঐ নিরাকার অনন্ত চৈতন্যের মধ্য হতে আমাদের সাকারা দেবী কেমন প্রকাশ পাচ্চেন!

অমরেন্দ্রনাথ নীরব হইলেন। সুধাংশুর চক্ষু নিমীলিত, তিনি ধ্যানস্থ নীরব, নিস্পন্দ। ব্রহ্মচারিণী মুদিত নয়নে কর-

যোড়ে দাঁড়াইয়া আছেন। নির্জ্জন পর্ণাশ্রম, নিঃশব্দ কুটীর, যেন সে কুটীরে বায়ুর প্রবেশ নিষেধ!

বহুক্ষণ পরে নীরবতা ভঙ্গ হল। অমরেন্দ্র বলিলেন, ভাই, তুমি এখন আপন কার্য্য কর, আমি একবার অভিরামের সঙ্গে দেখা করে যাই। কা'ল অনেক কথা হয়েছে, দেখি আজ যদি আর কিছু জানতে পারি।

এই বলিয়া অমরেন্দ্র প্রস্থান করিলেন ও পর্ণাশ্রম ছাড়িয়া ক্রমে মহাতীর্থের বাটীতে গিয়া উপস্থিত হইলেন। অভিরাম-দেব আপন বৈঠক-খানায় বসিয়া আছেন, অমরেন্দ্র সেই স্থানে গমন করিলেন। অভিরাম বলিলেন কি অমরেন্দ্র? কি মনে ক'রে?

অমরেন্দ্র বলিলেন—আপনার সঙ্গে একটা কথা আছে।

অভিরাম।—কি কথা? বল।

অমরেন্দ্র।—কুমারীর বিবাহের কি স্থির করলেন?

অভিরাম।—সুধাংশু ত একদিন এসেছিল, দেখেছিলাম, তার পরে চলে গেছে। মা তাই শুনে একেবারে অস্থির হন, দাদার সঙ্গে দিন রাত বাক্‌বিতণ্ডা হয়, শেষে দুজনার কথা বার্ত্তা পর্য্যন্ত বন্ধ হয়েছে। তার পর বীরসিংহের প্রেরিত সংবাদে যেন "অগ্নিতে ঘৃত" দেওয়া হয়েছে।

অমরেন্দ্র ধীরে ধীরে বলিলেন, অপনি কি বলেন? চারিদিক বিবেচনা করে দেখুন। কুমারীর অবস্থা আপনি ভাল জানেন। এরূপ রূপবতী গুণবতী কন্যাকে বিবাহ না দিয়ে, গৃহে রাখা কত দুর সঙ্গত, আপনিই বুঝে দেখুন।

অভিরাম শান্তভাবে বলিলেন, দেখ অমরেন্দ্র, আমি সে

বিষয়ে অনেক চিন্তা ক'রে দেখেছি। মাতৃআজ্ঞা লঙ্ঘন ক'রে মায়ের মনে কষ্ট দিতে আমি পারব না, এ তুমি নিশ্চয় জেন।

অমরেন্দ্র।—সে কথা সত্য, কিন্তু গুরুদেব মহাতীর্থের যে ইচ্ছা তা ত আপনি তাঁর কাছেই সব শুনেছেন। তাঁর সেই সব অখণ্ডনীয় বাক্য কি আপনি অগ্রাহ্য করতে পারেন? স্ত্রীলোকে পূর্ব্বাপর না বুঝেই একটা করতে পারেন, তা ব'লে আপনি ত তা পারেন না। গুরুদেবের বাক্য পরিণামে ঠিক ফ'লে থাকে, আপনি ত অনেকবার দেখেছেন।

অভিরাম।—অমরেন্দ্র, কথাটা বড় শক্ত কথা, তুমি বুঝে দেখ। আমার উভয় সঙ্কট। সুধাংশুর সঙ্গে বিবাহ দিলে আমাদের কুলমান থাকে না। তবে দাদা মহাতীর্থের কথাও আমি অগ্রাহ্য করতে পারি না, আমিও তাঁর বাক্য গুরুবাক্য ব'লেই মনে করে থাকি। কিন্তু কি করি? কোনও উপায় দেখি না। আমি কাকেও কিছু বলতে পারচি না। জানি না ভগবানের কি ইচ্ছা!

অমরেন্দ্র।—আপনি যদি কোনও পক্ষে কিছু না বলেন, তা হলেই ভাল হয় না কি?

অভিরাম নীরবে অনেক ক্ষণ চিন্তা করিতে লাগিলেন, পরে বলিলেন—সে মন্দ নয়, গতিকেই তাই।

অমরেন্দ্র।—তবে আপনি কুমারীর মুখের দিকে চেয়ে, তার বর্ত্তমান অবস্থা ও বয়ঃক্রম মনে ক'রে, এইটুকু বলুন যে, আপনি কোনও পক্ষে হস্তক্ষেপ করবেন না। আর রাজা বীরসিংহ যদি অস্ত্রধারণ করেন, তবে আপনি তাঁর সঙ্গে অস্ত্রধারণ করবেন না।

গুরুদেব মহাতীর্থ আপনাকে এই কথা জানাবার জন্য আমাকে বলেছেন।

অভিরাম অস্ত্রধারণের কথা শুনিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া নীরব হইলেন, আর কিছুই বলিলেন না।

কিছুক্ষণ পরে অমরেন্দ্র বলিলেন—তবে আপনি কি করবেন? বিশেষ ভেবে দেখুন।

অভিরাম বুঝিলেন, মহাতীর্থের সঙ্কল্প স্থির হইয়াছে। বিবাহ অনিবার্য্য। অনেক ভাবিয়া অভিরাম বলিলেন,—তবে তাই হবে।

অমরেন্দ্র।—কি হবে?

অভিরাম দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন—আমি কারো স্বপক্ষেও থাকব না, বিপক্ষেও থাকব না। দেখি ঈশ্বরের কি ইচ্ছা।

অমরেন্দ্র বলিলেন,—অবশ্য আপনার সেইরূপ থাকাই উচিত। এই উভয় সঙ্কটে মহামায়ার যা ইচ্ছা, তাই হোক। মানবের কি হাত আছে? তবে এখন আমি আসি।

অভিরাম বলিলেন—আচ্ছা, এস।

অমরেন্দ্র দেবী-দালানের দিকে চলিয়া গেলেন।



দ্বাদশ কথা।

পূজার উদ্‌যোগ ও প্রবোধ।

অদ্য মহাতীর্থের বাটীতে মহামায়ার পূজার আয়োজন হইতেছে। মহা সমারোহ।

দেবী চতুর্ভূজা দেবী-দালানে দিব্য সজ্জায় শোভা পাইতেছেন। পূর্ব্বাহ্ন হইতে ভারে ভারে দ্রব্যসম্ভার আসিতেছে, দেবী-দালান পূর্ণ হইতেছে। লোক জনের যাতায়াতে চারিদিক কোলাহল ময় হইয়া উঠিয়াছে। সারাদিন ব্রহ্মচারিণী ছুটাছুটি করিতেছেন,নানা লোকের দ্বারা নানা আয়োজন করাইতেছেন। তিনি একবার অন্তঃপুরে যাইতেছেন—কুমারীর মায়ের নিকট, আবার সেইস্থান হইতে যাইতেছেন কুমারীর কক্ষে, পুনর্ব্বার বহির্দ্দেশে আসিতেছেন। কুমারীর মাতা বিমলা-দেবী বলিলেন—

ব্রহ্মচারিণি, দেবীর পূজার সময় আমি দেবী-দর্শনে যাব, গিয়ে আজ মায়ের কাছে প্রার্থনা করব, কুমারীর যেন কোনও অমঙ্গল না হয়। বীর সিংহের লোক আসা অবধি আমার মন বড় অস্থির হয়েছে। আহা মা কি আমাকে সুস্থির করবেন?

ব্রহ্মচারিণী বলিলেন—দিদিমা, অত অধীর হবেন না। মহামায়া অবশ্যই মঙ্গল করবেন। আজ যাতে মায়ের পূজা সুসম্পন্ন হয়, তাই করুন।

এই বলিয়া অপরাহ্নে ব্রহ্মচারিণী কুমারীর দ্বিতল কক্ষে গিয়া প্রবেশ করিলেন। তিনি কুমারীকে দেখিয়া বলিলেন,—কুমারি বস, কথা আছে, স্থির হয়ে শোন—

দেখ কুমারি আজ অমাবস্যা, বিশেষ ভাবে মহামায়ার পূজা হবে, বাবা বলেছেন। তিনি পূজা সাঙ্গ করেই সিংহগ্রামে যাত্রা করবেন। রাত্রে দিদি-মা দেবী দর্শন করতে যাবেন, তুমিও তাঁর সঙ্গে যাবে। দর্শনের পরেই দিদি-মা চলে আসবেন, তুমি আর সকল প্রতিবাসিনী বউ-ঝির সঙ্গে ভাণ্ডার ঘরে বসে থেক, বলবে যে আমি ব্রাহ্মণ ভোজনাদি দেখে শেষে যাব। বাবার যাত্রা করার পরেই অমরেন্দ্র-দাদা তোমাকে সেখান হতে সঙ্গে নিয়ে যাবেন। গঙ্গার ঘাটে নৌকা ঠিক থাক্‌বে। সুধাংশু সেইখানে উপস্থিত থাক্‌বেন। এই সকল কথা তোমার যেন খুব ঠিক থাকে।

কুমারী বলিলেন,—

দিদি, কি বল্যে? শুনে যেন ভয় হচ্চে! মায়ের মুখখানি মনে পড়চে! আর প্রাণ কেমন কর্‌চে! ভাল, দিদি, দেখ-দেখি, তুমি বুঝে দেখ, আমি বুঝতে পার্‌চি না,—

তোমার মত ব্রহ্মচারিণী হয়ে মায়ের কাছে থাকলে হয় না? আমার মন অস্থির হচ্চে!

এই বলিয়া কুমারী ব্রহ্মচারিণীর হস্ত মধ্যে মুখ রাখিয়া অশ্রু বর্ষণ করিতে লাগিলেন।

ব্রহ্মচারিণী বলিলেন,—

ভাল! কুমারি, তবে একটু বসন্তে হল, শোন। তুমি স্থির হও, স্থির হও। স্থির না হ'লে বুদ্ধি ভ্রংশ হয়। শোন বলি—

ব্রহ্মচারিণী হয়ে কি কেউ মায়ের কোলে উঠে বসে থাকে? না, কেউ মায়ের কোলেই থাকতে পারে?

অনিত্য সংসারে অনাসক্ত ভাবে থেকে পতিসেবা রূপ পরম

ধর্ম্ম গ্রহণ কর ; আর যদি সে রূপ ইচ্ছা না হয়, তবে আমার ন্যায় বৈরাগ্য ও কঠোর ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন কর। অট্টালিকায় ব'সে ঘৃত মাখন খেয়ে এখনকার লোক যে ব্রহ্মচর্য্য করে, সে ব্রহ্মচর্য্যে আর কাজ নাই! তাতে হবে না, নিশ্চয় জানবে, "পরম পদ" লাভের জন্য বিশেষ ভাবে ব্রহ্মচর্য্য অনুষ্ঠানকরা চাই।

পতি-সেবাই সহজ সাধন, ব্রহ্মচর্য্য কঠিন! কিন্তু মায়ের কোলে বসে থেকে, এর একটিও সাধন হয় না। যে পথেই যাও, মায়ের ক্রোড় হ'তে ঝাঁপ দিতেই হবে।

কুমারি, যদি আমার মত হ'তে চাও, তবে বিলাসিতার পথে পদাঘাত কর। তোমার রত্ন খচিত গৃহ সজ্জা পদ-দলিত ক'রে আমার মত হও। তোমার মখমলের পালঙ্ক-শয্যায় ধূলি নিক্ষেপ কর। তোমার হীরা-মুক্তা-বিজড়িত অলঙ্কার সকল চূর্ণ ক'রে কূপের জলে নিক্ষেপ কর ; তোমার মাতৃ ক্রোড় ছেড়ে আজ আমার মহামায়ার ক্রোড়ে ঝাঁপ দিয়ে পড়।

তোমার মুক্তা ভূষিত বেণীবন্ধন তীক্ষ্ণ অস্ত্রে কর্ত্তন ক'রে আমার মত কেশ-বেশহীনা হও।

যদি পূর্ব্ব সুকৃতির ফলে মহামায়ার নাম গ্রহণ করতে ইচ্ছা হয়ে থাকে, তবে, ইন্দ্রের ইন্দ্রত্ব তুচ্ছ ক'রে আমার মত নিঃসম্বলা হও। যদি অসার সংসারকে বিদায় দিতে পার, তবে আমার মত হতে পারবে। কুমারি, ব্রহ্মচর্য্যের ন্যায় পবিত্র পরম সুখ ত্রিজগতে আর পাবে না, এ যে পবিত্রতম, পরম সুখের চরম অবস্থা।

দেখ, তোমার মা আর তোমার বিবাহ দেবেন না, তার বিশেষ কারণ আছে, তা আমরা জানি। তা হলে এই

সুখ সম্ভোগে থেকে কাঞ্চন-ভোগের মধ্যে চূড়ান্ত বিলাসবতী প্রতিবেশিনী ও বয়স্যাগণের সঙ্গে আজীবন অবিবাহিতা অবস্থায় কাল যাপন করা, এই বয়সে কত কঠিন, তা বুঝে দেখ। তা যদি বুঝে থাক, তবে দাদার সঙ্গে যাও। বাবা তোমার ভবিতব্যতার চিত্রখানি আমার সম্মুখে ধ'রে দেখিয়ে দিয়েছেন, তাই তোমার জন্য আমার প্রাণ কাঁদে। তাঁর বাক্য অব্যর্থ। এ গৃহে তোমার মঙ্গল নাই! যদি ইচ্ছা হয়, তবে তুমি আমার ন্যায় ব্রহ্মচারিণী হও, আর না-হয়, পতিসেবা রূপ সতীধর্ম্ম অবলম্বন কর, এই দুইটি রাজপথ। এই সংসারে থেকে, কুসঙ্গের মধ্যে প'ড়ে পবিত্র জীবন কলঙ্কিত করবে—তোমার সে শোচনীয় পরিণাম আমি এ চক্ষে দেখতে পারব না!

কুমারি, এই প্রমোদ-পূর্ণ গৃহে বাস ক'রে, উত্তম আহার বিহারের মধ্যে থেকে, উত্তম শয্যায় শয়ন ক'রে, কতক্ষণ ইন্দ্রিয়-ভোগ-বাসনাকে চেপে রাখতে পারবে? ভোগ-বাসনার আগুন যেখানে দপ্ দপ্ ক'রে চারিদিকে জ্বলছে, সেখানে অবিবাহিতা অবস্থায় থেকে "থাম্ থাম্" বল্যেই কি আর বাসনার বেগ থামে? মূলটি কেটে শিরে জল ঢালা বৃথা। বাহিরে লোক ভয়ে সাবধান থাক্‌লেও, মনে মনে যে ব্যভিচার উপস্থিত হয়, তার সন্দেহ নাই! অবোধেরাই ভাবে যে, কেহ কিছু না জানতে পারলেই হ'ল, গৃহছিদ্র সর্ব্বতোভাবে গোপন করাই কর্ত্তব্য!

কুলীন কন্যা আর বাল্য বিধবাগণ, ভ্রাতা-ভগ্নীর ও মাতা পিতার মুহুর্মুহুঃ ইন্দ্রিয়-সেবা আজীবন দর্শন করুক, উত্তম বসন-ভূষণে সজ্জিত থেকে ঘৃত মাখন ভোজন করুক, আর নীরব

নিশীথ কালে নির্জ্জন গৃহে ছট্‌ফট্‌ করুক,—স্বার্থপরা গৃহিণী-গণের ইচ্ছাই এই রূপ!

কুমারি, ঐ দেখ পতিসেবা রূপ সতী-ধর্ম্মের রাজপথ,—ঐ বৈকুণ্ঠের পবিত্র সোপান তোমার সম্মুখে উন্মুক্ত রয়েছে, পতি-গৃহে গমন কর, সুখ সচ্ছন্দতা পাবে, নারায়ণের পাদপদ্ম লাভ করতে পারবে!

ব্রহ্মচারিণীর যাহা বলিবার তাহা বলা শেষ হইল; আর কি বলিবেন? কিন্তু মাতৃ পরায়ণা কুমারী মাতৃস্নেহের সুদৃঢ় বন্ধন কিছুতেই কাটিতে পারিতেছেন না।

তিনি বলিলেন,—দিদি, তুমি যা যা বল্যে, সব শুনলাম, ভালই বলেছ, আমার মঙ্গলের জন্যই বলেছ, কিন্তু কি করব, আমি বুঝতে পারছি না। আমার কপালে যা হয় হোক, মাতৃ আদেশ লঙ্ঘন করা মহাপাপ।

ব্রহ্মচারিণী স্তম্ভিত হইলেন। বড় বিষম সমস্যা হইল। ক্ষণকাল চিন্তার পরে তিনি বলিলেন,—কুমারি তুমি যথার্থ বলেছ। তোমার উপযুক্ত কথাই বলেছ, মাতৃ বাক্য লঙ্ঘন করা উচিত নয়। কিন্তু দেখ, কেবল দুই স্থানে পিতা মাতার বাক্য লঙ্ঘন করা যায়।

কুমারী।—দিদি, এ বড় আশ্চর্য্য কথা! পিতামাতার বাক্য লঙ্ঘন করা যায়, এমন একটি কার্য্যও দেখি না, এমন কথাও কখন শুনি নাই—দশেও নাই, ধর্ম্মেও নাই, শাস্ত্রেও নাই! দিদি, তুমি বলচ দুই স্থানে পিতামাতার কথা অন্যথা করা যায়; সে কি কথা?

ব্রহ্মচারিণী বলিলেন,—

কুমারি, তুমি যা বলেছ তা ঠিক। কিন্তু আমি দুটি কাজ তোমাকে দেখিয়ে দেই, সেই দুটি কাজে পিতৃমাতৃ আজ্ঞাও লঙ্ঘন করা যায়,—দশেও আছে, ধর্ম্মেও আছে, শাস্ত্রেও আছে।

কুমারী আশ্চর্য্যান্বিতা হইয়া বলিলেন,—দিদি, এমন ত কখনো শুনি নাই। তবে বল, সে কি কাজ? ব্রহ্মচারিণী অতি মৃদুস্বরে বলিলেন,—

রমণীর "সতীত্ব রক্ষা" আর "নিজের কর্ত্তব্য পালন।"

কুমারী নীরবে রহিলেন, কোনও উত্তর দিতে পারিলেন না। কিছুক্ষণ পরে দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া পুনর্ব্বার মাতৃস্নেহের বশে মাতৃ পক্ষ সমর্থন করিলেন, ও বলিলেন—

দিদি, সত্য কথাই বলেছ। কিন্তু আমার কপালে যা হয় হোক, যাতে মাতৃ আজ্ঞা লঙ্ঘন করতে না হয়, আবার স্বধর্ম্মও রক্ষা হয় তাই করাই ভাল নয় কি?

মা এই পাত্রের সঙ্গে আমার বিবাহ দিতে অসম্মত। আমি আমার নিজের ইচ্ছা ও স্বার্থসুখে জলাঞ্জলি দিয়ে, মাতৃ ইচ্ছাই পূর্ণ করব, না হয়, অন্য পাত্রের পাণি গ্রহণ করব, তা হলেই দু দিক বজায় থাকবে।

ব্রহ্মচারিণী।—কুমারি এ কথাও উত্তম কথা, কিন্তু আমি ত সব জানি, তোমার মায়ের যদি বিবাহ দেওয়ার তেমন ইচ্ছাই থাকত, তবে অনেক কুলীন পাত্র পাওয়া গিয়েছিল, দিলেই হ'ত। কিন্তু তিনি আর তোমার বিবাহ দেবেন না। তা না জানলে বাবা কি এই বিবাহের জন্য এত চেষ্টা করেন? না, আমরাই তোমাকে এত কথা বলি?

কুমারি, আরও দেখ, পূর্ব্ব হতেই তুমি এক জনে মন সমর্পণ

করেছ, সে পাত্র ত্যাগ ক'রে, কেমন ক'রে আবার অন্য পাত্রে মন দেবে? সত্য কি মিথ্যা, তুমি বল? তুমি সেই পত্রখানিতে তিন কথায় কত কথা লিখেছিলে, তা কি মনে আছে? আমি পত্রে দেখেছি,—

"আমার এক হস্ত ধরেছেন দাদা, আর এক হস্ত—"

এইরূপ নয় কি? তাতে কি সম্মতি দেওয়া হয় নাই? আর তার নিম্নে "সেবিকা" লিখেছিলে কেন?

দেখ. কুমারি, তুমি কি পড় নাই?—তপোবনে সাবিত্রী যখন সত্যবানের পাণিগ্রহণে মনন করেন, তখন তাঁহার পিতা মহারাজ অশ্বপতি ও মাতা রাজ্ঞী মালবী দেবর্ষি নারদের নিকটে সত্যবানের স্বল্পায়ুর কথা শুনে, তাঁকে বিবাহ করতে সাবিত্রীকে পুনঃ পুনঃ নিষেধ করেন। তাতে সাবিত্রী কি বলেছিলেন?

"সকৃদাহ দদানীতি"

পিতঃ, "আমি দিলাম" এই বাক্যটি একবারই বলিতে হয়, দুই বার বালব কি রূপে?

তবে কুমারি, শুধু বলা নয়, তুমি যা লিখেছ, তাতে "আমি তোমার হস্তে আমাকে দিলাম" এই কথাই কি লেখা হয় নাই? ঐ কথা একবার একস্থানে ব'লে পুনর্ব্বার অন্য স্থানে বল্‌বে কি রূপে?

সাবিত্রী পিতামাতার কথা লঙ্ঘন ক'রে নিজের সতীধর্ম্ম কি রক্ষা করেন নাই? কুমারি, নিজ "কর্ত্তব্যের" উপরে আর কিছুই নাই। ভারত রমণীর "সতীত্বের" উপরে আর কিছুই নাই! পিতা-মাতার কথা দূরে থাক, হিন্দু-রমণীর "সতীধর্ম্ম" রক্ষার জন্য ব্রহ্মবাক্যও অন্যথা করা যায়। আমি "ন্যায়বাগীশ"

তোমাকে এই ব্যবস্থা দিলাম; পণ্ডিত সমাজে দেখাও গিয়ে, দেখি কে এই ব্যবস্থার অন্যথা করতে পারে?

কুমারী পুনর্ব্বার বলিলেন,—দিদি, সে যা হোক, মায়ের অনুমতি ব্যতীত আমি ঘরের বা'র হই কি রূপে?

ব্রহ্মচারিণী বলিলেন—তবে তুমি কি করবে, বল।

কুমারীর নেত্র-শু'ক্তি-কোণে মুক্তাফল ঝলমল করিতেছে! ক্রমে তাঁহার নীরব-নিস্পন্দ অবস্থা হইল, তিনি চিত্রাঙ্কিতা পুত্তলিকার ন্যায় আত্মহারা হইয়া অনিমেষ নয়নে চাহিয়া রহিলেন, আর কোন কথাই বলিলেন না।

ব্রহ্মচারিণী বুঝিলেন—"মৌনং সম্মতি-লক্ষণম্।" তিনি তাঁহাকে তদবস্থায় রাখিয়া দ্রুতপদে সেই স্থান হইতে প্রস্থান করিলেন।

ত্রয়োদশ কথা।

মহামায়ার পূজা।

কুমারীর নিকট হইতে আসিয়া ব্রহ্মচারিণী সন্ধ্যার পূর্ব্বেই পর্ণাশ্রমে প্রবেশ করিলেন। তিনি আশ্রমের সমুদায় দ্রব্যাদি যথাস্থানে সুরক্ষিত করিয়া, সজল নয়নে দেবদেবী গণকে প্রণাম করতঃ গৃহগুলির দ্বার রুদ্ধ করিলেন। বাহিরে আসিয়া তিনি বহির্দ্বারের তালা বদ্ধ করিয়া চাবিকাঠীগুলি একটি প্রতিবেশী

যুবকের হস্তে দিয়া বলিলেন—বৎস, আমি স্থানান্তরে যাচ্ছি, আমি না থাকলে তুমি যে রূপ ক'রে থাক, তেমনি এখন আশ্রম-সেবা রক্ষা কর। আমি কখন আসব তোমাকে পরে জানাব আশ্রম-সেবার ত্রুটি না হয়।

যুবক বলিল—আপনি যেরূপ অনুমতি করবেন, আমি তদ্রূপই করব।

ব্রহ্মচারিণী দেবী-দালানে ফিরিয়া আসিলেন। তখনও তাঁহার নেত্রধারা বিগলিত হইতেছে।

এ দিকে মহাতীর্থ সিংহগ্রামে গমন করিবেন তজ্জন্য সমস্ত আয়োজন করিতেছেন। অভিরাম মহামায়ার পূজার আয়োজনে ব্যস্ত। মহাতীর্থ তাঁহাকে বলিলেন,—অভি, আমার সঙ্গে অনেক জিনিষ পত্র যাবে, তুমি না গেলে সে সব রাত্রিকালে নৌকায় পার করা কঠিন হবে, কোথায় কি যাবে, ঠিক থাকবে না। তুমি আমার যাওয়ার সমস্ত ঠিক করে রেখ।

অভিরাম।—দাদা, তার জন্য আপনার কোনও চিন্তা নাই, আমি সঙ্গে যাব, আর সমস্ত ঠিক ক'রে রাখব।

ক্রমে দিনমান অবসান হইয়া আসিল। সন্ধ্যা সমাগতা। সূর্য্যদেব উদয় হইয়া যেমন বহির্দ্দৃষ্টি প্রদান করতঃ লোকচিত্ত প্রমত্ত করিয়া অন্তর্জগৎকে একবারে অন্ধকারাচ্ছন্ন করিয়া তুলেন সেইরূপ রজনী আসিয়া লোকের সেই বহির্দ্দৃষ্টির পথটিও রুদ্ধ করিয়া দিল, এবং জীবগণকে বিপুল অন্ধকার জালে আচ্ছন্ন করিয়া ক্রমে জড়পিণ্ডের ন্যায় করিয়া তুলিতে লাগিল। শশীকলা-প্রবাহ দিন-দিন অবরুদ্ধ হইয়া আসিয়া অদ্য অমাবস্যা তিথি উপস্থিত। তিমির রাশি আসিয়া জগন্মণ্ডল মসী-আবরণে

আবৃত করিতে লাগিল, দেখিয়া দুষ্টাশয় গণ ও পাপিষ্ঠ গণের বরিষ্ঠ তস্কর-নিকর বহির্গমনে উদ্‌যোগী হইয়া উঠিল।

মহাতীর্থের বাটীর চতুর্ভাগে শত শত দীপমালা প্রজ্জ্বলিত হইল; সেই উজ্জ্বল আলোক-মালায়, সুরূপা-সপত্নী-তাড়িতা কুরূপা সীমন্তিনীর ন্যায়, নিবীড় তমোরাশি বিতাড়িতা হইল। যামিনী-যোগে সকল লোক নীরব নিস্তব্ধ হইলে, শান্তি প্রাপ্ত হইয়া নৈশ সমীরণ যেমন কুসুম-সুবাস ছড়াইয়া পরা-প্রকৃতির প্রীতিবর্দ্ধন করিতে থাকে, সেইরূপ সাধুগণও সকল লোক নিস্তব্ধ হইলে রজনীযোগে জগন্ময়ীর অর্চ্চনা আরম্ভ করেন। তাই মহাতীর্থ অদ্য উপবাসী আছেন; সন্ধ্যার পরেই তিনি স্নান করিলেন ও পট্টবস্ত্র পরিধাণ করতঃ যথাকালে মহামায়ার পূজার জন্য আসনে উপবেশন করিলেন। শঙ্খ ঘণ্টা কাঁসর ধ্বনিতে চতুর্দ্দিক নিনাদিত হইল। কুলবধূ গণের হুলুধ্বনি উত্থিত হইতেছে, ঢাক ঢোলের বাদ্যে বাড়ীখানি যেন টলমল করিতেছে। মহাতীর্থ ক্রমে মহামায়ার পূজা সমাধা করিয়া পরে ধ্যানস্থ হইলেন।

অন্তঃপুর হইতে বিমলা-দেবী দেবী-দর্শনে চলিয়াছেন। তিনি কুমারীর কক্ষে প্রবেশ করিয়া কুমারীকে বলিলেন—মা, চল, দেবীদর্শন ক'রে আসি। মা, তোমার মঙ্গল-কামনা করাই আজ আমার উদ্দেশ্য। মায়ের পদধূলি তোমার মস্তকে দিয়ে আনি চল।

আর দেখ, কুমারি, তোমার দাদা যোগেশ যদি তোমাকে কখনও কোথাও যাওয়ার জন্য বলে, তুমি তা শুন না। ওরা সব অধর্ম্মে সর্ব্বনেশে লোক! তোমার ভাবনা কি মা? আমি তোমাকে কোলের কাছে রাখব, খাবে পরবে, সুখে সচ্ছন্দে

থাকবে, কে তোমাকে বারণ করবে? কার বাপের সাধ্য আছে যে আমি থাকতে তোমাকে এক কথা বলে?

কুমারী সজল নয়নে মৃদুস্বরে বলিলেন,—মা এই ঐশ্বর্য্যের মধ্যে এত সুখভোগে থাকলে ধর্ম্ম যাবে। আমি এই ঐশ্বর্য্যের মধ্যে আর থাকতে পারব না। আমি ব্রহ্মচারিণী দিদির কাছে গিয়ে থাকি! আহা, দিদি কেমন আপন ধর্ম্ম রক্ষা করছে, দেখ দেখি! মা আমাকে আজ সেই অনুমতি দেও; আজ আমাকে বিদায় দেও, আমি ভগবানের পাদপদ্ম আশ্রয় ক'রে ধর্ম্ম পথে দাঁড়াই।

বিমলা-দেবী কুমারীর অশ্রুবর্ষণ দেখিয়া ও এই আকস্মিক কঠোর বাক্য শুনিয়া স্তম্ভিত হইলেন। বুদ্ধিমতী গৃহিণী বুঝিলেন যে কুমারীর মনের গতি চঞ্চল হইয়াছে। এই হেতু তিনি কুমারীর গাত্রে ধীরে ধীরে হস্ত প্রদান করিয়া বলিলেন,—

তাতে আর কি, মা? ব্রহ্মচারিণীর ঘরও যা, আমার ঘরও তাই। তোমার যদি সেরূপ মন হয়, তবে তুমি ব্রহ্মচারিণীর কাছেই থেক। তাতে আর ক্ষতিই বা কি? তাতেও আমার অমত নাই।

কুমারী এইরূপে বহির্গমনের জন্য মাতৃ অনুমতি গ্রহণ করিলেন।

বিমলা-দেবী বলিলেন,—কুমারি, আমার এত ধন ঐশ্বর্য্য কে ভোগ করবে মা? তোমাকেই সব দিয়ে যাব। তোমার ভাবনা কি? কেন তুমি পরের কথায় কাণ দেও?

তোমার দাদা কেবল বলেন,—ধর্ম্ম, ধর্ম্ম! দেখ মা, ধর্ম্ম কি আর বাইরে আছে? মনেই আছে। ও পাড়ার হরিমতী

নিকেশ কুলীনের মেয়ে., তারও ত ঘর বর পাওয়া গেল না, আজ ত্রিশ বৎসর ঘরে খাঁটি আছে; তার কি হয়েছে? সচ্ছন্দে খাচ্ছে দিচ্ছে বেড়াচ্ছে। কে কি বল্‌তে পারে, বলুক দেখি? আর আমাদের শৈবলিনী, শিশুকালে বিধবা হয়ে এত কাল কাটালে, এখনও তার গায়ে দেখ্‌চি জড়োয়া গহনা ধরে না, আর তার শ্রীই বা কি? কই, তার কি দিন যাচ্ছে না? কেমন ঠাকুর পূজা করে, কেমন মালা জপ করে, তার কি ধর্ম্ম নেই? ও সব অধর্ম্মোদের ঘর নষ্ট করার কথায় কাণ দিও না। আমি যা বলি শোন; কা'লই তোমার নামে বিশ হাজার টাকার কোম্পানির কাগজ ক'রে দেব। আর চাও কি?

তখন কুমারী নীরবে পট্টবস্ত্র অলঙ্কারাদি সজ্জা করিয়া মাতৃহস্ত ধারণ পূর্ব্বক দেবী-দর্শনে চলিলেন। বিমলা দেবী কন্যাকে লইয়া অন্তঃপুরস্থ অন্যান্য নারীগণ ও প্রতিবেশিনী বধূগণের সহিত একত্র হইয়া দেবী-দালানে গমন করিলেন। তিনি সেই স্থানে গিয়া মহাদেবীর সম্মুখে গলবস্ত্রে প্রণাম করিলেন। পরে সকলেই প্রণাম করিয়া কৃতাঞ্জলি-পুটে উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

মহাতীর্থ ধ্যানস্থ আছেন। বিমলাদেবী গলবস্ত্রে করযোড়ে দেবীর সম্মুখে দাঁড়াইয়া কুমারীর জন্য নানারূপে মঙ্গল-কামনা করিলেন, পরে দেবী প্রদক্ষিণ করিয়া পুনর্ব্বার প্রণাম করিলেন। দেবী-দর্শনের পরে তিনি অন্তঃপুরে প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন. তখন কন্যাকে বলিলেন,—কুমারী, এখন চল যাই।

কুমারী বলিলেন,—মা, তুমি এখন যাও, আমি ব্রাহ্মণ ভোজন দেখে আসি। ভাণ্ডার ঘরের পার্শ্বের ঘরে আমরা সবাই মিলে থাক্‌ব, দেখে শুনে সকলে একত্রে যাব।

"আচ্ছা মা, তাই এস" এই বলিয়া বিমলা দেবী দক্ষিণ খণ্ড হইতে উত্তর খণ্ডে গিয়া অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন।

এ দিকে মহাতীর্থের ধ্যান ভঙ্গ হইল। তিনি দেবীকে প্রণাম করিয়া গাত্রোত্থান করিলেন ও অভিরামকে বলিলেন,—অভি, এখন ব্রাহ্মণ ভোজন সমাধা কর, রাত্রি অধিক হয়েছে, আমার যাত্রা করার সময় হ'ল।

তখন অভিরাম ও অমরেন্দ্র ব্রাহ্মণ গণকে ভোজন দিতে লাগিলেন। পার্শ্বস্থ ভাণ্ডার-গৃহ হইতে কুমারী ও অন্যান্য পুরবাসিনী গণ আহারীয় দ্রব্য সমস্ত ব্যবস্থা করিয়া তাঁহাদের হস্তে সমর্পণ করিতে লাগিলেন, তাঁহারা পরিবেশন করিতে লাগিলেন।

মহা সমারোহে ব্রাহ্মণ ভোজন সম্পন্ন হইল। পরে অন্যান্য বহু লোকের ভোজন শেষ হইল। সকলেই পরিতুষ্ট রূপে আহার করিয়া স্ব-স্থানে প্রস্থান করিলেন।

তখন মহাতীর্থ দেবীর প্রসাদ গ্রহণ করিলেন, ও অভিরামকে বলিলেন,—অভি, আর বিলম্ব কেন? এখন শীঘ্র চল!

অভিরাম ভৃত্যগণকে দ্রব্যাদি লইয়া অগ্রসর হইতে বলিলেন। মহাতীর্থ দেবীকে প্রণাম করিয়া বলিলেন—

"প্রসীদ ভগবত্যম্বে প্রসীদ পরমেশ্বরি,
প্রসাদং কুরু মে দেবি, দুর্গে দেবি নমো'স্তুতে।"

অভিরাম দেবীকে প্রণাম করিয়া মহাতীর্থ দাদাকে অগ্রে লইয়া গঙ্গাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

তখন ভাণ্ডার-গৃহের নারীগণ আনন্দ-কোলাহলে দেবীর প্রসাদ গ্রহণে ব্যস্ত হইলেন। ক্রমে দেবী-দালানে আহারাদি র

কার্য্য শেষ হইল, পরে সকলেই স্ব স্ব স্থানে বিশ্রাম করিতে গমন করিলেন।

বিমলা দেবী সমস্ত দিন উপবাসে ছিলেন, এক্ষণে প্রসাদ গ্রহণ করিয়া সারা দিনের পরিশ্রমের পর ক্লান্ত হইয়া শয়ন করিয়াছেন, কে কোথায় আছে, কিছুই জানিতে পারেন নাই। তখনও কেবল ব্রহ্মচারিণী ছুটাছুটি করিতেছেন।

ক্রমে সেই পুরী অমাবস্যার নিশীথ অন্ধকারে আবৃত ও গভীর নীরবতায় আচ্ছন্ন হইয়া পড়িল।

চতুর্দ্দশ কথা।

কুমারী-হরণ।

রাত্রি গভীর নিঃশব্দ হইয়াছে। বসুধার অসাড় দেহে আর সাড়া-শব্দ পাওয়া যাইতেছে না। নিবীড় আঁধার-বসনে অঙ্গ-ঢাকা নিস্তব্ধতার বিরাট মূর্ত্তি বিমান-তলে আসিয়া, পদতলে ভূতল স্পর্শ করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। দর্শনাভাবে বসুমতী গত-শ্রী হইয়াছেন, কেবল ছত্রাকার নির্ম্মল আকাশে নক্ষত্র মালার অনির্ব্বচনীয় শোভা হারসূত্রে প্রোত হীরক-রাজিকেও লজ্জা দিতেছে। মৃদু মন্দ সমীরণ লীলা-বিনোদন নিশীথ-কুসুমের সৌরভ বহন করিয়া দিঙ্মণ্ডল প্রমোদিত করিতেছে। ধ্যানশীল

ধ্যান-মগ্ন হইয়াছেন, চিন্তাশীল চিন্তা-ভারাক্রান্ত হইয়াছেন, ভোজনশীলের নাসিকা-ধ্বনি প্রবল হইতেছে। শোক-সন্তপ্ত চিত্ত হইতে দীর্ঘ নিশ্বাস বহির্গত হইতেছে। জাগ্রত যোগীর চিত্ত সমাধি-যোগে সুধাময় হইয়া উঠিতেছে।

তখন ব্রহ্মচারিণী দেখিলেন সকলেই দেবী-দালান হইতে স্ব স্ব স্থানে চলিয়া গিয়াছেন। তিনি অমরেন্দ্রকে বলিলেন—দাদা, আর বিলম্ব করা উচিত নয়। আমি কুমারীকে নিয়ে আসি ; আমিও তোমাদের সঙ্গে যা'বার জন্য প্রস্তুত হয়ে আছি ; আমিও যাব।

অমরেন্দ্র।—সে কি? তুমি কোথা যাবে? কেনই বা যাবে? তোমার যাবার ত কিছু আবশ্যক দেখি না।

ব্রহ্মচারিণী।—না দাদা, আমিও যাব। কুমারীর জন্য কখন কি করতে হয়, বলা যায় না, কখনও বাইরে যাওয়া তার অভ্যাস নাই, যদিই পথে কোনও অসুখ হয়, কি যদিই কোন বিপদ ঘটে, তবে আমি যথাসাধ্য সেবা করতে পারব।

অমরেন্দ্র অকরুণ প্রাণে বলিলেন—না, না, তা হবে না, তোমার যাওয়া হবে না। তুমি সেবা করতে পারবে, আর আমি বুঝি পারব না?

ব্রহ্মচারিণী।—না দাদা, অসুখ হ'লে কি তুমি সেবা করতে পারবে?

অমরেন্দ্র।—তা খুব পারব, সে জন্য তোমার চিন্তা নাই। তোমার যাওয়া হবে না।

ব্রহ্মচারিণী।—দেখ দাদা, আমি যাব ব'লে পর্ণাশ্রম বন্ধ ক'রে এসেছি ; আমায় যদি যেতে না দেও, তবে আমি গঙ্গায় ঝাঁপ

দেব, সেও ভাল, তবু কা'ল প্রাতে উঠেই যে বিমলা-দেবীর সহস্র ভৎর্সনা, গঞ্জনা সহ্য করব, তা আমি পারব না।

অমরেন্দ্র।—না, না, তুমি কিছু বুঝতে পারছ না, তুমি গেলে' আরও খারাপ হবে; কুমারীকে আমি নিয়ে গেলাম, তার কোনও কথাই নাই। তুমি ক্ষান্ত হও; তুমি যদি যাবে, তবে আগে বাবাকে বল নাই কেন?

ব্রহ্মচারিণী একটু অপ্রতিভ হইলেন, পরে বলিলেন—দাদা তা বটে। তুমি যখন বারণ করছ তখন আর কি করব, বল! তবে তুমি কুমারীকে নিয়ে যাও।

ব্রহ্মচারিণী সেই অন্ধকারের মধ্যে কুমারীর হস্তধারণ পূর্ব্বক লইয়া আসিয়া তাঁহাকে অমরেন্দ্রের হস্তে সমর্পণ করিলেন ও বলিলেন—

দাদা, আমার অদৃষ্টে যাই থাক, কুমারীকে আজ তোমার হস্তে দিয়ে নিশ্চিন্ত হ'লাম; এখন তুমি দায়ী!

পরে তিনি কুমারীকে বক্ষে ধারণ করিয়া বলিলেন,—কুমারি, ঐ শোন, আকাশে "মা ভৈঃ! মা ভৈঃ!" শব্দ হচ্চে! দাদার সঙ্গে নির্ভয়ে প্রস্থান কর।

কুমারী অন্তরে অন্তরে ডাকিতে লাগিলেন—"কোথায় পদ্ম-পলাশ-লোচন হরি!"

অমরেন্দ্র ও কুমারী দেবীকে প্রণাম করিয়া বহির্গত হইলেন। ব্রহ্মচারিণী সদর দ্বার বন্ধ করিয়া দেবী-দালানের দ্রব্যাদি সাবধানে উঠাইয়া রাখিতে লাগিলেন।

অমরেন্দ্র কুমারীকে সঙ্গে লইয়া গঙ্গার ঘাটে চলিয়াছেন। কুমারী ঘোর অন্ধকারের মধ্যে ভয়ে ভয়ে পশ্চাতে পশ্চাতে

যাইতেছেন। সহসা তিনি নিকটস্থ একটি উচ্চ অট্টালিকার ধবলিত অঙ্গে একটি বৈদ্যুতিক আলোক দেখিতে পাইলেন। তিনি ভীত হইয়া মৃদুস্বরে বলিলেন—দাদা ঐ কিসের আলো? দেখ!—

বলিতে বলিতে কুমারী দেখিলেন, উজ্জ্বল বৈদ্যুতিক আলোকে অট্টালিকার গায়ে লেখা—"মা ভৈঃ! মা ভৈঃ!"

অমরেন্দ্র বলিলেন, কুমারি ভয় কি? মা ভৈঃ! মা ভৈঃ! ব'লে চলে এস। কুমারী নীরবে পশ্চাতে পশ্চাতে চলিলেন।

অমরেন্দ্র ঘাটে আসিয়া দেখিলেন, অনেক নৌকা বাঁধা আছে। মহাতীর্থের আদেশে পূর্ব্ব হইতেই বিশু-মাঝি ঘাটে অপেক্ষা করিতেছে জানিয়া তিনি, বিশু-মাঝি বিশু-মাঝি বলিয়া বারংবার ডাকিতে লাগিলেন, কিন্তু কেহই কোন উত্তর প্রদান করিল না।

তিনি নিরুপায় হইলেন, ও কুমারীকে সঙ্গে লইয়া গঙ্গার ধারে ধারে গিয়া, দূরে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন।

এ দিকে সুধাংশু যথাসময়ে ঘাটে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, এবং বিশু-মাঝি বিশু-মাঝি বলিয়া অনেকবার ডাকিলেন, কিন্তু কাহারও সাড়াশব্দ পাইলেন না। তখন তিনি আর এক ঘাটে গমন করিলেন ও পুনঃ পুনঃ মাঝিকে ডাকিলেন, তথাপি কেহ উত্তর দিল না।

রাত্রি প্রায় দ্বিপ্রহর হইল, নিরুপায় হইয়া, সুধাংশু পারঘাটে বসিয়া স্থিরদৃষ্টিতে গঙ্গাবক্ষ দর্শন করিতেছেন, আর এক এক বার ডাকিতেছেন—বিশুমাঝি?

রাত্রি গভীরভাব ধারণ করিয়াছে। চতুর্দ্দিক নিঃস্তব্ধ, গঙ্গা-

বক্ষে এক খানি ক্ষুদ্র নৌকা আসিতেছে—দেখিয়া সুধাংশু ডাকিলেন, বিশুমাঝি ?

মাঝি গঙ্গাবক্ষ হইতে উত্তর দিল—আজ্ঞে, আমি এসেছি।

সুধাংশু দীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়িলেন, ও উঠিয়া দাঁড়াইলেন। নৌকাখানি অনেক নৌকার মধ্য দিয়া কুলে আসিয়া উপস্থিত হইল।

সুধাংশু ডাকিলেন,—বিশুমাঝি ?

মাঝি।—আজ্ঞে এসেছি।

সুধাংশু।—অমরেন্দ্র দাদা কোথায় ?

মাঝি।—আজ্ঞে তা জানি না।

সুধাংশু অবাক হইয়া রহিলেন। নৌকাখানি তীরে আসা মাত্র একটি সৌম্যমূর্ত্তি যুবা নৌকা হইতে দ্রুতপদে তীরে অবতরণ করিলেন ও সুধাংশুর হস্তধারণ করিয়া বলিলেন,—কি, সুধাংশু ? এখানে এত রাত্রে কোথা থেকে ? চল, চল, বাড়ীতে চল।

সুধাংশু দেখিলেন—অভিরাম-দেব। তিনি জানিতেন না যে, অভিরাম মহাতীর্থের সঙ্গে বিশুমাঝির নৌকায় গিয়াছিলেন। এখন সহসা অভিরামকে দেখিয়া তাঁহার মস্তক ঘূর্ণিত হইল। কর্ত্তব্য স্থির করিতে না পারিয়া তিনি অন্যদিকে যাইতেছিলেন, কিন্তু অভিরাম তাঁহার কর ধারণ করিয়া কথায় কথায় বাড়ীর দিকে লইয়া চলিলেন। সুধাংশু অভিরামের হস্তে পড়িয়া কি করিবেন, স্থির করিতে পারিতেছেন না। নীরবে চিন্তা করিতে করিতে তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন। অভিরামও মনে মনে নানা সন্দেহ করিতে করিতে সুধাংশুকে লইয়া বাটীতে গিয়া উপস্থিত হইলেন।

তিনি বাটীর বহির্দ্দেশে সদর দ্বারে দাঁড়াইয়া ভৃত্যকে ডাকিতে লাগিলেন; কিন্তু প্রথম নিদ্রার গাঢ়তা প্রযুক্ত কেহ শুনিতে পাইল না। এই জন্য তিনি বলিলেন,—সুধাংশু একটু দাঁড়াও, আমি অন্দরের দিকে গিয়ে ডাকি, পরে এসেই তোমাকে দোর খুলে দিচ্ছি; একটু দাঁড়াও।

সুধাংশু বলিলেন—অচ্ছা, তাই যান।

বিমলা-দেবী ও অন্যান্য প্রতিবেশিনী গণ দেবী-দালান হইতে অন্দরে প্রবেশ করিয়া কেহ আর দ্বার বন্ধ করেন নাই। তাই অভিরাম অন্দরের দিকে গিয়া দেখিলেন, অন্দরের দ্বার উন্মুক্ত রহিয়াছে। তিনি বিস্ময়াপন্ন হইয়া অন্দরে প্রবেশ করিলেন, ও দেখিলেন, গৃহে আলোক জ্বলিতেছে, সকলেই আপন আপন স্থানে গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত আছেন। তিনি তৎক্ষণেই কুমারীর শয়ন-কক্ষের দ্বার উন্মুক্ত দেখিতে পাইলেন; সেই কক্ষে প্রবেশ করিয়াই দেখিলেন, কুমারীর শয্যা শূন্য পড়িয়া আছে, কুমারী সেই গৃহে নাই। তিনি দ্রুত গতিতে অন্যান্য গৃহে ও চারিদিকে অনুসন্ধান করিলেন, কিন্তু কুমারীকে পাইলেন না।

এ দিকে সুধাংশু বাহিরে অন্ধকারে দাঁড়াইয়া আছেন, এই জন্য অভিরাম কি করিবেন, কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া ব্যস্ততা বশতঃ অগ্রে আলোক সহ বহির্ব্বাটীতে গিয়া সদর দ্বার খুলিলেন। তিনি সুধাংশু, সুধাংশু, বলিয়া ডাকিলেন, কিন্তু কেহ উত্তর দিল না। তখন তিনি চারিদিকে অনুসন্ধান করিয়া দেখিলেন, কোথাও কেহ নাই, সুধাংশু প্রস্থান করিয়াছেন। অভিরাম গঙ্গার ধারে, এত অধিক রাত্রে সুধাংশুকে দেখিয়া

মনে মনে যে আশঙ্কা ও সন্দেহ করিয়াছিলেন, তাহা আরও দৃঢ় হইয়া উঠিল। তিনি মনে করিলেন, অন্দরের দ্বার দিয়াই অমরেন্দ্র-নাথ কুমারীকে লইয়া গিয়া সুধাংশুর হস্তে অর্পণ করিয়াছেন। তাই অন্দর-দ্বার উন্মুক্ত রহিয়াছে।

তিনি বুঝিতে পারিলেন যে, সুধাংশু অদ্য কুমারীকে লইয়া যাইবেন বলিয়াই, গত কল্য অমরেন্দ্র নাথ তাঁহাকে নিরপেক্ষ থাকিবার জন্য অঙ্গীকৃত করিয়া লইয়াছেন।

অভিরাম কপালে ঘা দিলেন। তাঁহার বক্ষস্থল ভেদ করিয়া গভীর দীর্ঘশ্বাস উত্থিত হইল। তিনি মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন,—এই বিষম সমস্যায় আমি নিরপেক্ষ থাকিব, অঙ্গীকার করিয়াছি; এখন গিয়া মাকে জাগাইলে ও সমস্ত কথা বলিলে মহা সঙ্কট উপস্থিত হইবে। এই গভীর রাত্রিকালে চারিদিকে কোলাহল উত্থিত করিয়া কুমারীর কলঙ্ক আনয়ন করাও বুদ্ধির কার্য্য নহে।

এই সকল বিবেচনা করিয়া অভিরাম মাতৃদেবীকে স্মরণ করিয়া মনে মনে বলিলেন,—

মা, তুমি আমাকে ক্ষমা কর। কুমারীর মুখের দিকে চাইলে আমার অশ্রু সম্বরণ হয় না, আবার তোমার মুখের দিকে চাইলেও হৃদয় বিদীর্ণ হয়, আমি কর্ত্তব্য-বিমূঢ় হয়েছি। এখন বুঝলাম, মানব-সন্তান ও পক্ষীশাবক উভয়ই সমান। পক্ষী-শাবক পাখা উঠলেই পলায়ন করে, মাতৃক্রোড়ে আর ক'দিন থাকে? মা, প্রত্যূষে উঠেই দেখবে, তোমার ক্রোড়ে পালিত পক্ষীশাবক তোমাকে ফাঁকি দিয়ে উড়ে গিয়েছে? হায় আমরা কি নির্ব্বোধ! কে কা'কে বেঁধে রাখতে পারে? এই রূপ ভাবিতে

ভাবিতে অভিরাম ঝর্ঝর করিয়া নয়ন-বারি বর্ষণ করিতে লাগিলেন, এবং কাহাকেও কিছু না বলিয়া নীরবে আপন শয়ন-কক্ষে গিয়া প্রবেশ করিলেন।

এ দিকে সুধাংশু অভিরামের হস্ত হইতে দৈব কর্ত্তৃক মুক্ত হইয়া গঙ্গার ধারে উপস্থিত হইলেন, ও মাঝিকে ডাকিয়া বলিলেন—বিশু তুমি এত রাত্রি পর্য্যন্ত কোথায় ছিলে?

মাঝি।—মহাতীর্থ মশাই সিংহগ্রামে গেলেন। তাঁকে পারে নিয়ে গিয়ে তখনই ফিরে এসে ঘাটে থাকব,এই কথা ছিল। কিন্তু কি করব? জিনিষ পত্র তুলে দিতে দিতে বড় বিলম্ব হয়ে গেল। তাঁর ভাই সঙ্গে গিয়ে ছিলেন, তিনি আমাকে কিছুতেই ছাড়লেন না। তিনি এই নৌকায় ফিরে আসবেন বল্যেন, আমি কি করব, বলুন?

তখন সুধাংশু নৌকার উপরে আরোহণ করিলেন এবং দেখিলেন, অমরেন্দ্র-নাথ কুমারীকে সঙ্গে লইয়া আসিয়া নৌকাতে বসিয়া আছেন। সুধাংশু আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বলিলেন, দাদা এসেছ? এতক্ষণ তোমরা কোথায় ছিলে? আমি এসে যখন তোমাদের দেখা পেলাম না, তখন বুঝলাম, সব গোলমাল হয়েছে। নিরাশ হয়ে এ-দিকে ও-দিকে দেখতে লাগলাম।

অনেক ক্ষণ পরে দেখি, মাঝি এল, কিন্তু নূতন বিপদ হল। দেখি, সেই নৌকায় অভিরাম দেব এসেছেন। তিনি আমাকে দেখেই এসে আমাকে ধরলেন, ধ'রে আমাকে বাড়ীতে নিয়ে গেলেন। বাড়ীতে গিয়ে যেমন তিনি আমাকে বহির্দ্বারে রেখে অন্দর-দ্বার দিয়ে প্রবেশ করতে গিয়েছেন, অমনি আমি গঙ্গার

দিকে ছুটলাম, একবারে ঘাটে এসে উপস্থিত হ'লাম। তোমরা এত ক্ষণ কোথায় ছিলে?

অমরেন্দ্র।—আমরা ঠিক সময়ে ঘাটে এসেছি, কিন্তু তোমাকেও পেলাম না, মাঝিকেও পেলাম না, তাই তীরে তীরে খুব দূরে গিয়ে বসে ছিলাম।

সুধাংশু।—যাহোক, ঈশ্বরের ইচ্ছায় যা হয় সেই ভাল, এখন শীঘ্র পারে যেতে হবে। বাড়ীতে সবাই জেগেছে, খুব সম্ভব, একটা ভয়ানক গোলমাল উপস্থিত হয়েছে, পশ্চাতে অনেক লোক ছুটবে, সন্দেহ নাই।

সুধাংশু দেখিলেন, অমরেন্দ্র-নাথের পশ্চাদ ভাগেই লজ্জাবতী লতার ন্যায় কুমারী অবগুণ্ঠনে মুখ-মণ্ডল আবরিত করিয়া বসিয়া আছেন। কুমারী মৃদু স্বরে অমরেন্দ্রকে বলিলেন—দাদা, ভয় হচ্ছে, কত দূর যেতে হবে?

অমরেন্দ্র।—কুমারি ভয় কি? এই এসেছি, পারে গিয়েই আমরা গাড়ী পাব, কোনও আশঙ্কা নাই। দাদা ও-পারে প্রহরী রেখে গিয়েছেন, তাতেই তাঁকে একটু আগে যেতে হয়েছে। কুমারি ভয়ের কারণ কি? আসবার সময় সেই বড় বাড়ীর উচ্চ প্রাচীরের গায়ে কি লেখা দেখেছিলে? তাই মনে কর। দেবী তোমার সঙ্গে আছেন। পশ্চাতে সিপাই-শান্ত্রী আসে আসুক, আমি আর সুধাংশু থাকতে কার সাধ্য তোমার নিকটে আসে? দেবীকে দর্শন করেই আমরা বা'র হয়েছি।

অমরেন্দ্রের আদেশ ক্রমে বিশুমাঝি ব্যস্ত হইয়া নৌকা ছাড়িয়া দিল। কুমারী শুনিতে পাইলেন, সেই অন্ধকারাবৃত

গঙ্গাগর্ভে অতি দূরে যেন কে বলিয়া উঠিল—মা ভৈঃ! মা ভৈঃ!

ব্রহ্মচারীণীর স্বর অনুমান করিয়া কুমারী জিজ্ঞাসা করিলেন, দাদা, ব্রহ্মচারিণী-দিদি কোথায়? অমরেন্দ্র বলিলেন, তা ত আর জানি না।

সেই অমানিশির নিবীড় অন্ধকার রাশি ভেদ করিয়া গঙ্গা-বক্ষে ক্ষুদ্র তরণী নাচিতে নাচিতে চলিল, সঙ্গে সঙ্গে তরুণ-তরুণীর হৃদয় ঈষৎ কম্পিত হইতে লাগিল! অমরেন্দ্র নাথ মৃদুস্বরে বলিলেন—বয়ম্ অজরামরাঃ!

শুধাংশুও বলিলেন—বয়ম্ অজরামরাঃ!

নৌকা পর পারে তীরে গিয়া উপস্থিত হইল। অমরেন্দ্র কুমারী ও সুধাংশু নৌকা হইতে অবতরণ করিলেন। অমরেন্দ্র বিশু মাঝিকে বলিলেন—মাঝি আমরা তোমার নৌকায় পারে এলাম, বাড়ীতে কাহারও নিকটে ব'ল না।

মাঝি।—আজ্ঞে কর্ত্তা-মশাই আমাকে সে কথা পূর্ব্বেই ব'লে দিয়েছেন।

তখন তাঁহারা তিন জন একত্রে উপরে উঠিলেন, ও গাড়ীতে উঠিবার জন্য দ্রুত গতিতে গমন করিলেন।



পঞ্চদশ কথা।

গঙ্গায় ঝাঁপ।

ব্রহ্মচারীণী সমস্ত কার্য্য শেষ করতঃ সকল দ্রব্য যথাস্থানে স্থাপন করিয়া দেবী-দালানে বসিয়া গভীর চিন্তায় মগ্ন হইয়াছেন। তিনি মনে মনে বলিতে লাগিলেন,—

আমি কি করলাম? প্রাতঃকালে উঠে দিদিমা যখন দেখবেন যে তাঁর প্রাণসমা কন্যা নাই, তখন তিনি নিশ্চয়ই গঙ্গায় ঝাঁপ দেবেন। আর আমার অদৃষ্টে যে কি হবে, তা ভগবানই জানেন। আমি ভিন্ন অন্যকেহ যে অন্তঃপুর হতে কুমারীকে বহির্গত করে দিতে পারে নাই, তা সহজেই সকলে বুঝতে পারবে। বিশেষ কুমারীর নিকট আজ বারংবার যাতায়াত করায় দিদিমায়ের একটু সন্দেহও হয়েছে, তাঁর একদৃষ্টে চেয়ে থাকা দেখেই আমি তা তখনি বুঝতে পেরেছি। কা'ল আমাকে অতিশয় অপমানিত হতে হবে, আর আজীবন কত লাঞ্ছনা কত গঞ্জনা যে সইতে হবে তার সীমা নাই। দিদিমা যদি গঙ্গায় ঝাঁপ দিতে যান, তবে আমি কি করব! আহা দিদিমা গঙ্গায় ঝাঁপ না দিয়ে, যদি আমি গঙ্গায় ঝাঁপ দিয়ে মরি, তবেই ভাল হয়। ব্রহ্মচারিণীর নয়ন যুগলে যুগল ধারা বহিতে লাগিল অবশেষে অশেষ দুর্ভাবনা ভাবিতে ভাবিতে উদ্বেলিত-মনপ্রাণা ব্রহ্মচারিণী সহসা উন্মত্তের ন্যায় হইয়া উঠিলেন। রাত্রি প্রায় তৃতীয় প্রহর হইয়াছে, তখন তিনি দীর্ঘশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক হঠাৎ উঠিয়া দেবিকে প্রণাম করিলেন, ও সদর দ্বার খুলিয়া যেন

জ্ঞান শূন্য হইয়া বিহ্বল ভাবে গঙ্গাভিমুখে ছুটিয়া চলিলেন। তিনি নিঃশব্দে গঙ্গার ধারে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন কেহ কোথাও নাই, একখানি নৌকা রহিয়াছে। তিনি নৌকা খানি হইতে একটু দূরে গিয়া জলের ধারে নামিলেন, এবং সেই স্থানে দাঁড়াইয়া মা, মা, বলিয়া ডাকিয়া উঠিলেন। মাঝি নৌকা হইতে সেই শব্দ শুনিতে পাইয়া সেই দিকে লক্ষ্য করিল। শেষ রজনীর অস্ফুট আলোকে সে দেখিল একটি স্ত্রীলোক দাঁড়াইয়া আছে। ব্রহ্মচারিণীকে সে জানিত, একটু অগ্রসর হইয়া দেখিল, ব্রহ্মচারিণী দাঁড়াইয়া আছেন। সে ফিরিয়া নৌকায় আসিল, আসিয়াই শুনিতে পাইল—পুনর্ব্বার মা মা শব্দ হইল ও ঝপ্ করিয়া সশব্দে গঙ্গা গর্ব্ভে কি নিপতিত হইল।

মাঝি শব্দ শুনিবা মাত্রেই চমকিত হইয়া উঠিয়া পুনর্ব্বার জলের দিকে দৃষ্টিপাত করিল, কিন্তু কোন দিকেই আর কিছু দেখিতে পাইল না। সে জলের ধারে গিয়া দেখিল, ব্রহ্মচারিণী নাই, তাঁহার একখানি গৈরিক বস্ত্র জাহ্নবীর ফেণিল নৈশ তরঙ্গে তাড়িত হইয়া তটের নিকটে উঠিতেছে আর ডুবিতেছে। মাঝি চমকিয়া উঠিল ও বস্ত্র খানি তুলিয়া লইল। সে বুঝিল, ব্রহ্মচারিণীই গঙ্গা গর্ভে ঝাঁপ দিয়াছেন, কিন্তু কেন যে তিনি ঝাঁপ দিলেন, তাহা সে ভাবিয়া স্থির করিতে পারিল না।

পরে সে সহসা দেখিতে পাইল, যেন ব্রহ্মচারিণীর বৃহদাকার এক প্রতিচ্ছায়া গঙ্গার উপরে অন্ধকারে ভ্রমণ করিতেছে। তাহা দেখিয়াই সে "রাম! রাম!" বলিতে বলিতে চক্ষু মুদিত করিল এবং নৌকার মধ্যে আসিয়া আপাদ মস্তক কন্থা চাপা দিয়া পড়িয়া রহিল। সে প্রত্যুষে উঠিয়া ব্রহ্মচারিণীকে কোথাও

আর দেখিতে পাইল না। মাঝি জলের উপরে ব্রহ্মচারিণীর যে প্রেত-মূর্ত্তী দেখিয়া ছিল,তাহাতেই তাহার অন্তর কাঁপিতে লাগিল।

ক্রমে ত্রিদিব-দুহিতা, কুসুম-কোমলা উষাদেবী আকাশ মণ্ডলে আসিয়া, কমল-করে স্বর্গের সুবর্ণ দ্বার উদ্‌ঘাটন করিলেন। কল্পনা-দেবী যেমন চিত্তপটে চিন্তা-মালার অসংখ্য অলীক চিত্র অঙ্কিত করেন, সেইরূপ উষাদেবী গগন-পটে মেঘমালার কত যে সুন্দর সুন্দর স্বর্ণ-ছবি অঙ্কিত করিতে লাগিলেন, তাহার সংখ্যা নাই। শারদ নির্ম্মল নভোমণ্ডল সন্নিভ শ্যাম-কান্তি প্রান্তর শিশির-নিকরে সিক্ত হইয়া আছে। সুশ্যামল ঘন পত্র শোভিত তরুরাজি, আগুলফ কুসুমাকীর্ণা বন-বালা সাদৃশ, কণ্ঠালিঙ্গন-কারিণী পুষ্পময়ী হরিৎ লতিকাকে সারা-নিশি বক্ষে ধারণ করিয়া আছে, এক্ষণে উভয়ে প্রেম-বিগলিত চিত্তে ঝর্ঝরে শিশিরাশ্রু বর্ষণ করিতে লাগিল। কূজন-কারী বিহঙ্গ গণ এই সময়ে কল-কল শব্দে দিঙ্মণ্ডল ধ্বনিত করিয়া বন মধ্য হইতে দলে দলে বহির্গত হইতে আরম্ভ করিল। প্রান্তরস্থ সরো-বরের জল থৈ থৈ করিতেছে, পল্লী-প্রান্তে নৃত্যকারী রাখালের দল হৈ হৈ করিতেছে। প্রাভাতিক শীতল বায়ু ফুলদল-পল্লব রাজিকে কম্পিত করিয়া পল্লী প্রান্তর স্নিগ্ধ করিতেছে।

জ্ঞানোদয় হইলে জীব-কণিকা সকল যেমন পরমাত্মায় বিলীন হয়, সেইরূপ সূর্য্যোদয়ে তুষার-মিহিকা সকল নীলাকাশে নিলীন হইল। স্বর্ণ-ছটায় ভূমণ্ডল উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল!

আদিত্য-রথ ধীরে ধীরে জগতের দৃষ্টিপথে উদিত হইলে সৌরী প্রভা দর্শনে কমল-গর্ভা হাস্যমুখী সরসী সেই কবি-চিত্তহারী রবি-ছবি বক্ষে ধারণ করিলেন, ও ঈষৎ তরঙ্গ-রঙ্গে

নৃত্য করিতে আরম্ভ করিলেন। পবন-ভর-বিলোল উৎপল-দল সঙ্গে সঙ্গে নাচিতে লাগিল। দেবী বসুমতী অরুণ-কিরণে প্রাতঃ-স্নাতা হইয়া পবিত্র মূর্ত্তি ধারণ করিলেন। অমরী 'সুখ-বাসনা' ও অমৃত-উৎস 'ভালবাসা' মানব-মনে নূতন করিয়া আবার স্ফূর্ত্তি পাইতে লাগিল।

দেবী বসুন্ধরার প্রাতঃকৃত্য সমাপন হইয়া গেলে তখন বিমলা দেবী গাত্রোত্থান করিয়া তদীয় মমতার পুত্তলি কুমারীর কক্ষে প্রবেশ করিলেন।

তিনি গিয়া দেখিলেন, সে কক্ষে কুমারী নাই। ক্রমে তিনি চারিদিকে অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন, কোথাও কুমারীকে পাইলেন না। সুধাংশু আসিয়াছিল—এই সংবাদ অভিরামের নিকট শুনিয়া অবধি তিনি সতত-শঙ্কিত ছিলেন, এক্ষণে বিপদ উপস্থিত জানিয়া কপালে করাঘাত করিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। তাঁহার নয়ন যুগলে স্নেহের নির্ঝরিণী ঝর্ঝরে ঝরিতে লাগিল। বাড়ীর সমস্ত লোক 'কুমারী কুমারী' বলিয়া ক্রন্দনের রোলে চতুর্দ্দিক প্রতিধ্বনিত করিল। অভিরাম-দেব আসিয়া অবাক হইয়া দাঁড়াইয়া আছেন; বিমলা-দেবী বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বলিলেন—অভি, আর কি দেখছ? কুমারী আমাদের ফাঁকি দিয়েছে। এ সব তোমার দাদার কাণ্ড? মেয়ে আমার তাঁর সঙ্গেই গিয়েছে, তার ভুল নেই, সিংহগ্রামে যাওয়া একটা ছল মাত্র। বীরসিংহ যা যা বলেছেন, সব ঠিক কথা, আমি আগে অত টা বুঝতে পারি নাই। অভি, আগে গিয়ে ব্রহ্মচারিণীর আশ্রমে অনুসন্ধান কর, সেখানে সে কি বলে, শুনে এসে শীঘ্র আমাকে বল।

অভিরাম, মাতৃ আদেশে ব্যস্ত হইয়া পর্ণাশ্রমে গিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি দেখিলেন—পর্ণাশ্রমের দ্বার রুদ্ধ, ব্রহ্মচারিণী বহির্দ্বারে তালা বন্ধ করিয়া কোথায় চলিয়া গিয়াছেন।

এইরূপ দেখিয়া অভিরাম মাতৃ সন্নিধানে আসিয়া সমস্ত কথা বলিলেন।

বিমলা দেবী বলিলেন—আমি সব বুঝতে পেরেছি। এখন শীঘ্র এক কাজ কর, কাশীর পথে ঝিনিয়া ষ্টেশনের কাছেই বীরসিংহ সেনা-সামন্ত নিয়ে তাঁর জমীদারী শাসনের জন্য গিয়েছেন, তাঁকে টেলিগ্রাফ্ কর। আমাকে সেখানে যাবার জন্য এখনই রওনা হতে হবে। আমি সেখানে পৌঁছিয়ে তাঁর সেনা-সামন্ত সঙ্গে নিয়ে, তাঁর সাহায্যে কুমারীকে যেখানে গিয়ে পাই, সেখানে আটক করব; আমার প্রাণ থাকতে আমি বিবাহ হ'তে দেব না। যত দিন আমি আমার কুমারীকে না পাই তত দিন অন্ন জল ত্যাগ করলাম। আহা বাছার আমার কি দোষ? সে কি জানে?

আমি এখনি যাত্রা করব, আমার সঙ্গে দশ জন কর্ম্মচারী যাবেন, আর এক শত সিপাই যাবে, তুমি সকলকে প্রস্তুত হতে বল। আমার যাবার সমস্ত আয়োজন করে দেও। তোমার যাওয়া হবে না, তুমি গেলে বাড়ীর বিষয়-কর্ম্ম সব বিশৃঙ্খল হবে। তুমি বাড়ী রক্ষা কর।

অভিরাম চক্ষের জলে ভাসিতে ভাসিতে বলিলেন—

মা, তোমার আজ্ঞা আমি এখনি পালন করব, তোমার সে জন্য চিন্তা নাই। তুমি স্থির হও, এই আমি চল্যাম।

অভিরাম বহির্ভাগে গমন করিলেন। বিমলা দেবী রোদন করিতে করিতে যাত্রার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন।

সেই দিবসেই অপরাহ্নে তিনি লোক-জন সমভিব্যাহারে ঝিনিয়াতে যাত্রা করিলেন। তাঁহার গমনের পরে সর্ব্বত্র প্রকাশ পাইল যে, ব্রহ্মচারিণী পর্ণাশ্রম হইতে প্রস্থান করিযাছেন অনেকেই অনুমান করিল—অমরেন্দ্র-নাথ ও কুমারীর সঙ্গেই ব্রহ্মচারিণী চলিয়া গিয়াছেন।

সন্ধ্যার প্রাক্কালে অভিরাম-দেব গঙ্গার ঘাটে ভ্রমণ করিতে গিয়া শুনিলেন, বিশু মাঝি বলিল—

বাবু, গোপনে একটা কথা বলি, শুনুন, কেউ যেন শোনে না।

অভিরাম।—কি মাঝি, কি বল? ভাল ত?

বিশু মাঝি তাঁহার নিকটস্থ হইয়া চুপে চুপে বলিল,—

বাবু, চুপ চুপ! ভাল বড় নয়! সেই ত অধিক রাত্রে এলাম, এসে ঘুমে অজ্ঞান হয়ে পল্যাম। অনেক ক্ষণ পরে একবার উঠে দেখি, সব নৌকা চলে গিয়েছে, আমি একা আছি। তখন দেখি, আপনাদের ব্রহ্মচারিণী গঙ্গার ধারে দাঁড়িয়ে আছেন। বাবু শেষে যা দেখলাম তা আর বলব কি? একা একা ভয়ে কেঁপে মরি! ব্রহ্মচারিণী রাত্রে গঙ্গায় ঝাঁপ দিয়ে মরেছেন! আমি এই স্বচক্ষে দেখেছি! বাবু এর কারণ কি? আমি ত ভেবে চিন্তে কিছুই বুঝতে পারলাম না? দেখে আবাক্ হয়েছি? কিন্তু বাবু দেখবেন, এ কথা আমি বল্যাম—এ যেন প্রকাশ না হয়, শেষে একটা হাঙ্গামায় না পড়ে যাই! এই তাঁর কাপড় খানি ভেসে যাচ্ছিল, ধরে রেখেছি, নিয়ে যান।

মাঝি ব্রহ্মচারিণীর গৈরিক বস্ত্রখানি অভিরাম দেবের হস্তে অর্পণ করিল।

অভিরাম দেব বিশুর নিকটে আনুপূর্ব্বিক সমস্ত কথা শ্রবণ করিলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—বিশু, তুমি কি তাঁকে দেখেছিলে?

বিশু।—বাবু, আগেও দেখেছি, শেষেও দেখেছি।

অভিরাম।—শেষে কি দেখেছ?

বিশু।—বাবু বলব কি? "ঝপ্" করে একটা প্রকাণ্ড শব্দ হল, তখন একটু এগিয়ে গেলাম। গিয়ে আর ব্রহ্মচারিণীকে দেখতে পেলাম না। কূলে গিয়ে দেখলাম, কাপড় খানি ভাসচে। বাবু কাপড় খানি যেই হাতে করেছি, অমনি দেখি, ব্রহ্মচারিণী জলের উপর হেঁটে বেড়াচ্চেন, আর গান গাচ্চেন। বাপ রে! লম্বা লম্বা হাত! লম্বা লম্বা পা, তাল গাছের মত!

অভিরাম দেব মাঝির নিকট এইরূপ শুনিয়া ও ব্রহ্মচারিণীর সেই গৈরিক বস্ত্রখানি দেখিয়া একবারে বিস্ময়-সাগরে মগ্ন হইলেন। তিনি অবাক্ হইয়া মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, ব্রহ্মচারিণী এই মন্ত্রণার মধ্যে ছিল। কুমারীকে বহির্গত ক'রে দিয়ে শেষে যার-পর-নাই অপদস্থ ও বিপদ-গ্রস্ত হইবে, এই ভেবেই সে গঙ্গায় ঝাঁপ দিয়েছে। বুঝি সে প্রতিজ্ঞা করেছিল—তার প্রাণ দিয়েও সে কুমারীর এই বিবাহ সম্পন্ন করবে।

অভিরাম ভাবিতে ভাবিতে গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন।



ষোড়শ কথা।

দেবী-দাস।

কাশী যাইবার পথে, পাটনার পরে কিঞ্চিৎ দূরে ঝিনিয়া ষ্টেশন। ঝিনিয়াতে বাজার আছে, পুষ্করণী আছে, ও অনেক লোকের বসতি আছে।

এই স্থান রাজা বীর-সিংহের জমীদারী। এখানে তাঁহার একটি কাছারি-বাড়ী ও তাহার এক খণ্ডে একটি অন্দর-বাড়ী এবং পৃথক আর একটি অন্দর মহল আছে। এতদ্ভিন্ন একটি গোলা-বাড়ী ও একটি বৃহৎ দীর্ঘিকা বহু কাল হইতে তথায় বর্ত্তমান রহিয়াছে। রাজা ঝিনিয়াতে আসিয়া কাছারি-বাড়ীতে অবস্থিতি করিতেছেন। তাঁহার অনেক দাস দাসী, ভৃত্য গিরিধারী ও উল্লাসিনী সঙ্গে আসিয়াছে।

পুরাতন দীর্ঘিকার চতুঃপার্শ্বস্থ শাল-শেগুন, তাল-তমাল, আম-জাম প্রভৃতি নানাবিধ বৃক্ষশ্রেণীর আশ্রয়ে শত শত সিপাহী ও রক্ষীদল শিবির স্থাপন করিয়া আছে। প্রধান সর্দ্দার ব্রহ্মদেব পাঁড়ে সর্ব্বদা তাহাদের তত্ত্বাবধান করিতেছেন। সিপাহী গণের অস্ত্র-শস্ত্র ও পরিচ্ছদ বৃক্ষ-শাখায় দুলিতেছে, আর রবি-করে ঝক্‌মক্ করিতেছে!

দীর্ঘিকার অনতিদূরে, গোলাবাড়ীর নিকটেই মন্ত্রীবর ভীম-পালের বাসা-বাটী। সেখানে মন্ত্রীবর অবস্থিতি করেন; পাচক ব্রাহ্মণ দেবীদাস পাঁড়ে ও একটি ভৃত্য তাঁহার বাসাতে নিযুক্ত আছে।

দেবীদাস শ্যাম বর্ণ সুপুরুষ। মুখ-শ্রী পণ্ডিতের ন্যায়। তাহার চক্ষু উজ্জ্বল, ও মুখমণ্ডল সৌভাগ্য-সূচক; মস্তকে বিংশ হস্ত পরিমিত কাপড়ের পাগড়ী, অঙ্গে তুলাপূর্ণ আঙ্গরাখা, একখানি দীর্ঘ যষ্টি সর্ব্বদাই তাহার হস্তে দেখিতে পাওয়া যায়।

রাত্রিশেষে নক্ষত্র দর্শন করিয়া সে স্নান করে, পরে সন্ধ্যা-বন্দনা, পূজাপাঠ শেষ করিয়া, চন্দন-পঙ্কে ললাট-পট সুশোভিত করে। সে প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিয়া পাকের কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়! বহুদিন সে বাঙ্গালায় ছিল, এই হেতু বাঙ্গালা শিক্ষা করিয়াছে ও বাঙ্গালী গৃহস্থের বাড়ীতে থাকিয়া অতি সুমিষ্ট ব্যঞ্জনাদি পাক করিতে শিখিয়াছে। তাহার রন্ধন-ব্যঞ্জনাদি ভোজন করিয়া মন্ত্রী মহাশয় অনেক সময় বলেন,—ঠাকুর, এমন মিষ্ট ব্যঞ্জন ত কখনো খাই নাই।

দেবীদাস আহারাদি সমাপন করিয়া, তুলসী-দাসের রামায়ণ ও দোহাবলী কক্ষতলে লইয়া, দীর্ঘ যষ্টি হস্তে করিয়া দীর্ঘিকার ধারে প্রধান সর্দ্দার ব্রহ্মদেব পাঁড়ের নিকটে যায়। দুই পাঁড়েতে বড়ই ভাব। দেবীদাস রামায়ণ পাঠ করে, ও ব্যাখ্যা করে, এই হেতু সিপাহী সর্দ্দার গণ সকলে তাহার চতুর্দ্দিক বেষ্টন করিয়া বসে ও কেহ মহারাজ, কেহ পণ্ডিতজী, ইত্যাদি সম্বোধনে তাহাকে সমাদর করে। সকলেই যেন দেবীদাসের গোলাম। ব্রহ্মদেব দেবীদাসের নিকটে যেন বিনা-মূল্যে বিক্রীত।

রাজার পুরাতন ভৃত্য গিরিধারী দেবীদাসকে অনুসন্ধান করিয়া লইয়া আসিয়াছিল। পাচক ব্রাহ্মণ না থাকায় মন্ত্রীবরের বড় কষ্ট হইতেছিল; গিরিধারী দেবীদাসকে আনিয়া উপস্থিত

করিলে তিনি দেখিলেন,—লোকটা বেশ শ্লোক শাস্ত্র বলে। তিনি জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন যে, তাহার কেহ কোথাও নাই, সে রোগে শোকে পাগলের ন্যায় হইয়া পথে পথে বেড়াইতেছে; আহারের সংস্থান নাই, তাই পাচকের কার্য্য করিতে বাধ্য হইয়াছে। লোকটা সময় সময় বেশ বুদ্ধির পরিচয় দেয়, আবার সময় সময় বিহ্বল হয়, একটু পাগলা-ভাব দেখা যায়। সে বলে, সে পূর্ব্বে সৈন্যদলে কাজ করিত, অনেক যুদ্ধও করিয়াছে।

মন্ত্রীবর, তাহার যুদ্ধ বিদ্যার একটু পরিচয় পাইয়া, তাঁহাদের লড়াই দাঙ্গা করিবার জন্য তাহাকে আদর করিয়া রাখিয়াছেন, অধিকন্তু তাহার দ্বারা পাচকের কার্য্য করাইয়া লন। দেবীদাসের সুরন্ধন ভোজন করিয়া মন্ত্রীবর তাহার সকল পাগলামী ও দোষ ভুলিয়া যান।

রাজা বীর-সিংহের কাছারি-বাড়ী দুই খণ্ডে বিভক্ত, অন্তর্ভাগে দাসী গণ থাকে, আর রন্ধনাদি কর্ম্ম সম্পন্ন হয়। বহির্বাটিতে ভৃত্যগণ থাকে, কাছারি হয় ও সর্ব্বদা লোক-জনের সমাগম হইয়া থাকে।

এই অন্তর্ভাগ ও বহির্ভাগের মধ্যস্থলে রাজার বৈঠকখানা, ভোজনাগার, বিশ্রামঘর ও শয়ন-ঘর আছে। বৈঠকখানা ও ভোজনাগারের তত্ত্বাবধানের ভার বিশ্বাসী ভৃত্য গিরিধারীর উপর ন্যস্ত আছে; উল্লাসিনী বিশ্রাম-ঘর ও শয়ন-ঘরের তত্ত্বাবধান করে। গিরিধারী ও উল্লাসিনীর আদেশে অন্যান্য দাস-দাসী গণ সকল কার্য্য সম্পাদন করিয়া থাকে।

রত্নপুর হইতে বিমলা দেবী ঝিনিয়াতে আসিয়াছেন; তাঁহাকে পৃথক অন্দর-মহল ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। যাঁহারা

তাঁহার সঙ্গে আসিয়াছেন তাঁহাদিগকে পৃথক বাসা দেওয়া হইয়াছে। বিমলা দেবীর অবস্থানের সমস্ত বন্দোবস্তই স্বতন্ত্র। তাঁহার দাস দাসীই তাঁহার সকল কার্য্য সম্পন্ন করে।

মন্ত্রীবর ভীমপাল বিমলা-দেবীকে যথোচিত মান্য করেন। তিনি সময়ে সময়ে অন্দর-মহলে যান এবং বস্ত্রাবরণের অন্তরাল হইতে তাঁহাকে রাজার অভিপ্রায় জ্ঞাপন করেন ও নানা পরামর্শ প্রদান করেন; পরে তদীয় অভিপ্রায় অবগত হইয়া রাজ সমীপে আসিয়া প্রকাশ করেন।

বিমলা-দেবী ধর্ম্মপরায়ণা, নিষ্ঠাবতী নারী, এই জন্য স্বপাক-ভোজন করিয়া থাকেন। মন্ত্রীবরের নূতন পাচক-ব্রাহ্মণ দেবীদাস পাঁড়ে বড় নিষ্ঠাবান, তাই বিমলা-দেবী তাহাকে একটু আদর করেন। তাঁহার রন্ধনের জল ও পানীয় জল দেবীদাসই আনয়ন করিয়া দিয়া যায়। তিনি অপরের আনীত জল গ্রহণ করেন না।

অদ্য বৈকালে রাজা কাছারি-বাড়ীতে ছিলেন, সেই স্থান হইতে গাত্রোত্থান করিয়া মন্ত্রীবরকে সঙ্গে লইয়া বিশ্রাম গৃহে আসিলেন। তিনি একখানি চৌকিতে উপবেশন করিয়া মন্ত্রীকে বলিলেন,—মন্ত্রী, দেবী কি বল্যেন?

মন্ত্রী।—হুজুর, তিনি এখানে আসা অবধি কেবল কন্যার জন্য রোদন করচেন। আমাকে বল্যেন—"তারা নিশ্চয়ই এই পথে যাবে, কি গিয়েছে, আপনি সংবাদ নেবেন, যদি গিয়ে থাকে জানা যায়, তবে আর বিলম্ব না ক'রে কাশী যাত্রা করাই ভাল। সেখানে গিয়ে প্রণবাশ্রম অবরোধ করলেই কার্য্য সিদ্ধি হবে। তারা যে প্রণবাশ্রমে যাবে, তা তিনি জানেন।

রাজা।—তারা গেল কি না, তা জানবারই বা উপায় কি?

মন্ত্রী।—দেখি, সেটা অনুসন্ধান করি।

রাজা।—আচ্ছা, সেইটি শীঘ্র জান।

তখন উল্লাসিনী আসিয়া গৃহে প্রবেশ করিল। কুসুম-স্তবক-স্তনী উল্লাসিনী বাসন্তি-বস্ত্র পরিধান করিয়াছে। সে নূতন চন্দ্রহার পাইয়াছে, তাই আহ্লাদের সীমা নাই!

রাজা বলিলেন—উল্লাস, এতক্ষণ কি করছিলে?

উল্লাস।—করছিলাম আমার কাজ! মন্ত্রী মশায়ের একটা নূতন বামন-ঠাকুর এসেছে. সে যে কি রকম লোক, তা আর বলা যায় না! গিরিধারীর কাছে সে এসে বসে, কত ভাল ভাল কথা বলে, খুব শ্লোক শাস্ত্র জানে! আবার মাঝে মাঝে এমনি মজার মজার কথা বলে যে, শুনে হাস্‌তে হাস্‌তে পেট ব্যথা হয়। তার কাছেই বসে ছিলাম।

রাজা।—মন্ত্রী, লোকটা কি রকম বল দেখি?

উল্লাস।—হুজুর সে বড় সাধু, গৈরিক বস্ত্র পরে, মাচ মাংস খায় না, প্রাতঃস্নান ক'রে ঠাকুর পূজা করতে বসে, সে খুব ভাল লোক।

মন্ত্রী।—লোকটা সাধুর বেশধারী, বেটার মনে মনে বদমায়েসী আছে, কেবল বাইরে ফোঁটা কেটে লাল কাপড় পোরে বেড়ায়, দেখায় যে আমি বড় সাধু!

রাজা।—ও আমি অনেক দেখেছি। তবে গেরুয়াধারী মাত্রেই বদমায়েস নয়। ঐ লাল কাপড় পরা ভাল লোকও আছে।

মন্ত্রী।—হুজুর, এখন বেশ্যারাও ঐ লাল কাপড় পরে, ও সব

বজ্জাতির চিহ্ন। তবে এ লোকটা রাঁধে খুব উত্তম, আবার শুনলাম সে আগে অনেক দিন সিপাইয়ের দলে কাজ করেছে, তাতেই লোকটাকে হাতে রেখেছি, আমাদের অনেক কাজে লাগবে।

রাজা।—বেশ, বেশ! তবে আমি ওকে সঙ্গে ক'রে বাড়ী নিয়ে যাব।

উল্লাস।—তা বেশ হবে।

মন্ত্রী।—হুজুর, আমি তা আগেই ভেবে রেখেছি। তবে এখন আমি আসি।

এই বলিয়া মন্ত্রী প্রণাম করিয়া বিদায় হইলেন।

ঝিনিয়াতে বানরের বড় উপদ্রব। অনেক সময় বানরে গৃহ হইতে খাদ্য দ্রব্য লইয়া পলায়ন করে। ঝিনিয়াতে আসিবার পরে রাজা বীরসিংহের অন্দর-বাটীতে ভাণ্ডার-গৃহে একটি বানরী প্রবেশ করে। তাহার বক্ষঃস্থলে তাহার একটি শিশু-সন্তান ঝুলিতে ছিল। বানরী ভাণ্ডার গৃহের অনেক দ্রব্য নষ্ট করিয়াছে ও সুপক্ক রম্ভা পাইয়া আনন্দে বসিয়া ভক্ষণ করিতেছে, এমন সময়ে একটি দাসী তাহা দেখিতে পাইয়া ভৃত্যগণকে সংবাদ দেয়। "বানর! বানর!" বলিয়া কোলাহল উত্থিত হইলে, রাজা তাহা শুনিতে পাইয়া সেই স্থানে গিয়া উপস্থিত হন, এবং বানরীকে দূর করিবার জন্য আদেশ প্রদান করেন। ভৃত্য গণ নানাবিধ উৎপীড়নের পরে সুতীক্ষ্ণ বর্ষার আঘাতে বানরীর বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ করিয়া তাহার প্রাণ সংহার করে। তখন অসহায় বানর-শিশুটি হতাশ হইয়া লোকের পীড়নে লম্ফঝম্প করিতে করিতে একান্ত শ্রান্ত হইয়া তাহাদের

হস্তে আত্ম সমর্পণ করিয়াছিল। বানর-শিশু দেখিয়া রাজার অতিশয় দয়া হয়। তিনি তাহাকে একটি লৌহ-শলাকাময় পিঞ্জরে আবদ্ধ করিয়া আপন বিশ্রাম-গৃহের সম্মুখে রাখিয়া দেন, ও সর্ব্বদা তাহাকে আহার প্রদান ও তাহার সহিত ক্রীড় কৌতুক করিতেন। তিনি তাহার নাম রাখিয়াছিলেন "রূপচাঁদ"। বিবিধ মিষ্টান্ন, রসাল ফল ও সুপক্ক কদলী প্রাপ্ত হইয়া রূপচাঁদ অনতিবিলম্বে রাজার একান্ত বাধ্য হইয়া উঠে। রাজা তাহার পরিধাণে এক খণ্ড উৎকৃষ্ট লাল বস্ত্র বাঁধিয়া দিয়া অঙ্গে একটি সবুজ সাটিনের কুর্ত্তা পরাইয়া দেন, এবং মস্তকে একটি জরীর টুপী লাগাইয়া দিয়া তাহাকে সুন্দর রৌপ্য শৃঙ্খলে বদ্ধ করিয়া রাখেন। তিনি আদর করিয়া তাহাকে রূপীবাবু বলিয়া সম্বোধন করেন। রূপীবাবু কখনও রাজার ক্রোড়ে বসিয়া অপূর্ব্ব হাস্য রসের উদ্দীপন করে, কখনও হস্তে আরোহণ করিয়া বীর-রসের রঙ্গ করে, কখনও বা অবাধ্যতার জন্য রাজার চপেটাঘাত সহ্য করিয়া করুণ-রসের অভিনয় করিতে থাকে। রাজা বিশ্রামান্তে রূপচাঁদকে লইয়া একটু ক্রীড়া-কৌতুক সম্ভোগ করিয়া থাকেন।

অদ্যও তিনি বিশ্রামান্তে রূপীবাবুকে লইয়া একটু ক্রীড়া করার পরে উল্লাসিনীকে বলিলেন—উল্লাস, আমাকে পান দেও, আমি একবার হাওয়া খেয়ে আসি। উল্লাস অমনি পানের বাটা সম্মুখে ধরিল। রাজা একটি মাত্র মস্‌লাদার পানের খিলি গ্রহণ করিয়া বায়ু সেবনে বহির্গত হইলেন।

উল্লাসিনীও সেই মুহূর্ত্তে ছুটিয়া গিয়া মন্ত্রীবরের পাকশালায় প্রবেশ করিল।

উল্লাসিনী দেবীদাসকে দেখিয়াই বলিল,—মহারাজ, আবার এলাম। তোমার কথা ভুলতে পারলাম না।

দেবীদাস বলিল—আমার কথা কি তোমার এত ভাল লাগে ?

উল্লাস—আহা, এমন কথা কখনো শুনি নাই! ঠাকুর-দেবতার কথা শুনতে আমি বড় ভালবাসি! আমার এক মাসী ছিল, সেই আমায় মানুষ করে; সে আমায় শক্তি ব'লে ডাকৃত। সে অনেক তীর্থ ধর্ম্ম করেছিল, সন্ধ্যাকালে রোজ বলৃত—শক্তি, আয় মহাভারত শুনবি। সে আমাকে অনেক ঠাকুর-দেবতার কথা বলত, আমি হা করে বসে শুনতাম। মাসী মরে যাওয়া অবধি আমার কপাল পুড়ল! ঠাকুর, আমার ইচ্ছা হয়, কাশী-বৃন্দাবন গিয়ে থাকি। আমার এক জ্যেঠাইমা বৃন্দাবনে আছেন। কেবল সঙ্গী পাই না ব'লেই যেতে পারি না; আমার আর এ সব ভাল লাগে না!

ঠাকুর।—শক্তি, এ সংসারে কেউ কারো নয়, কে কদিন থাকৃতে এসেছে? আজ যে আদর করচে, কাল সে কোথায় যাবে, আমি বা কোথায় যাব? ভগবানের নামই সার! শক্তি, কাশী যাও, বিশ্বনাথ দর্শন ক'রে, পরে বৃন্দাবনে চলে যাও। যেখানে ইচ্ছা যাও, দর্শন কর, প্রাণ ভ'রে দেবতার সেবা কর, এই ত কাজ! মানুষের মন যোগালে কি ফল হবে?

উল্লাস।—মহারাজ, তুমি আমায় সঙ্গে নিয়ে যাবে? তাহলে আমি বৃন্দাবনে যাই, আর এ সব ভাল লাগে না! কেবল মন যোগান, সত্যি বলেছ, আর পেরে উঠি না। মন যোগাতে যোগাতে আমার হাড় মাটি হ'ল!

উল্লাসিনীর মুখ-পূর্ণ তাম্বুলের রক্তরাগ ক্রমে অধর প্রান্তে ফুটিয়া উঠিতেছে দেখিয়া ঠাকুর বলিল—শক্তি, এত অধিক পান খাও কেন? ওটা ভাল নয়।

উল্লাস।—ঠাকুর, পান সাজতে সাজতে জান বেরুল। দিন রাত পান সাজা, তাই খেতে খেতে অভ্যাস হয়ে পড়েছে! আর এখন ছাড়তে পারিনে। রাজা ত প্রায় খান না, তিনি ও-সব এখন ছেড়ে দিচ্চেন, যত বাবুরা আসেন, তাঁরাই দিবানিশি পান চিবুচ্চেন, তার পরে আবার পাল-মশায় তার উপর! আর ত কত জন আছেন, আসচেন আর পান চিবুচ্চেন, তার স্থির নেই, দিবারাত্রি সমান চলেছে!

ঠাকুর।—এত পান খাওয়াটা ছাড়তে পারবে না? শাস্ত্রে আছে—দুই একটি পান খেলে মুখশুদ্ধিও হয়, উপকারও হয়। দিবারাত্রি পান চিবায় কারা, জান?

উল্লাস।—কারা বল দেখি, ঠাকুর?

ঠাকুর।—পূর্ব্ব জন্মে যারা পত্রভোজী ছিল, সর্ব্বদাই কেবল বৃক্ষ-লতার পত্র ভোজন ক'রে বেড়াত, তারাই এ জন্মে, বহু পুণ্যে মনুষ্য-জন্ম পেলেও, সেই পত্রভোজী-স্বভাবটা ছাড়তে পারে নাই। তাই সর্ব্বদাই ঐ পানপত্র চর্ব্বণ ক'রে সেই প্রবৃত্তিটা পরিতৃপ্ত করে।

উল্লাস।—ও ঠাকুর! আর আমি সর্ব্বদা পান খেয়ে বেড়াব না। এই তোমার পায়ে হাত দিয়ে বলচি—ও কুস্বভাব এবার আমি ত্যাগ করব!

ঠাকুর।—শক্তি, মসলা আর আমলকী খেও। পান খেয়ে মুখটা লাল ক'রে বেড়ান. ভাল নয়। পান দু-একটিই উপকারী।

দেখ শক্তি, তুমি সময় সময় আমার কাছে এস. তোমাকে ভাগবত শুনাব, তারপরে কাশীধাম হয়ে শ্রীবৃন্দাবন-ধামে লয়ে যাব।

উল্লাস।—মহারাজ, সেই ভাল। এখন এ কথা কাকেও ব'ল না, তা হলে সব নষ্ট হবে।

ঠাকুর।—না, না, না, যে যেমন লোক তার কাছে তেমন বলতে হয়। সকলে কি সকল কথা বুঝতে পারে? তুমি যদি ভগবানের পথে দাঁড়াও, আমি তোমাকে বৃন্দাবন, পুষ্কর, হরিদ্বার, বদরিকাশ্রম, কুরুক্ষেত্র দেখায়ে এনে শেষে পুরিধাম, দ্বারিকাধাম সব দর্শন করাব।

উল্লাস।—আচ্ছা মহারাজ, এই কথা রইল। খুব সাবধান, এ কথা যেন প্রকাশ না হয়।

মহারাজ, আর একটি কথা বলি—তুমি গেরুয়া-বস্ত্র ধারণ কর কেন? মন্ত্রী বলেন, ঐ লাল কাপড় দেখলেই আমি চটে যাই; তিনি বলেন, যত বেটা বদমায়েস তারাই ঐ লাল কাপড় পোরে সাধু সেজে বেড়ায়! ঠাকুর, তুমি কেন ঐ লাল কাপড় পর, ও ছেড়ে দেও না কেন?

ঠাকুর।—শক্তি, তোমার ঐ পা'লের কথায় আমি কি লাল কাপড় ছাড়তে পারি? তা পারি না। আমি নাম লিখে নিয়েছি!

উল্লাস।—নাম লিখে নিয়েছ? সে কি কথা ঠাকুর?

ঠাকুর।—শক্তি, তার নিগূঢ় কথা আছে, সকলকে তা বলা যায় না।

উল্লাস।—সে কি কথা ঠাকুর, বল তোমার পায়ে পড়ি।

ঠাকুর।—নিতান্তই শুনবে, তবে শোন। আমার গুরুদেবকে আমি বলেছিলাম—

বাবা, তোমার প্রদত্ত এই গেরুয়া দেখলে, সাধুর বেশ দেখলে, এখন অনেক লোকে অশ্রদ্ধা করে, ভণ্ড বলে, বদমায়েস বলে,—তার উপায় কি?

গুরুদেব বল্যেন,—বৎস, মা'রতে আসে না ত?

আমি বল্যাম—প্রায় মারতে আসাই বটে, অনেক লোক মারতেই আসে।

গুরুদেব বল্যেন—বৎস, মানষের মধ্যে কতক মানুষও আছে, কতক গরুও আছে।

আমি বল্যাম—বাবা, তবে কে বা মানুষ, কে বা গরু, তা স্থির করব কি রূপে?

গুরু বল্যেন—বৎস, লাল কাপড় দেখলেই দুষ্ট গরু গুঁতুতে আসে, তোমার ঐ গেরুয়া দেখে যারা গুঁতুতে আসবে, তারাই গরু জানবে। তখন তুমি তাদের নাম লিখে লিখে রেখ।

আমি বল্যাম—বাবা, নাম লিখে লিখে কি হবে?

গুরু বল্যেন—বৎস, নাম লিখে লিখে আমার কাছে আনবে। আমি শেষে দেখব—বাঙ্গলা দেশের মানষের মধ্যে কতগুলি বা মানুষ, আর কতগুলি বা গরু আছে, যারা সাধুর বেশ দেখলেই মারতে আসে।

উল্লাসিনী ঠাকুরের ঐ কথা শ্রবণ মাত্রে উচ্চহাস্য করিয়া করতালি দিয়া উঠিল, ও বলিল—ঠাকুর, ঠিক বলেছ, খুব বলেছ, তোমার পায়ের ধূলা আমি সাত বার মাথায় দেই। আচ্ছা ঠাকুর, তাহ'লে মন্ত্রীর নাম লিখে নিয়েছ?

ঠাকুর।—হাঁ, সর্ব্বাগ্রে।

উল্লাস।—তারপর আমার নামটাও লিখেছ?

ঠাকুর।—হাঁ, লিখে আবার কেটে দিয়েছি।

উল্লাস।—কেন ঠাকুর, কাটলে কেন?

ঠাকুর।—তোমাকে গরু পিটিয়ে মানুষ ক'রে নেব, এই ভেবে নামটি কেটে দিয়েছি।

উল্লাস।—দোহাই ঠাকুর, আর আমার নাম যেন লিখ না, আমাকে এবার মানুষ করে দেও, এই আমার প্রার্থনা।

ঠাকুর।—দেখ শক্তি, মন্ত্রী ত রাজাকে মাংসাহার শিখিয়েছে, তুমি যদি আমার কথা শুনতে চাও, তবে তুমি মাংসাহার ক'র না। ওতে নরকগামী হতে হয়। রাত্রে যদি অবসর থাকে তবে এস, তোমাকে গীতার শ্লোক শিখাব। গীতা না জানলে মনের অন্ধকার যায় না।

উল্লাস।—আচ্ছা মহারাজ, আর আমি মাংস খাব না। রাজাও ছাড়বেন বলেছেন। তিনি ঘুমালেই আমি আসব। আমাকে গীতা পড়াতে পার? আমি বই পড়তে পারি।

ঠাকুর।—পড়তে পার, তবে ত ভালই, তোমার গীতা কণ্ঠস্থ করিয়ে দেব, কিন্তু রাজা জানতে পেলে শেষে তোমাকে দূর করে দেবেন। শেষে একুল ওকুল—দুকুল যাবে।

উল্লাস।—ঠাকুর, আমাকে দূর করে, করবে, তার ভয়টা কি? আমার এক দুয়ার বন্ধ ত হাজার দুয়ার খোলা! যে দিকে চোক যায়, সে দিকে চলে যাব। কাকে ভয় করি? মরতেও ভয় করি না। তিন বার মরতে গিয়েছি, আর মন্ত্রী-মশায় ধ'রে ধ'রে এনেছে, আমি ওই রাজা-গজা কাকেও গ্রাহ্য

করি না! তবে তেমন সঙ্গী পাই না, এই মুস্কিল, তাতেই বেরুতে পারি না, নইলে এত দিন কোন দিকে চলে যেতাম। ঠাকুর, দুকুল যাবে বলচ? দুকুল ত কখনও ভাঙ্গে না, "এক কুল ভাঙ্গে ত এক কুল গড়ে।" এটি বড় সত্য কথা, ভগবান আছেন। আচ্ছা ঠাকুর, তোমার কি চাকরীর মায়া আছে?

ঠাকুর।—দেখ শক্তি, পিতা-মাতা, ভাই বন্ধু, স্ত্রী পুত্র, সব ম'রে গিয়েছে। পাগল হয়ে পথে পথে বেড়াচ্ছিলাম। তার পর একটু চৈতন্য হয়ে আহারের চেষ্টায় বেরুলাম; নইলে কি আর এই রসুই করতে এসেছি! সকল মায়া কাটিয়েছি, এখন এই ভগবানের পথ ধরেছি, জগতে আর কাকেও ভয় করি না, চাকরির মায়াও নাই, যেখানে মন হয়, সেখানে চলে যাই।

উল্লাস।—আচ্ছা ঠাকুর এখন আসি, রাত্রে আসব।

এই বলিয়া উল্লাসিনী চলিয়া গেল। সে বাহিরে আসিয়াই মন্ত্রীবরের নিকটে গিয়া উপস্থিত হইল। মন্ত্রীর সহিত অনেক কথা বলিল। অবশেষে মন্ত্রী বলিলেন,—উল্লাস, আর বিলম্ব ক'র না, খবরটা আনাই চাই। উল্লাস মৃদু স্বরে "যে আজ্ঞে হুজুর!" বলিয়াই প্রস্থান করিল।



সপ্তদশ কথা।

অনুসন্ধান।

সন্ধ্যা হইয়াছে, হাট বাজারে বড়ই গোল। ঝিনিয়া-বাজারে লোক জনের বড় ভিঁড়। বহু লোকের যাতায়াতে চারিদিকে একটা কোলাহল উত্থিত হইয়াছে। কেহ কাহারো দিকে চাহিতেছে না, আপন আপন কার্য্য সারিয়া আপন পথে সকলেই চলিয়াছে।

অমরেন্দ্রনাথ ও সুধাংশু কুমারীকে লইয়া কাশী যাত্রা করার পরে কুমারীর শ্রান্তি-জনিত অসুস্থতা নিবন্ধন তাঁহাদিগকে পথে একস্থানে নামিয়া কয়েক দিন একটি বাসা লইয়া থাকিতে হয়। ব্রহ্মচারিণী এই জন্যই সঙ্গে আসিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু অমরেন্দ্রনাথ তাহার অন্যথা করায় এক্ষণে তিনি বিলক্ষণ ক্ষোভ করিলেন, ও চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। যাহা হউক, কয়েক দিন সেবা সুশ্রূষা ও বিশ্রাম লাভের পরে কুমারী সম্পূর্ণ সুস্থ হইলেন। তখন তাঁহারা তথা হইতে যাত্রা করিলেন। পাটনাতে নামিয়া আহার করিবার সঙ্কল্প ছিল, কিন্তু সেখানে অধিক লোকের জনতা হেতু তাহাতে সুবিধা বোধ হয় নাই ; অগত্যা তাঁহারা আহারের জন্য ঝিনিয়া-ষ্টেশনে নামিয়া একটি ছোট-বাড়ী ভাড়া লইয়া আহারাদির আয়োজন করিয়াছেন। বীরসিংহ ঝিনিয়াতে আছেন, এ সংবাদ তাঁহারা জানিতেন না। কুমারী পাকের ব্যবস্থা করিতেছেন। সেখানে ভাল খাদ্য-দ্রব্য পাওয়া যায় না, মোটামুটি কিছু কিছু পাওয়া গিয়াছে। দুগ্ধ লইয়া

গোয়ালিনী আসিল। অমরেন্দ্র দুগ্ধ লইবার জন্য গোয়ালিনীকে ডাকিলেন।

গোয়ালিনী দুগ্ধের পাত্র লইয়া পাক-শালার দ্বারে গিয়া দাঁড়াইল। অমরেন্দ্র কুমারীকে দুগ্ধ লইতে বলিয়া বাহিরে গেলেন। গোয়ালিনী কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া অবাক হইয়া কুমারীর রূপরাশি নিরীক্ষণ করিতে লাগিল. শেষে সেই প্রিয়দর্শনার সম্মুখে একটি দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিল ; কেন,তাহা সেই জানে।

কুমারী বলিলেন, গোয়ালিনি, ব'স।

গোয়ালিনী।—হাঁ গা মা, রত্নপুর থেকে কারা এসেছেন? তাঁরা দুধ নেবেন, বলেছিলেন। তোমরাই কি রত্নপুর থেকে এসেছ?

কুমারী।—হাঁ, আমরাই দুধ নেব। দেও।

গোয়ালিনী।—হাঁ গা মা, তোমরা কোথা যাবে?

কুমারী।—বাছা আমরা কাশী যাব।

গোয়ালিনী।—ওঃ, বটে, বটে, তীর্থ করতে যাচ্চ? আমিও এবার কাশী যাব,—পাপ মুখে বল্‌তে নেই, তাই মনে করেচি। হাঁ গা, তোমরা বোধ হয় দু-একদিন এখানে থাকবে? দুধের "রোজ" নেবে? নেও ত রোজ দিয়ে যাব।

কুমারী।—হাঁ, থাকি ত দিও।

গোয়ালিনী।—হাঁ মা, তোমার শ্বশুর-ঘর কোথায়? কুমারী মৃদুস্বরে বলিলেন, "কাশী"।

গোয়ালিনী।—বেশ, বেশ, তা বেশ, বুঝি শ্বশুর-ঘরেই যাচ্চ? তবে ত তুমি বিশ্বনাথ দর্শন করেছ? আমার বড় ইচ্ছে, কাশী বৃন্দাবন যাই। মা, একবার যাব, গিয়ে তোমাদের

সঙ্গে দেখা করব। তোমরা বড় মানুষ, আমি দুঃখিনী, গেলে চিন্‌তে পারবে ত?

কুমারী।—তা পারব, বেশ তুমি যেও।

গোয়ালিনী।—আমার ভাগ্যে কি তা হবে? সে বড় কপালের কথা! মা তোমার কথাগুলি বড় মিষ্টি! আহা তোমাকে দেখতে যেন অন্নপূর্ণা। আহা কি মিষ্টি চেহারা! কি মিষ্টি কথা! মা, কাঙ্গালের কথা মনে রেখ, গেলে চরণে একটু স্থান দিও। বিশ্বনাথ দর্শন কি আমার ভাগ্যে হবে? দেখ মা, এখানে আর তোমরা থেক না, থেক না, এখনি চলে' যাও, এ বড় কুস্থান, এখানে বিপদ হবে। এই দুধ নেও, আমি যাই। বাবুদের বাড়ী দুধ দেব, ও-পাড়ার জমীদারদের বাড়ী দুধ দেব, মিত্তিরদের বাড়ী দুধ দেব, যাই, যাই—বলিতে বলিতে গোয়ালিনী দুগ্ধ ঢালিয়া দিল ও অমরেন্দ্র-নাথের নিকট গিয়া, মূল্য লইয়া চলিয়া গেল।

কিছুক্ষণ পরে অমরেন্দ্রনাথ ও সুধাংশু ভিতরে আসিয়া বসিলেন। আহার প্রস্তুত হইলে তাঁহারা ভোজন করিয়া সুস্থ হইলেন।

তখন কুমারী মৃদুস্বরে অমরেন্দ্রকে বলিলেন,—দাদা, গোয়ালিনী "কোথা যাচ্চ,—কি নাম বৃত্তান্ত" সব জিজ্ঞাসা করলে।

অমরেন্দ্র।—তুমি কি বল্যে?

কুমারী।—আমি বল্যাম, আমরা কাশী যাচ্চি।

অমরেন্দ্র।—কাশী যাচ্চি, বলা ভাল হয় নাই।

কুমারী।—আর বল্যে, এখানে থেক না, বিপদ হবে।

অমরেন্দ্র।—কেন সে এ কথা বল্যে? অবশ্য কোন কারণ আছে! একেই ত বিলম্ব হয়ে গিয়েছে। আর এখানে থাকা হবে না। চল এই গাড়ীতেই আমরা কাশী যাই।

এই বলিয়া অমরেন্দ্র-নাথ সমস্ত কার্য্য শেষ করিয়া, সুধাংশু ও কুমারীকে সঙ্গে লইয়া ষ্টেশনে গমন করিলেন।

রাজা বীরসিংহ সান্ধ্য সমীরণ সেবন করিয়া আসিয়াছেন। তিনি বৈঠক-খানায় বসিয়া ধূমপান ও গল্প করিতেছিলেন, এক্ষণে বিশ্রামাগারে আসিয়া পুনরায় ধূমপানে প্রবৃত্ত হইলেন।

উল্লাস আসিয়া বলিল, মন্ত্রী মশায় বলেছিলেন, রত্নপুরের লোক এই পথে কখন যায়, খবর রাখ্‌বে, সেই খবর এনেছি। রাজা অতি ব্যস্ত হইয়া বলিলেন,—কি খবর উল্লাস? কি খবর, শীঘ্র বল শুনি। এসেছে? এসেছে নাকি?

উল্লাস।—এসেছে না ত কি? এই দেখা না করলেন খবর, আমি ব'লে কয়ে খালাস।

রাজা।—কোথায় কি রকম জানলে, বল শুনি।

উল্লাস।—আমি বাজারে ঢুকে দুধের ভাঁড় মাথায় ক'রে, ঘরে ঘরে ঘুরে ঘুরে বেড়ালাম, আর বল্যাম—দুধ নেবে গা? দুধ নেবে গা? দুধ নেবে গা? অনেক বাড়ী ঘুরে এসে একটি বাসাতে যেমন ঢুকেচি, অমনি তারা বল্যে—গোয়ালিনি, এস, এস, আমরা দুধ নেব। আমি একবারে গিয়ে, যেখানে একটি মেয়ে রাঁধচে দেখলাম, সেখানে বসলাম। বাবুরা বাইরে গেল, আমি মেয়েটির কাছে সব খবর নিয়ে এলাম।

রাজা।—মেয়েটি কি বল্যে?

উল্লাস।—আমি বল্যাম, রত্নপুরের বাবুরা দুধ চেয়েছিলেন, তোমরা বটে গা?

মেয়েটি বল্যে—হঁা, ব'স, ব'স। তার পরে "কোথায় যাবে, কি বৃত্তান্ত" সব জিজ্ঞাসা করলাম। শুনলাম কাশী যাবে। আর চাই কি?

রাজা। বটে, বটে, তুমি আর কি বল্যে?

উল্লাস।—আর কত কি মাথামুণ্ডু বল্যাম, তার কি কিছু ঠিকঠাক আছে?

রাজা।—ডাক, ডাক, দ্বারবানকে ডাক দেখি।

উল্লাস দ্বারবানকে ডাকিল। দ্বারবান আসিয়া অভিবাদন করিয়া সম্মুখে দাঁড়াইলে রাজা বলিলেন,—মন্ত্রীকে ডাক। দ্বারবান মন্ত্রীবরকে ডাকিতে গেল।

উল্লাসিনী রাজাকে বাতাস করিতে করিতে বলিল,—

হুজুর, যে মেয়েটিকে দেখলাম, সে সামান্য মেয়ে নয়, এমন মেয়ে কখনও দেখি নাই, তার কথাই বা কি মিষ্টি। মুখের কথায় যেন মধু বর্ষণ হচ্চে! আহা এমন মেয়ে, তার বিয়ে দেয় না? এ কি কথা?

রাজা।—উল্লাস, তুমি তার বুঝবে কি? তারা কুলীন! কুলীন! কুলীনের মেয়ে অকুলে পড়বে, তাও কি হয়?

উল্লাস।—তবে কি ঘরেই থাকবে? বিয়েটিয়ে হবে না?

রাজা।—তা গতিকেই। ঘরেই থাকবে।

উল্লাস।—মৃদু মৃদু হাস্য করিয়া ব্যাঙ্গ করিয়া বলিল—হুঁ, হুঁ, হুঁ, এই যে ঘরে থাকচে! যত উল্টা বিচার!

রাজা।—তুই তার বুঝবি কি? ভূপেন্দ্রকে এইবার

জব্দ করব। মেয়ে যা করে, করুক, কিন্তু ভূপেন্দ্রকে আমি এইবার বেশ আক্কেল দিয়ে দেব। এবার সে বুঝবে যে, আমি কি ধন! আসুক মন্ত্রী, দেখ কি করি!

উল্লাস।—হাঁ, হাঁ, মন্ত্রীই সর্ব্বনাশ করবে। তাঁর ত খেয়ে খেয়ে আর কাজ নেই, কেবল—

"অঙ্কর পাছে কঙ্ক দিয়ে, পরের সর্ব্বনাশ করা।"

রাজা—তা বটে, বটে, মন্ত্রীই আমাকে জড়িয়ে ফেল্যে, কি করি? ঐ লোকটা থাকতে আর নিশ্চিন্ত হতে পারব না।

বলিতে বলিতেই মন্ত্রী আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

রাজা বলিলেন—উল্লাস, আজ রূপী বাবুকে দেখি নাই। একবার নিযে এস দেখি, এই মেঠাইটা তাকে খাওয়াই।

উল্লাসিনী গিয়া রূপচাঁদকে লইয়া আসিল।

রূপচাঁদ আসিয়াই উল্লাসিনীর হস্ত হইতে ঝম্প দিয়া রাজার সম্মুখে পড়িল। রাজা তাহাকে মেঠাই খাওয়াইয়া পরে বলিতে লাগিলেন—

"থোম্‌কে নাচে রূপী বাবু,—থাম্‌কে থোম্‌কে নাচে!"

রূপচাঁদ অঙ্গ ভঙ্গি করিয়া নৃত্য করিতে লাগিল।

রাজা বলিলেন—দেখ দেখ, মন্ত্রী দেখ, রূপী-বাবু কেমন চমৎকার নাচতে শিখেছে!

মন্ত্রী।—হুজুর, চমৎকার নৃত্য! বেশ কায়দা শিখেছে, দেখছি!

রাজা।—মন্ত্রী, শুনেছ? শুনেছ? কুমারীকে নিয়ে ভূপেন্দ্র এসে কোন খানে বাসা করে আছে! উল্লাস আজ গোয়ালিনী হয়ে গিয়ে দেখে এসেছে।

মন্ত্রী।—বটে, বটে? কি উল্লাস? গোয়ালিনী হয়ে গিয়েছিলে? কোথা, কি দেখলে?

উল্লাস।—হাঁ, আপনার কাছে সকল কথা শুনেই আমি তখনই গোয়ালিনী হয়ে, দুধের ভাঁড় মাথায় ক'রে বাজারে ঘরে ঘরে সন্ধান নিতে লাগলাম। তারপরে দেখলাম, বাজারের শেষ ভাগে রত্নপুরের বাবুরা মেয়ে ছেলে নিয়ে বাসা করে আছে।

মন্ত্রী।—তবে এখনই আমি লোক পাঠাই, আর একবার ভাল ক'রে দেখে আসুক. এখনই তাদের সকলকেই আটক করব, যাবে কোথা?

রাজা।—মন্ত্রী, তবে শীঘ্র যাও. শীঘ্র যাও।

মন্ত্রী "যে আজ্ঞে" বলিয়া বাহিরে গেলেন। পশ্চাতে পশ্চাতে উল্লাসিনী চলিল।

উল্লাসিনীর ইচ্ছা এই যে, দেবীর আশ্রমে যাচ্ছেন যে দেবী, সেই দেবীকে দেবীদাস-ঠাকুর একবার দর্শন করিয়া আসুক, কাশীধামের পবিত্র কথা তুলিয়া একটু আলাপ করিয়া আসুক, আর এখান হইতে অবিলম্বে প্রস্থান করিবার জন্য তাঁহাদিগকে পরামর্শ দিয়া আসুক। এইরূপ অভিপ্রায়ে সে মন্ত্রীবরের পশ্চাতে পশ্চাতে বাহিরে আসিয়া তাঁহাকে বলিল,—

মন্ত্রীমশায়, এ কাজ আর কারও দ্বারা হবে না। আমার কথা শুনবেন ত শীঘ্র গিয়ে ব্রাহ্মণ ঠাকুরকে পাঠিয়ে দিন। আর কারো কর্ম্ম নয়।

মন্ত্রী।—উল্লাস, আমিও তাই ভেবেছি। তবে আমি বাসায় চল্যাম।

মন্ত্রীবর বাসাতে গিয়া ব্রাহ্মণঠাকুরকে ডাকিলেন, পরে বলিলেন,—মহারাজ, তোমাকে এক কাজ করতে হবে। শুনলাম রত্নপুরের বাবুরা এসেছে। বাজার ছেড়ে গিয়ে এক প্রান্তে তারা বাসা করেছে। গোপনে অনুসন্ধান ক'রে এস, বাস্তবিক রত্নপুরের বাবুরা মেয়ে ছেলে নিয়ে সেখানে এসেছে কি না? জল্‌দি খবরটা নিয়ে আসবে। তা হ'লে আর আমাদের কাশী পর্য্যন্ত যেতে হবে না। এখানেই তাদের সব আটক করব। এখানেই কার্য্য সিদ্ধি হবে, ভালই হবে।

দেবীদাস "যে হুকুম হুজুর" বলিয়া লাঠি লইয়া বহির্গত হইল। বাজারে গিয়া এধার-ওধার সমস্ত দেখিল, সকলকে জিজ্ঞাসা করিল "রতন পুরের বাসা কোথায়!" কিন্তু কেহই কিছু বলিতে পারিল না। উল্লাসিনীর কথা ক্রমে তখন তাঁহারা গাড়িতে চলিয়া গিয়াছেন।

অনেক ঘুরিয়া ফিরিয়া রাত্রি দ্বিপ্রহরে আসিয়া ঠাকুর মন্ত্রীবরকে বলিল—হুজুর, সব ঝুট্! এই বয়সে অনেক দেখলাম্, সব লোক বলে—কোথায় রতনপুর? এখানে রতন-পুর নেই!

মন্ত্রীবরের নিদ্রাকর্ষণ হইতেছিল, তিনি অধিক রাত্রে সেই সংবাদ পাইয়া বিরক্ত হইয়া বলিলেন—আচ্ছা, আচ্ছা, এখন যাও, চীৎকার ক'র না।

দেবীদাস আপন শয়ন কক্ষে চলিয়া গেল। সে গিয়া দেখিল—উল্লাসিনী আসিয়া বসিয়া আছে।

উল্লাস।— ঠাকুর, তাদের দেখতে পেয়েছ?

ঠাকুর।—না।

তখন তাহারা নির্জ্জনে বসিয়া কুমারী সম্বন্ধে অনেক কথা আলোচনা করিল, এবং স্থির করিল যে কাশীধামে গিয়া তাহারা কুমারীকে ও দেবীকে দর্শন করিবে।

ঠাকুর বলিল—শক্তি, তোমার কোকিল-কণ্ঠে একটী ভজন শুনিয়ে যাও।

উল্লাস।—ঠাকুর, আমি ত ভজন জানি না, এতকাল কেবল ভোজনই জানি, তোমার কাছে এই ভজন শিখচি মাত্র। তুমি গাও, আমি তোমার সঙ্গে সঙ্গে যাব। লোকে বলে—

"মধুপুরে যাও কালাচাঁদ, আমি তোমার সঙ্গে যাব!"

আমারও হয়েছে তাই।

তখন উল্লাসিনীকে আপন পার্শ্বে বসাইয়া ঠাকুর ভজন গাইতে লাগিল। উল্লাসিনী ঠাকুরের সেই মধুর কণ্ঠের সহিত বামা কণ্ঠ মিলাইয়া গাইতে আরম্ভ করিল—

গীত।

মরকত মঞ্জু মুকুর মুখ মণ্ডল,
মুখরিত মুরলী সুতান,
শুনি পশু পাখী শাখীকুল পুলকিত,
যমুনা বহয়ে উজান!
তনু অনুলেপন ঘন সার চন্দন
মৃগ-মদ কুঙ্কুম দানা,
অলিকুল-চুম্বিত অবনী-বিলম্বিত
গলে বনমাল দোলানা!

অতি সুকুমার শ্রীচরণ-তল শীতল,
জিতল শরদরবিন্দ,
চতুর ভকত-ভৃঙ্গ মধুপানে উনমত,
গাওত গীত-গোবিন্দ !

গানের পরে উল্লাসিনী বিদায় হইল।

দেবীদাস তোমার সমস্তই ভাল, কিন্তু নিশীথ কালে এরূপ সঙ্গ, তোমার পক্ষে ভাল কি? তুমি কি সিদ্ধ পুরুষ? ছিঃ! দেখিবে, এখনই চারিদিকে কত কথা উঠিবে।

অষ্টাদশ কথা।

দীঘার পাড়।

অদ্য প্রাতঃকাল হইতে বিমলাদেবী অন্দর-বাটীতে "কুমারী কুমারী" বলিয়া রোদন করিতেছেন। উল্লাসিনী তাঁহার নিকটে গিয়া বসিয়া আছে। কন্যার শোকে দেবীর অশ্রুপাত হইতেছে, দেখিয়া সেও নয়ন-জলে ভাসিতেছে!

বিমলা-দেবীর পানীয় জল অদ্য দেওয়া হয় নাই, এক জন ভৃত্য গিয়া মন্ত্রীবরকে জানাইল।

মন্ত্রী মহাশয় বলিলেন,—ব্রাহ্মণঠাকুর, অন্দরে গিয়ে মাইজীর খাবার জল তুলে দিয়ে এস। অন্য লোকের হাতের জল মাইজী খাবে না।

দেবীদাস "যে হুকুম, হুজুর" বলিয়া অন্দর-বাটীতে প্রবেশ করিল, সেখানে গিয়ে দেখিল,—"জমিদারণী" কেবল "কুমারী-কুমারী!" বলিয়া ক্রন্দন করিতেছেন, উল্লাসিনী তাঁহাকে প্রবোধ দিতেছে। ঠাকুর বলিল,—মাইজী, বেটীর জন্য এত কাঁদছিস কেন? তোর বেটী বিয়া করবে, ভালই করবে। বেটী-ছেলে কি ঘরে রাখতে আছে?

বিমলা-দেবী বলিলেন—দেবীদাস, কাঁদচি যে কেন, তা তোমাকে আর কি বলব? শোন,—আমার ঐ মেয়েটি জন্মাবার পরেই আমাদের গুরুগোষ্ঠী জ্যোতিষী ঠাকুর এক কোষ্ঠী প্রস্তুত ক'রে আমাকে গোপনে বলে গেলেন যে, মা, এই কন্যার বিবাহ দিও না, বিবাহ দিলেই এক মাসের মধ্যে হয় কন্যার মৃত্যু হবে, না হয় স্বামীর মৃত্যু হবে। বাবা সেই ভয়ে আমি বিবাহ দিই না। সে কথা বল্যেও কেউ মানে না, তাই কাকেও আর বলি না। বাবা দেবীদাস, আমার প্রাণের অধিক কুমারী আজ কোথায়? আমি যে তাকে চোখের আড়ালে রাখতে পারতাম না! আমি যে তাকে হাতে হাতে খেতে না দিলে সে খায়নি! আমার সেই বুকের ধন আমার বুক চিরে কে নিয়ে গেল! আর কি আমি আমার বাছার মুখখানি দেখতে পাব? আমি কি করতে কি করলাম! কোথায় গেলে আমি আমার সোণার বাছাকে পাব? কে আমার প্রাণের ধন চুরি ক'রে নিয়ে গেল! আহা কুমারী—কুমারী আমার! আর কি তোরে বুকে নিয়ে বুক জুড়ুতে পারব? মা, তুই কি আমায় জন্মের মত ভাসিয়ে গেলি! তোরে না পেলে আমি নিশ্চয় গিয়ে গঙ্গায় ঝাঁপ দেব। তুই শুনতে পা'বি, তোর পাগলিনী মা গঙ্গায় ঝাঁপ দিয়ে মরেছে!

ঠাকুর।—মাই, কেন এত কাঁদ্‌চিস্‌। ঠাণ্ডা হ, ঠাণ্ডা হ। কোন চিন্তা নাই, আমি তোর বেটীকে এনে দেব, আমি এনে দেব, তার কিছু ভাবনা নাই, মাই তুই ঠাণ্ডা হ।

বিমলা-দেবী বলিলেন—দেবীদাস, মন যে বোঝে না! তোমার কথাগুলি আমার বড় মিষ্ট লাগে, বল দেখি, কি ক'রে তুমি আমার মেয়ে এনে দেবে?

ঠাকুর বলিল—মাইজী, তার ভাবনা কি? আমি বহুৎ রোজ সিপাহীর কাজ করেছি। পাঁচ শ সিপাই সঙ্গে পাই, ত এখনি তোর বেটীকে লিয়ে আসব! বলিস্‌ মাই, হুজুরকে বলিস, দেবীদাসকে সর্দ্দার ক'রে পাঠাবে, ত ঠিক সে মেয়ে লিয়ে আসবে, তার ভাবনা নাই।

বিমলা-দেবী।—দেবীদাস, তা যদি তুমি পার, তবে তোমাকে পাঁচ শ টাকা বক্‌সিস দেব। মন্ত্রী মশায়কে আমি তোমার কথা ব'লে পাঠাব। ঠাকুর, আমাদের ঘর-বরও তেমন পাওয়া যায় না, আর মেয়েটি ছেড়েও আমি থাকতে পারি না।

ঠাকুর।—সীতারাম! সীতারাম! মাই তুই কি পাগলা হয়েছিস? তোর মেয়ে ঘরে এনে কি সিন্দুকে পুরে রাখবি? ছেড়ে দে, ছেড়ে দে, মাই; ছি, ছি! ও মতলব ছেড়ে দে!

বিমলা-দেবী।—ঠাকুর তুমি বড় বুদ্ধিমান, যা বলচ তা সত্য। কিন্তু এত দূর এসে ফিরে যাব না; না আসতাম ত ভাল হত। এসেছি ত একবার দেখে যাব—আমার সেই প্রাণের প্রতিমা খানি কোথায়? দেবীদাস, এখন যদি কাশী পর্য্যন্ত না যাই ত তোমার রাজা-বাহাদুর কি বলবেন? তাঁকে

আমি অনেক ব'লে কয়ে রেখেছি; তিনি আমার জন্য অনেক করেছেন।

ঠাকুর।—সীতারাম, সীতারাম! মাই, তোদের জমীদারের কথা, আমি কি বলব?

এই বলিয়া ঠাকুর জল তুলিয়া দিয়া বাসায় চলিয়া গেল। উল্লাসিনী এতক্ষণ নীরবে দেবীদাসের মুখের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া ছিল, সে যাহা বলিল তাহা উল্লাসিনীর হৃদয়ে বিদ্ধ হইয়া রহিল।

ঠাকুরকে আসিতে দেখিয়া ভীমপাল বলিলেন, মহারাজ, কি রসুই হবে? আজ ভাল ক'রে রসুই কর, কাশীজী যেতে হবে; সর্দ্দার হ'তে পারবে? লড়াই করতে হবে, দেখছ কি?

ঠাকুর।—হুজুর, বহুৎ লড়াই করেছি, হুকুম হয় ত তৈয়ার হই। হুজুর, এক কথা এই—জমীদারণী, ওর বেটীর সাদি না দিয়ে, কি ক'রে ঘরে রাখবে?

ভীমপাল হো হো হো! রবে হাস্য করিয়া বলিলেন,—ওরে ঠাকুর, সে ভাবনায় আমাদের কাজ কি? কি ক'রে ঘরে রাখবে, তা সে বুঝবে। রাজা-বাহাদুর এইবার ঐ সব লোক জব্দ করবেন, এই ফিকির। মেয়ে ত ভালই করেছে, ওর মা রাজা-বাহাদুরের শরণ নিয়েছে, রাজা-বাহাদুর এবার ভূপেন্দ্র নারায়ণকে কেমন জব্দ করেন, দেখ। আমরা কাশী যাব, তীর্থ হবে, লড়াইও হবে। লুঠপাঠ যত করতে পার, সব তোমাদের! লুঠপাঠ সিপাইয়ের ধর্ম্ম, আর শত্রুনাশ রাজার ধর্ম্ম। সে যাক্, ঠাকুর, ওসব কথা এখন থাক, কাছে এস, কাণে কাণে একটা কথা বলি, শোন।

ঠাকুর অগ্রসর হইলে ভীমপাল বলিলেন—এ বাজারে ভাল নাচ-ওয়ালী আছে? আন্‌তে পারবে? তাহলে ভাল বক্‌সিস্ পাবে।

ঠাকুর।—সীতারাম, সীতারাম! হুজুর এ আর কোন কথা? হুকুম হয় ত ওর শির লিয়ে আসব!

ভীমপাল।—ওরে পাগল, শির না, শির না! কেবল ব'সে পুঁথি পড়তে পার, বুদ্ধি শুদ্ধি কিছুই নেই? আমার সঙ্গে বাঙ্গলায় যাবে, মছলি খাবে, তবে এ সব বুদ্ধি পাবে। ছাতুখোর বইত নয়, পেটে কিছুই নাই!

এই বলিয়া ভীমপাল নিজের বিশাল উদরের উপর হাত বুলাইতে লাগিলেন। ঠাকুর রস্থই করিতে গেল। দেবীদাস রস্থই-ঘরে গিয়া চর্ব্ব্য চোষ্য লেহ্য পেয় সমস্ত দ্রব্য প্রস্তুত করিয়া মধ্যাহ্ন ভীমপালকে পরিতোষের সহিত ভোজন করাইল। সে নিজে মৎস্য মাংস গ্রহণ করে না, সুতরাং সে পৃথক পাক করিয়া ইষ্টদেবকে নিবেদন করিয়া দিয়া প্রসাদ গ্রহণ করিল, ও উল্লাসিনীর জন্য কিঞ্চিৎ রাখিয়া দিল। উল্লাসিনী লুকাইয়া গিয়া দেবীদাসের প্রসাদ পায়, কেহ তাহা জানে না।

আহারান্তে দেবীদাস পাঁড়ে পুঁথি বগলে করিয়া দীঘীর পাড়ে ব্রহ্মদেব পাঁড়ের কাছে গেল। সেখানে এক বৃক্ষতলে বসিয়া তুলসীদাসের রামায়ণ পড়িতে লাগিল, আর সকলকে অর্থ বুঝাইয়া দিতে লাগিল।

এদিকে উল্লাসিনী প্রসাদ পাইয়া এক খানি মলিন বস্ত্রে সর্ব্বাঙ্গ ঢাকিয়া কলসী কক্ষে দীঘির ঘাটে চলিল। সে ঘাটে

গিয়া গোপনে বসিয়া আছে—ঠাকুরের রামায়ণ পড়া শুনিবে, তার বড় সাধ।

সিপাহীগণ সেই রামায়ণ পাঠ ও ব্যাখ্যা অবাক হইয়া শুনিতে লাগিল। অনেক ক্ষণ পাঠের পরে, রামধীরাজ সিং জিজ্ঞাসা করিল,—

পণ্ডিতজী, লড়াই করতে আমাদের সঙ্গে তোমাকেও যেতে হবে, হুজুরের হুকুম, শুনেছ?

ঠাকুর।—হাঁ, সব জানি, প্রাণ ত এক দিন যাবে, দু দম নয়! মৃত্যু ত আনন্দ! মরতেই ত জন্মেছি। বালক বৃদ্ধ, যুবক-যুবতী সব মরছে, আমি ভয় করব? সব লোক যে কাজ করে, সেই কাজই অতি সহজ কাজ। তোমরা মরবে, আর জন্ম নেবে। আমরা মরব, আর জন্ম নেব না। দাদা ব্রহ্মদেব, জগৎ সংসার মিথ্যা—"নলিনী দলগত জলবৎ তরলং।" এ সব তিন দিনের খেলা। রাম ভজ, রাম ভজ।

এই জমীদারণীর দুঃখ দেখে আমার ছাতি ফাটে! বলে, বেটীর সাদি দিবে না। কি জেনানা বুদ্ধি!

ব্রহ্মদেব।—ভাই, ও সেই মোটা ভুঁড়ির বুদ্ধি। সব বুদ্ধি তার! যাহোক, তিনি তোমায় প্রতিপালন করচেন, তোমার কর্ম্ম তুমি কর।

ঠাকুর।—হাঁ, তিনিই ত প্রতিপালন করচেন! ভগবান যেমন প্রতিপালন করছেন, তিনিও তেমনি করছেন—চখে কিছু দেখা যায় না।

শিবশরণ তেওয়ারি বলিল—সে মেয়ে আর মিলবে না, কোথা গেল, কে জানে?

ঠাকুর।—আরে আমি মিলিয়ে দেব; ব্রহ্মদেব আর আমার হুকুমে লড়াই হবে, হুজুরের হুকুম। মেয়ে দিয়ে কি হবে? ভূপেন্দ্রনারায়ণকে আমি বলব, আর সন্ধি ক'রে দেব, লাখ্ রূপেয়া মেরে দেব। তোমরা সব লুঠপাঠ করবে, সিপাহীর আর কি কাজ?

ব্রহ্মদেব।—ভাই দেবীদাস, সে কথা ত গেল, আর এক কথা বলি। তুমি রাগ কর না। তোমার সব ভাল। তোমাকে সকলে ভক্তি করে, কিন্তু তোমার একটা দুর্নাম হচ্চে, শুনে আমার দুঃখ হচ্চে। কেন? তুমি সাধু, তোমার এমন কথা হবে কেন?

ঠাকুর।—কি কথা, দাদা?

ব্রহ্মদেব।—লোকে বলে, উল্লাসিনী রাত্রি কালে তোমার কাছে গিয়ে বসে থাকে। এ কি কথা? তার অল্প বয়স, সে কেন রাত্রিকালে তোমার কাছে আসে? রাজা ও সব দেখতে পারেন না। শুনলে তোমার গরদান নেবেন, খুব সাবধান! খুব সাবধান!

ঠাকুর।—দাদা, আমি বহুৎ বারণ করি, সে শোনে না। আচ্ছা, আমি হুসিয়ার হব।

এই বলিয়া ঠাকুর ব্রহ্মদেবকে আলিঙ্গন করিল ও বিদায় হইল। তখন চারিদিক হইতে 'গোড় লাগি, গোড় লাগি শব্দ উত্থিত হইল।

উল্লাসিনী গোপনে ঘাটে বসিয়া সমস্ত কথা শুনিল, সে দেবীদাসের কলঙ্কের কথাও শুনিয়াছে, শুনিয়া অবধি দরদরে অশ্রুধারা বিসর্জন করিতেছে! সে মনে মনে চিন্তা করিতে

লাগিল, কি! আমার জন্য মহারাজকে এত কথা সহ্য করতে হল? আমার জীবনে ধিক, আমি মরেও যদি পারি মহারাজের এ ঋণ পরিশোধ করব। বর্ষার ধারার ন্যায় উল্লাসিনার অশ্রুধারা উছলিয়া উঠিল। এই অবিরাম অশ্রুপাতেই তাহার হৃদয়ের পাপ-পঙ্ক ধৌত হইতে লাগিল। উল্লাসিনী উঠিয়া গৃহাভিমুখে চলিয়া গেল।

উনবিংশ কথা।

রসুই ঘরের মন্ত্রণা।

অপরাহ্নে উল্লাসিনী গৃহে আসিয়া দেখিল—রাজা তাঁহার বিশ্রাম গৃহের সম্মুখে দাঁড়াইয়া আছেন এবং আর কাহাকেও না পাইয়া রূপচাঁদের সহিত আলাপ করিতেছেন। তিনি উল্লাসিনীকে দেখিয়া বলিলেন, উল্লাস কোথায় ছিলে? আজ রূপীবাবুর সাজ সজ্জা করে দিলে না, আমি এসে রূপীবাবুকে পোষাক পরিয়ে বেড়াতে নিয়ে গিয়েছিলাম, দেখ কেমন ছড়ী হাতে করে বেড়াচ্ছে! ঠিক বাবুদের মত না?

উল্লাস।—বটে, বেড়াতে গিয়েছিল? ভালরে রূপী-বাবু? রূপীবাবু এবার মানুষ হয়ে গেল!

রাজা।— রূপী বাবুকে কিছু খেতে দিতে হবে।

উল্লাস।—ঐ ত ফল রয়েছে, দিন।

রাজা একটি একটি করিয়া সুপক্ক কদলি রূপচাঁদের হস্তে প্রদান করিতে লাগিলেন, সে পরমানন্দে ভোজন করিতে লাগিল।

আহার সমাপ্ত হইলে সে একটী কদলি হস্তে করিয়া আপনার মস্তকের টুপীটি হেলাইয়া অপাঙ্গ ভঙ্গিতে উল্লাসিনীর সহিত রঙ্গ করিতে লাগিল। রাজা বলিতে লাগিলেন—

থোম্‌কে থোম্‌কে রূপী বাবু, থোম্‌কে থোম্‌কে নাচে রে!

এদিকে মন্ত্রী আসিয়া উপস্থিত হইলেন দেখিয়া রাজা বিশ্রাম-গৃহে গিয়া উপবেশন করিলেন। মন্ত্রীবর তাঁহাকে অভিবাদন করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন।

রাজা।—কি মন্ত্রী, এখন কেন?

মন্ত্রী।—হুজুর, একটি অনুমতি নিতে এলাম।

রাজা।—আবার কি? কিসের অনুমতি?

মন্ত্রী।—হুজুর, সেই পাচক ব্রাহ্মণ দেবীদাস পাঁড়েকে সর্দ্দারের পদ দেওয়া হবে, বলা হয়েছিল, সে বিষয়ে একটা পাকা হুকুম চাই।

রাজা।—হাঁ সে হুকুম ত দেওয়াই আছে, যখন দরকার হবে, তুমি তাকে ব'লে দিও। আমি এখন বড় ব্যস্ত আছি। এখন যাও।

মন্ত্রী প্রণাম করিয়া বাসা বাটীতে চলিয়া গেলেন।

দেবীদাস প্রতি দিন ঘুরিয়া ফিরিয়া সন্ধ্যা কালে বাসাতে আসে। অদ্য সে আসিলেই ভীমপাল তাহাকে বলিলেন, ঠাকুর শোন, তোমাকে বড় সর্দ্দার করে দেওয়া যাবে, কাশী গিয়ে লড়াই করতে হবে, পারবে ত?

ঠাকুর —যে হুকুম, হুজুর! আমাকে প্রধান সর্দ্দারের পদ দিলে, আমি লড়াই ফতে করে দেব। সিপাহী সব নির্ব্বোধ, পশুর সমান। যুদ্ধ-পরিচালনা বিদ্যা সকলের নাই। বুদ্ধির সঙ্গে তাদের পরিচালিত করতে পারলে তবে যুদ্ধ জয় হয়। সময় জেনে আক্রমণ, আর সময় জেনে সন্ধি, এইত লড়াইয়ের অভিসন্ধি। হুজুর, আমি লড়াই জয় করব, আরও লাখ রূপেয়া মিলিয়ে দেব; সন্ধির প্রস্তাব পাঠাব, এ দিকে লুঠপাঠ আরম্ভ করে দেব। ভূপেন্দ্র নারায়ণকে বন্দী ক'রে এনে দেব, রাজা-বাহাদুরের কাছে বক্‌সিস্ নেব।

ভীমপাল।—বহুৎ আচ্ছা, তুমি আর ব্রহ্মদেব প্রধান সর্দ্দার হবে। কাশীতে গিয়ে সেই আশ্রম আটক করতে হবে। তারা ঠিক এই পথেই গিয়েছে শুনলাম। সে যাক্, ঠাকুর, এখন যাও, রসুই দেখ গে। সর্দ্দার হ'লে, তাই বলে যেন রসুই ভুল না।

ঠাকুর।—হুজুর, সর্দ্দারের পেট কোথা যাবে? রাজা হোক গজা হোক, পেটের চিন্তা আগে।

এই বলিয়া ঠাকুর পাকশালার দিকে চলিয়া গেল। সে পাক শালায় গিয়াই দেখিল, উল্লাসিনা আসিয়া বসিয়া আছে। ঠাকুর পাক করিতে আরম্ভ করিল, ও তাহার সঙ্গে কথা বলিতে লাগিল।

উল্লাসিনা।—মহারাজ, শুনচি, তুমি না কি সর্দ্দার হয়ে যাবে?

ঠাকুর।—হাঁ হুজুরের হুকুম।

উল্লাসিনা।—বেশ, বেশ, শুনে সুখী হলাম। আজ কি রসুই হবে? মাংসের কি করবে?

ঠাকুর!—শক্তি, কি আর বলব! তুলসীজীর উপদেশ আজ অনেক পাঠ করা হ'ল। তুলসীজী বলছেন—জীব হিংসা করবে না। এখন এই সব শাস্ত্র পাঠ ক'রে, কি প্রকারে আমি ছাগমাস রসুই করি? এই পাস-মশায় রোজ রোজ একটা ছাগ কাটছে, ত্রিশ দিন ত্রিশটা ছাগ হত্যা? তিনশ পঁয়সট্টি দিনে, তিনশ পঁয়সট্টিটি ছাগ কাটা হচ্ছে! দশ বৎসরে প্রায় চার হাজার ছাগ হত্যা করে খাচ্ছে! বাঘের বাবা কোথায় লাগে? মানুষ হয়ে প্রাণীর মাংস কেটে খাওয়া কি ভয়ানক!

উল্লাসিনী।—মহারাজ, আজ তোমার কথায় আমার চৈতন্য হল! তোমার গোড় লাগি, আশীর্ব্বাদ কর, আর যেন আমার পাঁটা-কাটায় মন না হয়। ঠাকুর কৃপা কর, আমায় দুটি দুটি প্রসাদ দিও, দেখব, সাধুর প্রসাদের মাহাত্ম্য কেমন? তোমার এঁট-ঝুঁট আমি ঘুচাব, আর কিছুই চাই না।

মহারাজ, তোমার কৃপায় আমার চৈতন্য হচ্চে! চল এবার আমরা বিশ্বনাথের পুরি দর্শন করতে যাই।

ঠাকুর।—শক্তি, তবে কি কিছু সম্বল করেছ? এত দিন রাজসংসারে আছ, কিছু পুঁজি হয়েছে?

উল্লাসিনী।—না, না, ঠাকুর তা আমার কিছুই নাই।

"ভানে কোটে খায় দায়, থাকে থাকে যায় যায়!"

আমারও তাই। ত্রিসংসারে আমার সহায় সম্বল কিছুই নাই। আমিও একরূপ সন্ন্যাসী। মাসী যাওয়ার পর হতে তৃণ গাছটির উপরেও আমার মায়া নাই। খাটি খুটি, দুটি খাই পরি, এই পর্য্যন্ত।

এই বলিয়া উল্লাসিনী নীরবে অনেকক্ষণ বসিয়া রহিল।

পরে ঠাকুর চাহিয়া চাহিয়া দেখিল, উল্লাসিনীর নয়ন ধারা প্রবাহিত হইতেছে।

ঠাকুর বলিল—শক্তি, তুমি কাঁদচ কেন?

উল্লাসিনী।—মহারাজ, আজ আমার বুকে যে শেল বিধেছে তার ব্যথাতে কাঁদচি!

ঠাকুর।—সে কি শক্তি? কি হয়েছে?

উল্লাস।—মহারাজ, আমি তোমার কাছে আসি ব'লে, লোকে তোমাকে কলঙ্ক দেয়! এ দুঃখ আমার হৃদয়ে সহ্য হচ্চে না! এ পাপ-সংসারে আমি আর থাকব না। রাজা-গজা কি আমি গ্রাহ্য করি? মহারাজ, ভগবান সাক্ষী, তুমিই আমার মহা রাজা! আমাকে তুমি বাঁচাও।

এই বলিয়া উল্লাসিনী রোদন করিতে লাগিল।

ঠাকুর।—সে কি শক্তি, তুমি একথা শুনলে কোথায়?

উল্লাস।—মহারাজ তোমার রামায়ণ কথা শুনব ব'লে, আমি দীঘীর ঘাটে কলসী নিয়ে বসেছিলাম। সব কথা আমি শুনেছি। আর আমি এখানে থাকব না। চল আমরা কাশী হয়ে বৃন্দাবন ধামে চলে যাই। এরূপ স্থানে এমন নীচ কাজে তুমিও আর থেক না, আমিও আর থাকব না।

ঠাকুর।—দেবী কৃপা করেন ত সবই হবে। তুমি যদি বাঁচতে চাও, তবে মনে মনে রাত দিন দেবীকে ডাক। তিনি শীঘ্রই তোমাকে কৃপা করবেন। আর কিছু দিন অপেক্ষা কর।

উল্লাস।—মহারাজ, তুমি সাধু পুরুষ, তোমাকে সকল কাজেই সন্তুষ্ট দেখি! এত জ্ঞানী হয়ে এরূপ নীচ কাজ কর কিরূপে? পরের হুকুমে খেটে মর, পরের রসুই করে খাও,

এতে তোমার মন সর্ব্বদা সন্তুষ্ট থাকে কিরূপে, বুঝতে পারিনে।

ঠাকুর।—শক্তি সে কথা আর তোমাকে কি বলব? আমি সাধুগণের দাস, তাঁদের অনুসরণ করি মাত্র। নীচ কাজই হোক, আর উচ্চ কাজই হোক, সকল অবস্থাতেই সাধুগণ সন্তুষ্ট থাকেন। সকল কাজই দেবীর কাজ, এই মনেকরা উচিত। সেই আনন্দময়ী যাকে কৃপা করেন, তার সকল কাজেই আনন্দ হয়, তার সকল স্থানই আনন্দ ময়!

উল্লাসিনী।—ঠিক, ঠিক, মহারাজ, এখন বুঝতে পেরেছি।

"যার যখন চলে,—তার বাহ্যে ব'সে বা'ত জলে!"

আমি শুনেছি, তুমি পায়খানাতে গিয়েও আনন্দে গুণ গুণ স্বরে গান গাও, তোমার পায়খানাতেও বাতি জলে, সত্যি, সত্যি! আর সকলের অট্টালিকাও অন্ধকার! ঠাকুর তোমার ভাগ্যের সীমা নাই। মহারাজ আমি কিসে সেই দেবীর কৃপা পাব, তাই আমাকে বল, আমি ধর্ম্ম কর্ম্ম কিছুই জানি না, আমি পাপে পতিত হয়েছি! আমি পতিত, আমার দ্বারা দেবীর কি কার্য্য হবে? কিছুই হবে না, তুমি আমাকে কৃপা কর।

ঠাকুর।—শক্তি, সেফালিকা পতিত হয়ে থাকে, সেইরূপ অনেক পতিত পুষ্পেও দেবীর পূজা হয়। তুমি পতিত-কুসুম হ'লেও, সেফালিকার ন্যায় তোমার দ্বারাও দেবীর পূজা সম্পন্ন হবে। ব্যস্ত হ'য় না। আর কিছু কাল ধৈর্য্য ধরে থাক, সেই দেবীর কার্য্য কর।

উল্লাসিনী।—মহারাজ, তোমার বাক্য আমার গুরু-বাক্য। কি করতে হবে বল?

ঠাকুর।—শক্তি তোমাকে গীতার ন্যায় চণ্ডী খানিও কণ্ঠস্থ করতে হবে, না হলে, দেবী-মাহাত্ম্য জানতে পারবে না।

উল্লাসিনী।—মহারাজ আমাকে একটি একটি অধ্যায় পড়িয়ে দিও, আমি ঠিক কণ্ঠস্থ করে দেব।

তখন উল্লাসিনী ঠাকুরের পদধূলি মস্তকে গ্রহণ করিল ও সেইস্থান হইতে প্রস্থান করিল।

বিংশ কথা।

বাইজী চম্পকা।

অদ্য অপরাহ্নে রাজা বীরসিংহ কাছারি বাটী হইতে প্রত্যাগমন করিয়া বিশ্রাম গৃহে বসিয়া আছেন, বেলা অবসান দেখিয়া উল্লাসিনী তাঁহার জলযোগের সমস্ত আয়োজন করিয়া দিল। গিরিধারী আসিয়া নানা বিধ মিষ্টান্ন ও সুমিষ্ট রসাল ফল রৌপ্য থালায় করিয়া রাজার সম্মুখে রাখিয়া গেল। রূপীবাবু রাজার এ দিকে ও-দিকে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। রাজা বলিলেন—রূপীবাবু, এস, একটু জলযোগ কর। রূপীবাবু সুন্দর পরিচ্ছদে শোভিত হইয়া নাচিতে নাচিতে নিকটে আসিয়া দাঁড়াইল। রাজা একটি ফলের অর্দ্ধভাগ নিজে ভক্ষণ করিয়া অপরার্দ্ধ রূপীবাবুর হস্তে প্রদান করিতেছেন, একটু মিষ্টান্ন নিজে গ্রহণ করিয়া আর একটু রূপীবাবুর হাতে

দিতেছেন। দিতে একটু বিলম্ব হইতেছে দেখিয়া রূপচাঁদের কিছু অসহিষ্ণুতা উপস্থিত হইল; সে ধীরে ধীরে হাত বাড়াইয়া রৌপ্য থালা হইতে ফল ও মিষ্টান্ন টানিয়া লইল ও আনন্দে ভক্ষণ করিতে লাগিল।

রাজা বলিলেন— রূপী বাবু, এ ফলটি কেমন মিষ্ট বল দেখি? রূপচাঁদ নয়ন-ভঙ্গি করিয়া দন্ত পাঁতি দেখাইল ও ক্রমে ক্রমে থালা ধরিয়া টানিতে লাগিল।

রাজা বলিলেন—রূপী বাবু, তুমিই যে সব খেলে? আমি খাব কি?

উল্লাসিনী দাঁড়াইয়া রঙ্গ দেখিতে ছিল, সে সক্রোধে বলিল, বাঁদরটা কি বাজাই হয়েছে! ওকে ঝাঁটা মেরে দূর করব।

এই বলিয়া সে থালা টানিয়া লইয়া দূরে নিক্ষেপ করিল, পরে স্বহস্তে থালাতে উত্তম উত্তম ফল আনিয়া সম্মুখে রাখিয়া গেল।

ইতোমধ্যে মন্ত্রী আসিলেন। তিনি উল্লাসিনীকে বাহিরে যাইতে দেখিয়া বলিলেন— উল্লাস কি হচ্চে?

উল্লাস বলিল, দেখুন রূপী বাবুর ভোজন হচ্চে!

মন্ত্রী রাজাকে অভিবাদন করিয়া বলিলেন—হুজুর, আজ রাত্রে আমোদ প্রমোদের জন্য সব প্রস্তুত রাখবার আদেশ ছিল আপনার উপদেশানুসারে নৃত্যগীতের বন্দোবস্ত করা হয়েছে।

রাজা।—বেশ, বেশ! বাইজীর কথা বলেছিলে,তার কি হল?

মন্ত্রী।—হুজুর, বাইজী এসেছে।

রাজা।—আচ্ছা যাও, অধিক রাত্রি না হয়। কাশী যাওয়ার বন্দোবস্ত করে রেখ।

"যে আজ্ঞে হুজুর," বলিয়া মন্ত্রী বহির্গমন করিলেন। তিনি বাসাতে গিয়া দেবীদাস ও ব্রহ্মদেবকে কাশী যাত্রার জন্য সব প্রস্তুত রাখিতে আদেশ প্রদান করিলেন।

এই সময়ে উল্লাসিনী পুনরায় রাজার বিশ্রাম গৃহে প্রবেশ করিল। রাজা বলিলেন—উল্লাস বাইজী এসেছে, আজ নাচ হবে শুনেছ?

উল্লাস বলিল—কোথায় বাইজী?

রাজা।—মন্ত্রী বলেছে, বাইজী এসেছে।

উল্লাস।—তাঁর ত আর ব'সে ব'সে কাজ নেই! ভগ্নদূত!

"ভাঙ্গা মঙ্গল-চণ্ডী, কুস্বপনের গোড়া!" যত নষ্টের গোড়া উনি। যা যেখানে দেখ্‌চেন এসে কাণে তুলে দিচ্ছেন!

বলিতে বলিতে উল্লাসিনী রাজাকে বাতাস দিতে বসিল।

কাছারি-বাড়ীতে বাইনাচ হইবে, মন্ত্রী তাহার সমস্ত উদ্‌যোগ করিয়া রাখিয়াছেন। বাইজী কলিকাতা হইতে দেশে যাইতেছে, পথে ঝিনিয়া-বাজারে আসিয়া দুইদিন রহিয়াছে মন্ত্রীবর ভীমপাল তাহার সংবাদ পাইয়া স্বয়ং বাইজীর সহিত সাক্ষাত করিয়া কৃতার্থ হইয়াছেন ও বন্দোবস্ত করিয়াছেন যে রাজ বাটীতে নৃত্যগীত হইলে রাজা সন্তুষ্ট হইয়া যত টাকা প্রদান করিবেন, তাহার অর্দ্ধাংশ তাঁহাকে দিতে হইবে। বাইজী সেই বন্দোবস্তে অদ্য রাজার কাছারি-বাটীতে নৃত্যগীত আরম্ভ করিবে। ক্রমে রাত্রি প্রায় এক প্রহর হইলে বাইজী আসিয়া আসরে নামিল। বহু ভদ্রলোকের সমাগম হইয়াছে, অবশেষে রাজা আসিয়া আসর সুশোভন করিয়া উপবিষ্ট হইলেন।

বাইজীর নাম চম্পকিয়া, সে দিল্লীর এক মুসলমানের কন্যা,

বয়সে ষোড়শিনী। তাহার বর্ণ ঠিক চাঁপা ফুলের ন্যায়, তাহার উপরে অধরে অলক্ত, অঙ্গুলিতে অলক্ত, হস্ত পদতলে অলক্ত ও কপোল দেশ অলক্ত রাগে রঞ্জিত! নয়ন যুগল ও ভ্রূ-যুগল কজ্জল রাগে উজ্জ্বল হইয়া শোভা পাইতেছে। সাপিনীর ন্যায় বেণীর গাঁথনি পৃষ্ঠদেশে আগুলফ প্রলম্বিত হইয়া হেলিতেছে দুলিতেছে। বাইজী নৃত্য করিতেছে ও গান করিতেছে, দেখিয়া শুনিয়া সকলে অবাক হইয়া আছেন, কেহবা বাহবা দিতেছেন।

রাজা, মন্ত্রী ও নিকটস্থ ভদ্র মণ্ডলী সকলে বসিয়া বহুক্ষণ নৃত্য গীত আমোদ সম্ভোগ করিলেন। বাইজী চম্পকার নৃত্য যেমন সুন্দর, সঙ্গীতও তেমনি সুমিষ্ট, অঙ্গ-ভঙ্গির চিত্তাকর্ষণ শক্তিও তদ্রূপ। নৃত্য দেখিলে বোধ হয় যেন স্বর্গের অপ্সরা আসিয়া নৃত্য করিতেছে! অনেকক্ষণ নৃত্যগীতের পরে রাজা মন্ত্রীকে বলিলেন,—মন্ত্রী, আজ এই পর্য্যন্ত থাক! এই বলিয়া রাজা অন্দর বাড়ীতে উঠিয়া গেলেন। মন্ত্রী বাইজীকে আতর গোলাপ ও তাম্বুল প্রদান করিয়া ক্ষান্ত হইতে আদেশ করিলেন। নৃত্যগীত বন্ধ হইলে সকলেই স্ব স্ব স্থানে গমন করিলেন। তখন মন্ত্রী বাইজীর নিকট অগ্রসর হইয়া তাহার কর্ণ মূলে বলিলেন,—বাইজী, তোমাকে অপেক্ষা করিতে হবে, আর সকলকে বিদায় দেও। তোমার প্রাপ্য টাকা এই দিলাম।

মন্ত্রীর আদেশে সকলেই বিদায় হইয়া গেল।

উল্লাসিনী ঠাকুরের নিকটে শুনিয়াছিল যে, পাল মহাশয় অদ্য রজনীতে আমোদ-প্রমোদ করিবেন, বাসা-বাটীতে যাইবেন না। তাহাতে তাহার কিছু সন্দেহ হয়, সেইজন্য সে প্রত্যূষে উঠিয়া কাছারি-বাটীতে গিয়া দেখিল, নাচ-ঘরের দ্বার উন্মুক্ত,

ভীমপাল বমন করিয়া তদুপরে মৃতবৎ পড়িয়া আছেন, ফেণরাশি ও মক্ষিকা পুঞ্জে মুখমণ্ডল আবৃত রহিয়াছে। উল্লাসিনী গিরিধারীকে কারণ জিজ্ঞাসা করিল। গিরিধারী বলিল—উল্লাস, কি আব বলব? রাত্রে বাইজী ঐ ঘরে ছিল, আমি লুকিয়ে দেখলাম, [illegible] খুলে [illegible] পাত্র-মশায়ের মুখে ধরতে লাগল, তিনি বারবার তাই খেতে লাগলেন, আর মাংস খেতে আরম্ভ করলেন। অধিক রাত্রে তিনি বমন করে করে অজ্ঞান হয়ে পল্লেন। তখন বাইজী তাঁকে লাথি মেরে মেরে ঐ বমির উপরে ফেলে দিলে। তার পরে বাইজী গোলাপ-পাশ থেকে গোলাপ জল ঢেলে নিজের মাথায় দিয়ে ঐ পার্শ্বের পালঙ্গের উপরে গিয়ে শয়ন করলে, দেখে আমিও শুতে গেলাম। তার পরে কখন যে সে চলে গিয়েছে তা আর জানি না।

উল্লাসিনী বলিল—আহা, "থেকে থেকে মনে পড়ে, ন'টে শাকের চচ্চড়ী!" গিরিধারী, পরের ধন পাই, ত বাহে বসে খাই। মন্ত্রীমশার তাই! তখন সে ছুটিয়া গিয়া রাজাকে সমস্ত কথা বলিল। রাজা আসিয়া মন্ত্রীর দুর্দ্দশা দেখিয়া একবারে অবাক হইয়া রহিলেন। পরে তিনি অনুসন্ধান করিয়া দেখিলেন, মন্ত্রীর সুবর্ণের ঘড়ী ও চ্যেন্ নাই, এবং পার্শ্বস্থ একটি ক্যাস্-বাক্স ভগ্ন অবস্থায় পড়িয়া আছে। রাজা সমস্ত অবস্থা বুঝিতে পারিয়া ভীম-পালের সুশ্রূষার জন্য গিরিধারীকে আদেশ করিয়া বিশ্রাম গৃহে গমন করিলেন। উল্লাসিনী বলিল—হুজুর আমি ত অনেক দিন থেকে আপনাকে বলচি। আজ ত স্বচক্ষে দেখলেন? এইরূপ মন্ত্রী যদি থাকে, তবে আমি আর এখানে এক দণ্ডও দাঁড়াব না। আজই আমি কলকাতায় রাণীমায়ের কাছে চলে যাব।' রাজা

বলিলেন—উল্লাস অত অধীর হয়োনা, দেখা যাক, কাশী যাওয়ার হুকুম দিয়েছি, এই কাজটা শেষ হলেই এসে মন্ত্রীকে দুর করে দেব। এরূপ লোককে আর আমি স্থান দেব না। তার এরূপ চরিত্র-দোষ আমি আর কখনও দেখি নাই।

একবিংশ কথা।

রাজা বীর-সিংহের মহত্ত্ব।

একদিন উল্লাসিনী একখানি ছিন্ন বস্ত্র পরিধাণ করিয়া রাজার সম্মুখে ভ্রমণ করিতেছিল। রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন—উল্লাস, তোমার ছেঁড়া কাপড় কেন? তোমার কি কাপড় নাই?

উল্লাস বলিয়াছিল—আমার কাপড় থাকবে না কেন? ও পাড়ার একটি মেয়ে আসে, তার কাপড় নাই! সে সাত টুকরা যোড়া দিয়ে একটু ন্যাকড়া পোরে আসে, তাই তাকে আমার কাপড় খানি দিয়েছি! আহা, তারা কোথায় পাবে?

রাজা দেখিলেন উল্লাসিনীর নয়নে জল আসিয়াছে। তিনি বলিলেন—তোমার কি অন্য কাপড় নাই?

উল্লাস।—নাই বল্যেই হয়। আমি কারো দুঃখ দেখে থাকতে পারি নে। তাই একে ওকে তাকে সব দিয়ে ফেলিচি।

রাজা।—আমাকে যদি বল ত আমি দিতে পারি, তোমার কাপড় গুলি কেন দেও?

উল্লাস।—আপনি আমাকে দেন, আমি তাদের দেই। আপনারই ত সব দেওয়া হল। এখানে চারিদিকে এত দুঃখী-লোক আছে যে তারা খেতে পায় না। আপনি যখন এখানে আসেন, তখনই ত ওদের সবাইকে একদিন খাওয়ান হয়ে থাকে তারা কত খুসী হয়ে হাত তুলে আশীর্ব্বাদ করতে করতে যায়।

সেই সময়ে রাজা সেই কথা শুনিয়া বলিয়াছিলেন—হাঁ, একদিন সবাইকে ভাল করে খওয়াতে হবে। তদনুসারে অদ্য কাছারি বাটীতে দীন-দরিদ্র অনাথাগণের ভোজন ও বস্ত্র-বিতরণ হইতেছে। দুরাদুর হইতে প্রায় দশ সহস্র লোক আসিয়াছে। উল্লাসিনী নিজে রাত্রিদিন পরিশ্রম করিয়া সমস্ত সুবন্দোবস্ত করিয়াছে। রাজা নিজ হস্তে সকলকে বস্ত্রদান করিলেন। দশ সহস্র লোক অন্ন বস্ত্র পাইয়া হাত তুলিয়া তুলিয়া "জয় মহারাজ বীরসিংহ!" বলিতে বলিতে চতুর্দ্দিকে চলিয়া যাইতেছে।

এই সকল কার্য্য শেষ হওয়ার পরে উল্লাসিনী দুঃখ প্রকাশ করিয়া বলিল—রাণী-মা আর জিতেন-দাদা দীনদুখীকে অন্ন-দান বস্ত্র-দান করতে বড়ই ভালবাসেন। আহা ছেলেদের পড়ার জন্যে কলকাতায় না থাকলেও রাণী-মায়ের চলে না! যখনি বাড়ী আসেন, তখনই কোথায় কে দুঃখ পাচ্চে, খেতে পাচ্চে না,—কার ব্যারাম হয়েছে, ঔষধ পথ্য পাচ্চে না, কেবল এই অনুসন্ধান করেন। হয়ত তাঁরা এত দিন বাড়ীতে এসেছেন।

রাজা বলিলেন— না, না, জিতু, সুরু, বীরু কেউ বাড়ীতে যায় নাই, গেলে পত্র দিত। আমি এখানেই আছি, তাই তারা জানে, কিন্তু এই লড়াইয়ের জন্য শীঘ্র আমি কাশী যাব, সে কথা তারা জানে না।

উল্লাস।—আপনি তাঁদের লেখেন নাই কেন?

রাজা।—মন্ত্রী লিখতে নিষেধ করেছে।

উল্লাস।—মন্ত্রীই আপনাকে ডুবাবে। মন্ত্রী আপনার জমীদারী নষ্ট ক'রে দিলে, সকলেই বলে।

রাজা।—উল্লাস, রাণীও ঐ কথা আমাকে পুনঃ পুনঃ বলেন। তিনি বলেন—তুমি সব উড়িয়ে দিয়ে গেলে, জীতু সুরু বীরুর উপায় কি হবে? আমি বলি, তারা তাদের অদৃষ্ট নিয়ে এসেছে তাদের অদৃষ্টে তারা খাবে। তাদের জন্য আমি রেখে যাব, আমার কার্য্য আমি ক'রে যাব না? দেশে যে সময়ে দুর্ভিক্ষ আরম্ভ হল, তখন লোকের কষ্ট দেখে আমি কি জিতুর নাম মনে ক'রে বসে থাকতে পারি! লক্ষ লক্ষ টাকা আমাকে চারিদিকে ছড়াতে হল, নইলে আরও কত লোক মারা যেত তার সংখ্যা নাই! তার পরে মহামারী উপস্থিত হল, তখন আর টাকা নেই, কি করি, ঝিনিয়া-জমিদারীর উত্তর খণ্ড বিক্রয় করতে হল। ঝিনিয়াতে বিদ্যালয় অভাবে ছেলেদের লেখা পড়া শিক্ষা হয় না, সে বারে সকলে এসে আমাকে ধরলে; সেই বার ঝিনিয়া-বিদ্যালয় স্থাপন করলাম। বীরনগরে ভাল চিকিৎসার অভাবে লোকের বড় কষ্ট হত, তাই আমি লক্ষ টাকা ব্যয় ক'রে বীরসিংহ-দাতব্য-চিকিৎসালয় স্থাপন করলাম! এই সব কারণেই বহু অর্থ ব্যয় হয়ে গিয়েছে, এ সব ব্যয় না ক'রে আমি থাকতে পারি না।

উল্লাস।—হুজুর, আপনার এই সব কাজে দেশময় আপনার যশ হয়েছে, সকলেই ধন্যি ধন্যি করচে। এই ঝিনিয়াতে একটা চিকিৎসার বন্দোবস্ত নাই, আপনি যদি একটি খয়রাতি চিকিৎসালয় করে দেন, তবে লোকের বড়ই উপকার হয়।

রাজা।—উল্লাস, সকলে আমাকে সেজন্যও ধরেছে, এ যখন আমার জমিদারী, তখন এর সকল দিকই আমাকে দেখতে হবে। দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন জন্য কালই বন্দোবস্ত করব।

উল্লাস।—হুজুর, তাহলে বড়ই ভাল হয়, লোকে আপনাকে হাত তুলে আশীর্ব্বাদ করবে। কিন্তু হুজুর, হ'লে কি হবে? "অর্দ্ধেক সব গোষ্ঠী, আর অর্দ্ধেক মা-ষষ্ঠী!" অপনাব মন্ত্রীই সে টাকার অর্দ্ধেক খাবেন।

রাজা।—উল্লাস ও কথা আর ব'ল না; দেখ ঈশ্বর আমাকে এত ধন ঐশ্বর্য্য দিয়েছেন, একা খাবার জন্য নয়। দশ জনকে প্রতিপালন করতে হবে। খাক খাক, কত খাবে? গরিব! আমার কাছে খেতে নিতেই এসেছে। ওতে যারা আঁটিসাটি-কৃপণতা করে, ভগবান তাদের হাতে আর ত ধন দেবেন না, ঐ পর্য্যন্ত বন্ধ করবেন। দেখ উল্লাস, একদিন রাণীতে আমাতে মেওয়া-বাগে গিয়েছি, তখন লোকে বাগানের গাছে জল দিচ্চে। কতকগুলি গরিব লোক দেখি, বড় বড় আমগাছের আর বড় বড় অশ্বত্থ গাছের গোড়ায় এক কলসি মাত্র জল ঢেলে দিয়ে পালাচ্চে! রাণী দেখে বল্যেন—পয়সা দিয়ে এদের রাখা কেন? এই সব বুড় গাছের গোড়ায় এক কলসি জল দিয়ে পয়সা নষ্ট করা কেন? বন্ধ করে দিন।

আমি বল্যাম, রাণি, ও পয়সা আমি বন্ধ করতে পারব না। গাছের গোড়ায় জল দেওয়া নয়, ও কেবল ঐ গরিবদের অন্ন-জল দেওয়া! জল দিক বা না দিক, ওদের প্রতিপালন করতেই হবে। দেখ উল্লাস, পয়সার নাম "খরচ"—এ কথা কি সকলে বোঝে?

উল্লাস্।—যার কাজ তারে সাজে! অন্যে তার কিবা বোঝে?

রাজা।—বীর-নগরে ভাল বিদ্যালয় নাই, সামান্য একটী আছে। সকলেই বলচে, একটি "বীরসিংহ-দাতব্য-বিদ্যালয়" স্থাপন করুন। বাড়ীতে গিয়েই সে চেষ্টা করতে হবে। তার পরে জিতুর বিবাহের জন্যও ভাবচি, সেও অনেক টাকার কাজ! পাত্রীও তেমন পাওয়া যাচ্চে না!

উল্লাসিনী বলিল—তার জন্য আর ভাবনা কি? আহা "বেঁচে থাক চূড়া-বাঁশী, কত শত মিল্‌বে দাসী।"

দ্বাবিংশ কথা।

প্রণবাশ্রম।

৺ কাশীধামে বরুণার উত্তর ভাগে একটি ত্রিতল বাড়ী, লোকে উহাকে প্রণবাশ্রম বলে। নিশীথ কাল, চন্দ্র কিরণে চতুর্দ্দিক উদ্ভাসিত হইয়াছে। ঐ ত্রিতল বাটীর সর্ব্বোচ্চ প্রকোষ্ঠ হইতে গবাক্ষ-পথে গঙ্গাবক্ষ দৃষ্টিপথে পতিত হইতেছে। ঐ প্রকোষ্ঠে গবাক্ষের নিকটে আশ্রমের অধিকারিণী প্রণব-দেবী পট্টবসন পরিধান করিয়া রত্ন-খচিত সুকোমল শ্যামল আসনে উপবিষ্টা। তাঁহার প্রৌঢ়াবয়বে গাম্ভীর্য্য শোভা পাইতেছে; সম্মুখে একটী সুগভীর গুহা তদীয় গাম্ভীর্য্যের অনুকরণ করিতেছে; ঐ গুহা প্রণব-দেবীর সমাধির স্থান। গুহার উপরেই আসন কমণ্ডলু অক্ষমালা, বিভূতি, ও পূজার্চ্চনার

নানাবিধ আয়োজন সজ্জিত রহিয়াছে! ধূপ গুগ্‌গুলের গন্ধে সেই প্রকোষ্ঠ আমোদিত। প্রণব-দেবীর কষিত কাঞ্চনের ন্যায় বর্ণ, যেন স্বর্ণ-প্রতিমা খানি পূজার জন্য স্থাপন করা হইয়াছে। তাঁহার গভীর ধীরতা-ব্যঞ্জক, চন্দ্র-বিম্বানুকারিণী উজ্জ্বল মুখশ্রী যেন তাপিত প্রাণে শান্তিবারি সিঞ্চন করিতেছে। কমলালয়ার ন্যায় কমল-দলানুকারী নয়ন যুগল আকাশের দিকে স্থির হইয়া আছে, দৃষ্টির চাঞ্চল্য নাই। তিল-পুষ্পানু-কারিণী সুন্দর নাসিকার শ্বাস প্রশ্বাসে বায়ুর তরঙ্গ নাই! প্রশান্ত চিত্ত-সাগরে চিন্তার তরঙ্গ নাই! মাতাজীর অঙ্গ-আভাতে সেই গৃহ পবিত্রতা-পূর্ণ হইয়া রহিয়াছে; এবং কি এক অপূর্ব্ব স্বর্গীয় সৌরভে সেই গৃহ পূর্ণ হইয়াছে! অস্ফুট-যৌবনা এক সুন্দরী তাঁহার নিকটেই উপবিষ্টা। পদ্মরাগ মণি যেমন আপন জ্যোতিতেই টলমল করে, সেইরূপ নিজ রূপ লাবণ্যে তিনি ঘর খানি আলো করিয়া বসিয়া আছেন। একখানি সুন্দর আসনের উপর যেন একটি স্থিরতার প্রস্তর-মূর্ত্তি কে বসাইয়া রাখিয়া গিয়াছে। অনেক ক্ষণ হইতে সেই গৃহ নীরব। সেই গৃহে নীরবতা যেন ঘনীভূত হইয়া দুইটী দৈব মূর্ত্তির প্রহরী রূপে বিরাজ করিতেছে! বহুক্ষণ পরে প্রণব-দেবী মৃদুস্বরে বলিলেন, কুমারি, আমার সঙ্গে এস।

কুমারী অস্ফুট রবে বলিলেন,—মা চলুন।

তখন সেই নিবীড় নিস্তব্ধ গম্ভীর গুহার মধ্যে অস্পষ্ট আলোকে প্রবিষ্ট হইয়া প্রণব-দেবী আপন আসনে উপবিষ্টা হইলেন, ও অন্য আসনে কুমারীকে আপনার সম্মুখে বসাইলেন। তিনি পদ্মাসনে সমাসীনা হইয়া অর্দ্ধোন্মীলিত নেত্রে ক্ষণকাল

স্থিরতা অবলম্বন পূর্ব্বক স্থাণুর ন্যায় অবস্থান করিতে লাগিলেন। ব্রহ্মধ্যানে নিমগ্ন হওয়াতে তদীয় সূক্ষ্ম প্রাণবায়ু, তেজ ও স্থূল বায়ুকে ভেদ করিয়া অব্যক্ত চৈতন্য-রসে পরিপূর্ণ আকাশ মধ্যে অবস্থিতি করিল। হঠ্‌যোগে হঠাৎ বিষম ভাব আনয়ন করিয়া উৎকট ক্লেশ মূর্চ্ছা ও মৃত্যু পর্য্যন্ত সংঘটিত করিতে পারে, এই জন্য প্রণব-দেবী হঠ্‌যোগের দ্বারা আকাশে চিত্ত লয় করেন নাই। উগ্র তপস্যা বা হঠ্‌যোগের কঠোরতার পরিবর্ত্তে তিনি কেবল বিচার, ধ্যান, সংযম ও একান্ত মনোযোগ বলেই তাদৃশ অবস্থা লাভ করিয়াছিলেন। তিনি বলেন, একমাত্র প্রবোধ-পূর্ণ তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, অন্য উপায় অবলম্বন না করিয়াও উদ্দালক মুনির ন্যায় নিত্য সত্য উজ্জ্বল রসপূর্ণ সেই পূর্ণব্রহ্মের পরম পদ লাভ করিতে সক্ষম হইয়া থাকে। এই হেতু প্রণব-দেবী কেবল ধ্যান-বলে কেবলী-ভাবাপন্না হইয়া অমৃত-দেশের মধ্যে গিয়া অমৃত-ভাব ধারণ করিলেন।

শারদাকাশের সুধাকরের ন্যায় তদীয় চৈতন্য রূপ "হংস" চিদানন্দ-সাগরে পরিশোভিত হইল। তাঁহার চতুর্দ্দিকে গগন-বিহারী অমর বৃন্দ, সুর-ললনা গণকে সঙ্গে লইয়া এবং সিদ্ধ ও সাধ্য গণ অসাধারণ সিদ্ধি সমূহকে সঙ্গে লইয়া আসিয়া পরি-ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। প্রণব-দেবী তাঁহাদিগের প্রতি দৃকপাত না করিয়া পরম পদে প্রতিষ্ঠিত রহিলেন। তিনি সেই মহা রসায়নের মধ্যস্থা হইয়া পরমানন্দ-পূর্ণা হইলে তদীয় প্রাণ অমৃত-কিরণ বিকীর্ণ করিতে লাগিল, সেই অমৃত-কিরণের প্রতিবিম্ব সম্মুখস্থিতা কুমারীর মন-প্রাণে পতিত হইয়া অপূর্ব্ব তন্ময়-ভাব রচনা করিল।

প্রণব-দেবী সমাধিস্থা হইয়া কুমারীর দেহ-মনে শক্তি সঞ্চার করিলেন। সেই শক্তি লাভ করিয়া কুমারী দেখিতে পাইলেন, সাগর বক্ষে তরঙ্গ যেমন নাচিতে নাচিতে মিশাইয়া যায়, তিনিও তেমনি সেই মাতৃক্রোড়ে নাচিতে নাচিতে মিশাইয়া যাইতেছেন। ক্রমে তাঁহার চিত্ত-প্রবাহ রুদ্ধ হইয়া আসিল। কুমারী সেই অমৃত-রসে তন্ময় হইয়া আনন্দ সমাধি লাভ করিলেন। সেই নিভৃত গুহামধ্যে এইরূপ নীরব-নিস্তব্ধ ভাবে তাঁহারা কতক্ষণ সমাধিস্থ ছিলেন, এবং কুমারী সেই অবস্থায় কি কি উপলব্ধি করিলেন তাহা কে বলিবে? পরে দেবী নানাবিধ ক্রিয়া-কলাপের দ্বারা কুমারীকে ভৈরবী-চক্রে দীক্ষিত করিলেন; অবশেষে তাঁহারা গুহা হইতে উঠিয়া দেবীকক্ষে আসিলেন এবং উভয়ে আসন গ্রহণ করিয়া নীরবে উপবিষ্টা রহিলেন।

অনেক ক্ষণ পরে মাতাজী প্রণব-দেবী বলিলেন—বৎসে, এই যে তুমি দীক্ষিত হলে, তাতে তোমার মনে শান্তির উদয় হয়েছে ত? ভয় দূর হয়েছে ত? কুমারী বলিলেন,—মা, আর আমার ভয়ের সম্ভাবনা নাই, আমি প্রাণে অপূর্ব্ব শান্তি লাভ করেছি।

দেবী বলিলেন, বৎসে, এই মহাচক্রের সাধুগণ তোমাকে রক্ষা করবার জন্য সবাই সমবেত হয়েছেন, শীঘ্রই কার্য্য সম্পন্ন হবে, আর চিন্তা নাই! কার সাধ্য এখানে প্রবেশ করে? আমি সমাধিতে ভূপেন্দ্র-নারায়ণকে স্মরণ করেছি, সে শীঘ্র আসবে। চিন্তা নাই।

কুমারী।—মা, কি রূপে তিনি এ সংবাদ জানতে পারবেন?

দেবী।—বৎসে, তাড়িৎ-বার্ত্তার ন্যায় মনো-জগতের ব্যোম-

বার্ত্তায় সূক্ষ্মতম বায়ুর চালনা দ্বারা, সকল সংবাদই লওয়া যায় ও দেওয়া যায়। তোমার ভবিতব্যের চিত্র খানি স্থির পরব্যোমে আমার সম্মুখে ক্রমেই স্পষ্ট হয়ে উঠছে!

কুমারী।—মা আপনি সকলই জানচেন। আমরা আপনারই সন্তান; সন্তানের রক্ত-প্রবাহ ও চিত্ত-প্রবাহ জননী অনুভব করতে পারেন। মা, আপনার সন্তান সন্ততি আপনি রক্ষা করুন।

রক্তপদ্মের ন্যায় কর উত্তোলন পূর্ব্বক দেবী বলিলেন,—মাভৈঃ মাভৈঃ! অচিরেই তোমরা প্রেমের বন্ধনে আবদ্ধ হবে ও অমৃতের আস্বাদন প্রাপ্ত হবে।

বৎসে, এই মৃত্যুময় অনিত্য সংসারে আর কিছুই সত্য নয়, কেবল প্রকৃত ভালবাসাই সত্য। মাঠের শ্যামল দূর্ব্বাদলগুলিও আমি ভালবাসি। তাতেও মনের কত সুখ! যখন দেবাসুরে অমৃত লয়ে বিবাদ হয়, তখন দূর্ব্বাদলে অমৃত পতিত হয়, তাতেই দূর্ব্বা অমর হল। তৃণেও অমৃত মাখান আছে। মানুষের হৃদয়ে, বিশেষতঃ নারী-হৃদয়ে মহামায়া কত যে অমৃত ঢেলে রেখেছেন তার সীমা নাই! চণ্ডীতে আছে,—

"স্ত্রীয়াঃ সমস্তা স্তব দেবি ভেদাঃ।" স্ত্রী মাত্রেই মহামায়ার অংশ, নারীতে মহামায়ার মধুরশক্তি উজ্জ্বলরূপে প্রকাশ পাচ্ছে! তাতে যদি অমৃত না থাকে, তবে আর থাকবে কোথায়? আশীর্ব্বাদ কার, তোমাদের হৃদয়ে অমৃত প্রকাশিত হোক।

কুমারী।—মা শুনেছি, রাজা বীরসিংহ শত্রু পক্ষ অবলম্বন করে একটা যুদ্ধ উপস্থিত করবেন। কিন্তু শুনেছি, এই চক্র যুদ্ধ-নীতির পক্ষপাতী নয়। শত্রু উপস্থিত হলে কি হবে?

দেবী।—বৎসে, বিশ্বজননীর ভক্ত সন্তানগণ একটি পিপীলিকারও প্রাণ সংহার করতে ইচ্ছা করেন না। তাঁরা একটি ললিত লতার অগ্রভাগও ছিন্ন করতে চান না। আত্মরক্ষাই তাঁদের উদ্দেশ্য।

তাঁরা ইন্দ্রত্ব চান না। তামসিক রাজসিক ভাবেই যুদ্ধাদি পরিচালিত হয়। মায়া-মুগ্ধতাই যুদ্ধ-অশান্তির হেতু। ভক্তগণ শুদ্ধ সাত্ত্বিক ভাবে থাকেন, তাঁরা জগতের সমর নীতির মূলোচ্ছেদ জন্য বদ্ধ-পরিকর। শ্রীকৃষ্ণের কংশবধ ও কুরুক্ষেত্র বাহ্যভাব মাত্র। গীতা ও চণ্ডী, বাহ্য জড়ীয় ভাব উপলক্ষ ক'রে নিষ্কাম সাত্ত্বিক মুক্তিতত্ত্বই শিক্ষা দিয়েছেন। যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের গোপীলীলাও চিন্ময়, কুরুক্ষেত্রও চিন্ময়। যদি এখানে শত্রু সমাগম হয়, তবে যাঁর আশ্রম, তিনিই রক্ষা করবেন। আত্ম-রক্ষা করতে পরমাত্মাই যথেষ্ট। বৎসে, ঐ পরমাত্মায় দৃষ্টি কর—এই বলিয়া তিনি নীরব হইলেন। আবার সেই গৃহে স্বর্গীয় নিস্তব্ধতা প্রহরার ন্যায় উঠিয়া দাড়াইল। দেবীদ্বয় স্থিরাসনে উপবিষ্টা—শ্বাস স্থির, দৃষ্টি স্থির, মন স্থির। চিত্ত-প্রবাহ নিরুদ্ধ হইয়া আসিল।



ত্রয়োবিংশ কথা।

সন্ন্যাসিনী।

এ দিকে রাজা বীরসিংহ স্বদল বলে কাশীধামে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। বরুণার দক্ষিণ ধারে একটি বিস্তীর্ণ স্থানে কয়েকটি বাড়ী আছে, সেই সকল বাড়ীতে সকল লোক অবস্থিতি করিতেছে, রাজা নিজে একটি পৃথক বাড়ীতে আছেন। বিমলা দেবীর একটি পৃথক বাটী নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

বেলা অবসান হইয়াছে। রাজা আপন বাসাবাটীর বৈঠকখানায় বসিয়া আছেন; কুমারী কোথায় কি ভাবে আছেন, কিরূপে তাহার অনুসন্ধান লওয়া যাইবে, মন্ত্রীর সহিত তাহার পরামর্শ করিতেছেন।

রাজা।—মন্ত্রী, বরুণার পারে তারা কোথায় কি ভাবে আছে, আগে জানতে হবে, তার চেষ্টা কর।

মন্ত্রী।—হুজুর, সেই আশ্রমের অন্দরে প্রবেশ করতে না পারলে কিছুই স্থির করা যাবে না। উলসীই এই কার্য্যের উপযুক্ত। সে ভিন্ন অন্দরে প্রবেশ ক'রে দেখে আসা অন্যের কর্ম্ম নয়।

রাজা।—তা বেশ বলেছ।

মন্ত্রী উল্লাসিনীকে ডাকিয়া বলিলেন, উল্লাস, তোমাকে একটী কাজ করতে হবে, বরুণার পারে গিয়ে সেই আশ্রমের অন্দরে প্রবেশ ক'রে সব জেনে শুনে এস, আর দেখে এস, কুমারী কোথায় আছেন, কি ভাবে আছেন। উল্লাস বলিল, হুকুম হলেই পারি, আর বলতে হবে না, আমি এখনি যাব।

এই বলিয়া সে অন্য কক্ষে প্রবেশ করিল। উল্লাসের উল্লাস দেখিয়া সকলেই উল্লাসিত! এদিক ওদিক একটু ঘুরিয়া ফিরিয়া, সে মন্ত্রীবরের বাসার দিকে চলিল, শেষে দেবী-দাসের পাক-শালায় গিয়া দেখিল, ঠাকুর একাকী বসিয়া আছে।

ঠাকুর তাহাকে দেখিয়াই বলিল, শক্তি, কি মনে করে?

উল্লাস।—ঠাকুর, বড় সুযোগ হয়েছে। রাজা বলেছেন—দেবীর আশ্রমে গিয়ে কুমারী কোথায় কি ভাবে আছেন, দেখে আসতে হবে। আমি দেখলাম ভালই হল, আমিও ঐ পথ খুঁজছিলাম, ভগবানই সে পথ দেখিয়ে দিলেন। এখন বল দেখি কিরূপ সময়ে যাই, কি ভাবেই বা যাই? আমি ত গিয়ে দেবীর চরণ দর্শন করব, কিন্তু কুমারীকে কিছু সাবধান করে দিয়ে আসব কি না? আর দেখ আমার ত দর্শন এই সুযোগেই হবে, কিন্তু ঠাকুর, তোমার দর্শনের উপায় কি? দুজনে এক সঙ্গে গিয়েই দর্শন করব ভেবে ছিলাম, তাত হল না, আমার কপাল খুলচে আগে! মহারাজ আমি কি পুণ্য করেছিলাম, বল দেখি?

ঠাকুর।—শক্তি, তোমার পুণ্যের কথা কি বলব? বুঝি তোমার কর্মভোগের অবসান হয়ে এসেছে। দেখ শক্তি, তুমি অনেক সাজ সেজেছ, আজ সেই বৈকুণ্ঠের সাজে সজ্জিত হও। এস আমি আজ তোমাকে সন্যাসিনী সাজিয়ে দেই, আর আশীর্ব্বাদ করি, তুমি চির সন্ন্যাসিনী হও।

সন্ন্যাসিনীর বেশে ঠিক সন্ধ্যার পরে ভজন গাইতে গাইতে আশ্রমের দ্বারে গিয়ে উপস্থিত হবে। কুমারীকে আর সতর্ক করতে হবে না। তাঁরা সতর্ক আছেন। এখন দেখ,

আমরা যখন মনিবের কার্য্য স্বীকার করেছি, তখন আগে মনিবের কার্য্য করব, তার পরে আপন পথ দেখব। দেখ শক্তি, দুর্য্যোধন বড় পাপী ছিলেন, তথাপি মহাজ্ঞানী ভীষ্ম দ্রোণ তাঁর অন্ন গ্রহণ করেছিলেন ব'লে তাঁর পক্ষ হয়ে যুদ্ধ করেছিলেন। আমাদেরও তাই করতে হবে। তুমি ত আগেই দেবীর চরণ দর্শন পাবে, কিন্তু আমি যে কি রূপে দর্শন পাব, তা ভেবে স্থির করতে পারচি না।

উল্লাস।—ঠাকুর আমি এক কথা বলি শোন,—তুমিও মেয়ের বেশে আমার সঙ্গে চল। তোমার যেমন চেহারা, তাতে তুমি মেয়ে সাজলে তোমাকে ঠিক মেয়ের মত দেখাবে, কেউ পুরুষ ব'লে বুঝতে পারবে না।

ঠাকুর।—না, না, না, তা হবে না। সেখানে একবার গেলে আর আমি মনিবের কার্য্য করতে পারব না! আগে আমার কর্ত্তব্য কার্য্য শেষ করি, তার পরে আমি শান্তিময় অবস্থাতে গিয়ে দেবীর চরণ দর্শন করব। এখন এস, তোমাকে সন্ন্যাসিনী সাজিয়ে দেই।

এই বলিয়া ঠাকুর উল্লাসিনীকে আপন সম্মুখে বসাইয়া তাহার অঙ্গ-বস্ত্র উন্মোচন করিল। ভস্ম রাশি লইয়া প্রথমে তাহার চরণে নিক্ষেপ করিল, পরে বক্ষ ও পৃষ্ঠে মাখাইয়া বদন মণ্ডলে লেপন করিল, অবশেষে কেশ-পাশে ভস্মাচ্ছাদন দিয়া জটাজুটের ন্যায় বন্ধন করিয়া দিল।

উল্লাসিনী বলিল,—ঠাকুর, তুমি কি আর জন্মে মেয়ে মানুষ ছিলে?

ঠাকুর।—কেন?

উল্লাস।—তোমার হাত দুখানি আমার হাত হতেও কোমল! আমার মাসীর হাত ঐ রূপ পদ্ম ফুলের মত ছিল।

ঠাকুর।—হাঁ, তা সত্য।

এই রূপে বিভূতি-সজ্জা করিয়া দিয়া ঠাকুর নিজের এক খানি গৈরিক বস্ত্র বাহির করিল, এবং ঐ বস্ত্র আজানুলম্বিত করিয়া উল্লাসিনীর কক্ষ-তল বেষ্টন পূর্ব্বক বক্ষঃস্থলে বন্ধন করিয়া দিল। পরে সে তাহার বাম হস্তে একটি "এক তারা" ও দক্ষিণ হস্তে একটি কমণ্ডলু প্রদান করিল। সে উল্লাসিনীর গল-দেশে রুদ্রাক্ষ-মালা পরাইয়া দিয়া বলিল—শক্তি, আজ তুমি "সন্ন্যাসিনী" হ'লে। সন্ন্যাসিনী ব'লেই তোমার পরিচয় দিও, আর আশ্রমের দ্বারে গিয়ে একতারাতে সুর সংলগ্ন ক'রে ভজন আরম্ভ করবে। তোমার যে মধুর কণ্ঠ, তাতেই দেবীর নিকট প্রবেশ লাভ করতে পারবে। তখন উল্লাসিনী দেবীদাসকে প্রণাম করিয়া তাহার পদধূলি মস্তকে গ্রহণ করিল এবং বলিল—মহারাজ, এখন আমি আসি। আশীর্ব্বাদ কর যেন আমার দেবী দর্শন হয়।

ঠাকুর বলিল,—দেবী তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করুন। সন্ধ্যার অন্ধকারের মধ্যে সন্ন্যাসিনী নিঃশব্দে বহির্গত হইলেন।



চতুর্বিংশ কথা।

দেবী দর্শন।

সন্ধ্যার পরে প্রণবাশ্রমে দেবালয়ে আরতির উদ্‌যোগ হইতেছে। সন্ন্যাসিনী তথায় উপস্থিত হইয়া আশ্রমের বহির্ভাগে একবার চতুর্দ্দিক ঘুরিয়া দেখিয়া আসিলেন। পরে তিনি ধীরে ধীরে দেবালয়ে প্রবেশ করিয়া ঠাকুর-মন্দিরের সম্মুখে প্রণাম করিয়া দাঁড়াইলেন। দেবালয়ে আবাল বৃদ্ধ বনিতা বহু লোকের যাতায়াত হইতেছে। সকলেই সন্ন্যাসিনীর সমুজ্জ্বল মুখকান্তি দর্শনে আশ্চর্য্যান্বিত হইতেছে। অমরেন্দ্র-নাথ প্রণবাশ্রমে আসিয়া প্রতি দিন সন্ধ্যায় আরতি দর্শন করেন; অদ্যও দেবালয়ে দাঁড়াইয়া আছেন, সহসা সন্ন্যাসিনীর দিকে তাঁহার দৃষ্টি পতিত হইল। তিনি দেখিলেন, সন্ন্যাসিনী পূর্ণ-যৌবনা, বিভূতি সজ্জায় সেই রূপরাশি যেন চতুর্গুণ ফুটিয়া উঠিতেছে। জল রাশির উপরে কমল দল যেমন টলমল করে, সেইরূপ সেই রূপরাশির উপরে সন্ন্যাসিনীর প্রশস্ত নলিনী-নয়ন টলমল করিতেছে।

অমরেন্দ্র-নাথ নিকটে গমন করিয়া বলিলেন,—মা, এই স্থানে আসুন, আসন গ্রহণ করুন।

সন্ন্যাসিনী বাক্য ব্যয় না করিয়া গিয়া আসন গ্রহণ করিলেন, ও একতারাতে ঝঙ্কার দিয়া সুর লাগাইয়া, সেই বীণা-বিনিন্দিত কণ্ঠে সুরের লহরী ছাড়িলেন। সেই সুমধুর সুরলহরী দেবালয় প্রতিধ্বনিত করিয়া গগন পথে উত্থিত হইতে লাগিল।

দেবালয়ের সকল লোক অবাক হইয়া শুনিতে লাগিলেন। পরে সন্ন্যাসিনী গান ধরিলেন,—দেবীদাসের শিক্ষা, সেই গান সন্ন্যাসিনী পুরবী রাগিণীতে গাইতে আরম্ভ করিলেন—

গীত।

মা হ'য়ে দিবে না দেখা, এ দুঃখ আর কোথা রাখি ?
না হেরিয়ে মাতৃ মুখ, আমি মরমে মরিয়ে থাকি !
কুসন্তান যদি হয়, কুমাতা কখনো নয়,
এ কথা বিশ্বাসে মাগো, বিশ্বময়ি তোমায় ডাকি !
দিবা নিশি ডাকি ওগো, কুণ্ডলিনি, জাগ জাগ,
দেহ ত দিয়াছি মাগো, প্রাণ দিতে আছে বাকি !

সন্ন্যাসিনী ঘুরাইয়া ফিরাইয়া গানটি দুই তিন বার গাইলেন। যাঁহারা শুনিতে ছিলেন, সকলেই নয়ন জলে ভাসিতে লাগিলেন। সন্ন্যাসিনী একতারা রাখিয়া বিশ্রাম লাভ করিলেন।

তখন আরতির সময় হইয়াছে। সমস্ত দেবালয় শতশত আলোক মালায় সুশোভিত হইয়াছে। সিংহদ্বারের উপরে নহবৎ বাজিয়া উঠিল। ধূপদীপগন্ধে চতুর্দ্দিক আমোদিত হইল। শঙ্খ ঘণ্টা কাঁসর ধ্বনিতে সমস্ত দেবালয় প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। বহুক্ষণে আরতি সম্পন্ন হইল, আবাল বৃদ্ধ বনিতা সকলেই ভূমিষ্ঠ হইয়া দেবালয়ের সম্মুখে প্রণাম করিয়া চলিয়া গেল। তখন অমরেন্দ্র-নাথ সন্ন্যাসিনীর নিকটে গিয়া বলিলেন—মা, আপনি কোথা হতে আসচেন? আপনি যদি আজ এখানে বিশ্রাম করেন, তাহলে আমরা কৃতার্থ হব।

সন্ন্যাসিনী।—দেবীর চরণ দর্শন জন্য এসেছি, দর্শন করেই স্বস্থানে গিয়ে বিশ্রাম করব।

অমরেন্দ্র বলিলেন,—মা আপনি আমার সঙ্গে আসুন, আমি আপনাকে দেবীর নিকটে নিয়ে যাব।

সন্ন্যাসিনী অমরেন্দ্র-নাথের সঙ্গে চলিলেন, ও উজ্জ্বল আলোক মালার মধ্য দিয়া অমরেন্দ্র নাথের সহিত প্রণব দেবীর নিকটে গিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি দেবীকে প্রণাম করিয়া পদধূলি লইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন।

দেবী বলিলেন,— বাছা, এসেছ? বস। সন্ন্যাসিনী বসিলেন, পরে ক্রমে দেখিতে লাগিলেন, দেবী যেন মানবী নহেন, জ্যোতির্ম্ময়ী প্রতিমা। তাঁহার পার্শ্বে অনতি দূরে কুমারী বসিয়া আছেন। তাঁহার সেই শরচ্চন্দ্র-বিম্বমাখা মুখমণ্ডল দেখিয়াই তিনি তাঁহাকে চিনিতে পারিলেন। সেই কক্ষ দিব্য আলোকে সমুজ্জ্বল ও কি এক অপূর্ব্ব সৌরভে পূর্ণ। অমরেন্দ্র নাথের ন্যায় দেবাত্মা সকল চারিদিকে দণ্ডায়মান। সন্ন্যাসিনীর বোধ হইল—সেই স্থানটি যেন এই পৃথিবীর নহে।

সন্ন্যাসিনী বলিলেন,—মা, তুমি কি আমার মা? আমি আমার মাকে খুঁজে বেড়াচ্চি।

দেবী।—হাঁ বাছা, এখন তুমি যাও, নিজের কর্ত্তব্য কার্য্য শেষ ক'রে তবে আবার এস। কর্ত্তব্য কার্য্য শেষ ক'রে এলেই তখন শান্তি লাভ করবে।

সন্ন্যাসিনী নয়ন জলে ভাসিয়া বলিলেন, মা আর কত দিন?

দেবী।—বাছা তোমার কর্ম্মভোগ অবসানের আর বিলম্ব নাই। এখন স্বস্থানে যাও, আবার এস।

সন্ন্যাসিনী বহুক্ষণ নীরবে দেবীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন, পরে নয়ন-জল মুছিয়া দেবীকে প্রণাম করিয়া

অমরেন্দ্রের মুখের দিকে চাহিলেন। তখন অমরেন্দ্র-তাহাকে সঙ্গে লইয়া বহির্দ্বার দেখাইয়া দিলেন। সন্ন্যাসিনী তাঁহাকে প্রণাম করিয়া প্রস্থান করিলেন।

রাত্রি অধিক হইয়াছে, তখন সন্ন্যাসিনী মন্ত্রীবরের বাসা বাটিতে গিয়া উপস্থিত। অন্ধকারের মধ্যে গোপনে উল্লাসিনী ঠাকুরের নিকট গিয়া বলিল, মহারাজ, তোমার জয় হোক।

ঠাকুর।—শক্তি এসেছ? খোল, বেশ ভূষা খুলে পুকুরে গিয়ে বিভূতি ধুয়ে এস। সব দিকে মঙ্গল ত?

উল্লাস।—হাঁ, ঠাকুর তোমার আশীর্ব্বাদে আজ আমার দেবী দর্শন হল। ঠাকুর, সে যে কি সুন্দর স্থান, তা আর তোমায় বলব কি? আর মাতাজীকে দেখে এলাম, তিনি মানুষ নন, তিনিই জগতের মা।

ঠাকুর।—শক্তি তুমিই ধন্য! মা তোমাকে কি বল্যেন?

উল্লাস।—মা বল্যেন, বাছা, নিজের কর্ত্তব্য কাজ শেষ ক'রে আবার এস, তোমার কর্ম্ম-ভোগ প্রায় শেষ হয়েছে।—তাই শুনে আমি আর বেশী কথা বলতে পারলাম না।

ঠাকুর।—তবে ত মা তোমাকে তাঁর কাছে যাবার জন্য আদেশ করেছেন। আহা আমার ভাগ্যে কি তা হবে?

উল্লাস।—ঠাকুর, হবে না কেন? শোন, আমি এক বুদ্ধি করেছি। আমি রাজাকে ব'লে রাখব যে, আমি এখান হতে বৃন্দাবন দর্শন করতে যাব। আর তোমার ত কথাই নাই, তুমি আজ আছ, কাল নেই; তোমার কে কি করবে? তুমি ব'লে রেখ যে, তুমি আর বাঙ্গলাদেশে যাবে না, এখান হতে বাড়ী

যাবে। এই ব'লে দুজনে লুকিয়ে থাকব। ওরা সবাই দেশে চলে যাবে, আমরা এখানেই থাকব।

ঠাকুর।—আচ্ছা শক্তি, আমার জন্য তোমার চিন্তা নাই, আমি আগে মনিবের কার্য্য শেষ করি, তার পরে দেখা যাবে। তুমি তোমার পথ পরিষ্কার করে রেখ।

উল্লাস।—ঠাকুর, দেবীর আশ্রম ত দেখে এলাম। কুমারীকে সেই খানেই দেখলাম। আশ্রমের সন্ধান সব রাজার কাছে ঠিক ঠিক বলব কি? তা যদি বলি, তবেত এরা সচ্ছন্দে গিয়ে প্রবেশ করবে। কিন্তু সকল সন্ধান না জানতে পেলে প্রবেশ করতে অনেক কষ্ট ও বিলম্ব হবে, হয়ত ঢুকতেই পারবে না।

ঠাকুর।—দেখ শক্তি "যা হবে তা হবেই"। সেইটিই দেবীর ইচ্ছা। ভবিষ্যৎ-দর্শী যোগী গণ সেইটি পূর্ব্ব থেকেই আত্ম শক্তিতে জানতে পান। এই বিবাহ হবেই, সেজন্য তোমা র চিন্তা নাই।

উল্লাস।—মহারাজ "যা হবে তা হবেই" তবে লোকের এত ব্যাকুলতা আর এত প্রাণপণে চেষ্টা করারই বা কারণ কি?

ঠাকুর।—শক্তি তবে শোন—কতক গুলি চোর রাত্রি হলেই চুরি করতে যাবে, ভেবে বসে ছিল। সকলে মিলে পরামর্শ ক'রে বসে আছে, কিন্তু সন্ধ্যা আর হয় না। তারা অনেক ক্ষণ বসে থেকে থেকে অধীর হয়ে উঠল। তখন তাদের সর্দ্দার বল্লো, ভাই, চেষ্টার অসাধ্য কর্ম্ম নাই। সন্ধ্যা হতে ত এখনও অনেক বিলম্ব আছে দেখতে পাচ্চি, যাতে এখন শীঘ্র সন্ধ্যা হয়, চল সকলে মিলে তার চেষ্টা করি।

সকলে বলিল—কি করা যায় বলুন! সর্দ্দার বলিল, এক

কাজ আছে, চল সকলে মাঠে যাই, সেখানে গিয়ে উপায় করা যাবে। সেই কথা শুনিয়া সকলে মিলিয়া পরমোৎসাহে মাঠে গিয়া উপস্থিত হইল। সর্দ্দার বলিল, দেখ সূর্য্যবেটা-ত বড়ই পাজী, এখনও অস্তে যায় না, সকলে মিলে এই চষাভুঁই থেকে বড় বড় ঢিল নিয়ে নিয়ে সূর্য্যবেটাকে মার, ঢিলের চোটে বেটা এখনি পালাবে। মারের চোটে ভূত পালায়, ও বেটা কতক্ষণ থাকবে? এই কথা শুনবা মাত্রেই দস্যুদল মহা উৎসাহে সূর্য্যের দিকে ঢিল নিক্ষেপ করিতে আরম্ভ করলে। ঢিলের উপরে ঢিল, তার উপরে ঢিল, শতশত ঢিল একযোগে মারতে মারতে দেখে সূর্য্যদেব একটু সরে গেলেন। সর্দ্দার অমনি চীৎকার ক'রে সদর্পে বলে উঠল, দেখলি দেখলি ঐ দেখ, বেটা যাবে না? ওর বাবা যাবে। মারের চোটে ভূত পলায়, জানিস? মার ঢিল, মার ঢিল। বলবা মাত্রেই ক্রমাগত শত শত ঢিল সবেগে নিক্ষিপ্ত হতে লাগল। ঘণ্টা দুই ঢিল নিক্ষেপের পরে যথা সময়েই সূর্য্যদেব অস্তাচলে গমন করলেন। তখন সর্দ্দারের আস্ফালন দেখে কে? সকলে মিলে জয়োল্লাসে লাফাতে আরম্ভ করলে। সর্দ্দার তখন সগর্ব্বে সকলকে বল্যে—ভাই, চেষ্টার অসাধ্য কর্ম্ম নাই! দেখ সূর্য্য অস্তে গেল কি না? এইবার চল আমরা বহির্গত হই।

শক্তি, সাধারণ লোকে এই রূপেই চেষ্টা করে থাকে। যা হবার তা যথা সময়েই হয়ে থাকে, তবে ততক্ষণ মনুষ্যের ধৈর্য্য থাকে না ব'লে, সুস্থির হয়ে বসে থাকতে পারে না। তাই ঐরূপ ছুটাছুটি ও ঢিল ছোড়াছুড়ি আরম্ভ করে। সূর্য্যকে যেমন ঢিল ছুড়ে একবিন্দুও সরান যায় না, তেমনি জগতের একটি কার্য্য বা

একটি তৃণও শুধু আমাদের ইচ্ছায় সরাবার যো নাই। যাঁরা একান্ত স্থিরতা অবলম্বন করতে শিখেছেন, তাঁরাই কেবল পরিণাম লক্ষ্য ক'রে, স্থির হয়ে থাকতে পারেন। তাঁরাও কখন কখন একটু একটু জীব-চেষ্টা দেখান। শক্তি, এই বিবাহ অনিবার্য্য, তুমি নিশ্চিন্ত থাক, রাজা বীরসিংহের শত সহস্র ঢিল নিক্ষেপেও এই বিবাহ-সূর্য্য একটুও সরবে না।

উল্লাস।—মহারাজ তুমি ভবিষ্যৎ বলতে পার, তুমিই জান, আমাদের ভয় হয়। তবে রাজার কাছে সব কথাই বলব কি?

ঠাকুর।—যেরূপ দেখে এলে, ঠিক সেই রূপই বলবে তা হলেই তোমার কর্ত্তব্য কাজ করা হল। তার পরে তারা যা জানে, করবে। কুমারীর রক্ষার জন্য আমাদের ভাবতে হবে না। যিনি রক্ষা করচেন, তিনিই রক্ষা করবেন। আমরা এখন এদের কার্য্য শেষ ক'রে দিয়ে বিদায় হতে পারলেই উত্তম।

উল্লাস।—ঠাকুর সেই ভাল কথা। আমি এখন যাই। একবারে পুকুরে স্নান ক'রে চলে যাব।

এই বলিয়া উল্লাসিনী সন্ন্যাসিনীর বেশ সেই স্থানে ত্যাগ করিয়া দ্রুত গতিতে চলিয়া গেল।



পঞ্চবিংশ কথা।

শেষ প্রার্থনা।

রাজা ও মন্ত্রী বসিয়া অধিক রাত্রি পর্য্যন্ত আশ্রম অবরোধের জন্য নানারূপ কথোপকথন করিতেছেন, তখন উল্লাসিনী গিয়া দাঁড়াইল। রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন—কি উল্লাস, দেখে এলে?

উল্লাস।—হুজুর, কিরূপে সেখানে গেলাম আগে বলি। গৈরিক বসন ধারণ ক'রে, ভস্মমেখে, জটাজুট বেঁধে সন্ন্যাসিনীর বেশ ধরলাম, পরে সন্ধ্যার ঘোরে ঘোরে বরুণার পারে চলে গেলাম। দেবীর আশ্রমে গিয়ে দেখি, সম্মুখেই দেবালয়, দেবালয়ের সম্মুখেই সিংহদ্বার, তার উপরে নহবৎ বাজচে, মধ্যে গিয়ে দেখি, অনেক ঠাকুর-মন্দির আছে, মন্দিরে মন্দিরে আরতি হচ্চে। ধূপ ও গুগ্‌গুলের গন্ধে চারিদিক আমোদিত, চতুর্দ্দিকেই শঙ্খঘণ্ঠা কাঁশর বাজচে। আমি গিয়ে মাঝখানে দাঁড়িয়ে আরতি দেখতে লাগলাম। তার পরে আরতি শেষ হল। একটি সাধুপুরুষ দাঁড়িয়ে ছিলেন, তিনি বল্যেন—মা, আপনি কোথা হ'তে আসচেন, আজ এখানে থাকবেন কি? আমি বল্যাম, না, দেবীর চরণ দর্শন চাই। তখন তিনি আমায় সঙ্গে করে দেবীর নিকট নিয়ে গেলেন। আমি গিয়ে দেখি, দেবী উৎকৃষ্ট আসনে বসে আছেন, তাঁর পার্শ্বেই "কুমারী"।

রাজা।—তুমি কি ক'রে চিন্‌তে পারলে?

উল্লাস।—কেন? আমি যে গোয়ালিনী হয়ে গিয়ে ঝিনিয়া-বাজারে তাঁর সঙ্গে কত কথা ব'লে ছিলাম। চিনব না কেন?

তার পরে দেবীকে প্রণাম ক'রে আমি বসে বসে চারিদিক দেখতে লাগলাম। আহা সে বড় সুন্দর স্থান। দেখে ইচ্ছে হয় সেখানেই থাকি। কত যে সাধু দেখলাম তার সংখ্যা নাই। চারিদিকেই কেবল সাধুর দল।

মন্ত্রী।—আচ্ছা, উল্লাস, বাড়ীটার কোন খানে কেমন দেখলে, ঠিক আছে?

উল্লাস।—হাঁ, তা ঠিক থাকবে না ত গেলাম কি করতে?

মন্ত্রী।—তাই বটে। সেইটি দেখতেই ত যাওয়া। বল দেখি বাড়ীটি কেমন? ব্রহ্মদেব পাঁড়ে আর দেবীদাস পাঁড়ে, এই দুইজন আমাদের প্রধান সর্দ্দার হবে। তাদের বেশ ক'রে বাড়ীর ভাব বুঝিয়ে দিতে হবে; তাই বুঝে তারা আক্রমণ করবে।

উল্লাস প্রফুল্ল মুখে বলিল,—ঠিক ঠিক, দেবীদাস ভিন্ন আর কেহ সে সব সন্ধান বুঝতেই পারবে না।

এই শুনুন হুজুর, আশ্রমের উত্তর দিকে উপবন, সেটিকে তপোবন বলে। সে দিকে একটি সিংহদ্বার আছে। দক্ষিণে বরুণা দেখা যায়, সে দিকে একটি সিংহদ্বার। পূর্ব্ব দিকে দৃষ্টিপাত করলে গঙ্গাদর্শন হয়, সে দিকেও একটি সিংহদ্বার। পশ্চিম দিকে সদর রাস্তা। সেই রাস্তার ধারেই আশ্রমের সদর সিংহদ্বার, তার মধ্যে দেবালয়। দেবালয়ের মধ্যে পূর্ব্বধারে আর একটি বৃহৎ দ্বার আছে। সেই দ্বার দিয়ে প্রবেশ করলেই একটি প্রশস্ত প্রাঙ্গন, সেই প্রাঙ্গনে পুষ্পোদ্যান আছে, জলের ফোয়ারা উঠচে। সেই প্রাঙ্গনের উত্তর দক্ষিণ দুই পার্শ্বে বড় বড় অট্টালিকা, সাধুরা সেই খানে থাকেন; আর পূর্ব্বধারে দেবীর স্থান। তিন-তালা বাড়ীর সকলের উপরে দেবীর গৃহ।

সেই গৃহের পূর্ব্ব জানালা দিয়ে গঙ্গা দেখা যায়, দক্ষিণ জানালা দিয়ে বরুণা দেখা যায়।

মন্ত্রী।—হুজুর, তবে আর কি? প্রত্যুষে যাতে আশ্রম অবরোধ করা হয় তার বন্দোবস্ত করি, আর বিলম্ব করা নয়।

রাজা।—হাঁ, তাই কর।

মন্ত্রীবর রাজাকে অভিবাদন করিয়া সেই স্থান হইতে বহির্গত হইলেন। তিনি বাসাতে গিয়া প্রধান সর্দ্দার ব্রহ্মদেব ও দেবী দাসকে ডাকিয়া প্রত্যুষে প্রণবাশ্রম অবরোধ জন্য আদেশ ও উপদেশ প্রদান করিয়া বিশ্রাম করিতে গমন করিলেন। উল্লাসিনী সুগন্ধী শীতল জলে পাখা ভিজাইয়া লইয়া রাজাকে ব্যজন করিতে করিতে বলিল—হুজুর, আমার দেশের লোক অনেকে কাশীধামে এসেছে, গঙ্গার ধারে তাদের সঙ্গে আমার দেখা হয়েছে। তারা এখান হতে শ্রীবৃন্দাবন-ধামে যাবে। আমি আপনার আশ্রিত হয়েও আমার অদৃষ্টে শ্রীবৃন্দাবন দর্শন হল না, আমার পাপের ক্ষয়ও হবে না। হুজুর আমাকে কিছু দিনের জন্য বিদায় দিন, অমি আর কিছু চাই না, আমি তাদের সঙ্গে মথুরা বৃন্দাবন দর্শন করে আসি। এই সঙ্গে না গেলে আমার ভাগ্যে ঘটবে না।

রাজা।—উল্লাস তার জন্য চিন্তা কি? কবে যেতে চাও বল?

উল্লাস।—হুজুর, তারা এখন দু-এক দিন কাশীধামে ঠাকুর দর্শন করবে, তার পরে বৃন্দাবন ধামে যাবে। যে দিন তারা যাবে, আমিও সেই দিন যাব, হুজুরের কাছে বলে রাখলাম। আমাকে যাবার জন্য অনুমতি দিন। এই আমার শেষ পুরস্কার, আমি আর কোনও পুরস্কার চাই না।

রাজা।—আচ্ছা বেশ, তাই হবে। তাই যেও. শীঘ্র আবার ফিরে এস। একশ টাকা নিয়ে রাখ, তোমার খরচের জন্য দিলাম।

উল্লাসিনী ব্যজন করিতে লাগিল, ক্রমে রাজা নিদ্রাভিভূত হইলেন। উল্লাসিনী উঠিয়া গিয়া নিজ কক্ষে শয়ন করিল।

ষড়্‌বিংশ কথা।

প্রণবাশ্রম অবরোধ, সুধাংশু বন্দী।

আর রাত্রি নাই, ঘোর ঘোর কুজ্ঝটিকা সমাবৃত অস্ফুট আলোকে অল্প অল্প দৃষ্টি চলিতেছে, ঐ প্রণবাশ্রম দেখা যাইতেছে। দক্ষিণ দিকে বৃক্ষ শ্রেণীর মধ্যে মুরমুর শব্দ ও ঝন্‌ঝন্‌ শব্দ হইয়া উঠিল, শুনিয়া পক্ষী কুল ঝট্‌পট্‌ শব্দে পাখা নাড়িয়া উড়িয়া গেল। আশ্রমের পূর্ব্ব দিকস্থ গঙ্গাবক্ষ হইতে কয়েক খানি নৌকা নিঃশব্দে আসিয়া তটে লাগিল। কতক গুলি লোক নৌকা হইতে অবতরণ করিয়া ঘোর ঘোর কুজ্ঝটিকা ভেদ করতঃ নিঃশব্দে উত্তর প্রান্তে চলিয়া গেল। তখনও কেহ জাগে নাই, বাহিরে কাহাকেও দেখা যাইতেছেনা, কেবল পশ্চিম প্রান্তে দেবালয়ের সম্মুখস্থ সমুন্নত সিংহদ্বারের সম্মুখে একটি মহাপুরুষ দণ্ডায়মান আছেন। তিনি নীরবে

দেবালয় লক্ষ্য করিয়া বারংবার প্রণাম করিতেছেন ও সিংহ দ্বারের ধূলি লইয়া মস্তকে দিতেছেন। তাঁহার মস্তকে বস্ত্রের পাগড়ি, হস্তে সুদীর্ঘ যষ্টি ও ললাট তটে চন্দন রেখা শোভা পাইতেছে। তাঁহার পশ্চাতেই আর একটি বীর পুরুষ দাঁড়াইয়া আছেন। তিনি একান্ত স্থির ভাবে অপলক নেত্রে প্রণবাশ্রমের সুশোভিত সৌধ-মালা নিরীক্ষণ করিতেছেন ও ভাবিতেছেন, আশ্রমের অট্টালিকা-শিরে অদ্য এরূপ ধ্বজ পতাকা শোভা পাইতেছে কেন? তাঁহার মস্তকে উষ্ণীশ, বক্ষঃস্থলে বর্ম্ম, বামহস্তে চর্ম্ম, ও দক্ষিণ হস্তে কোষ মুক্ত অসি ঈষৎ অন্ধকারের মধ্যে জ্যোতিঃ বিকীর্ণ করিতেছে! তাঁহারা উভয়ে নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া আছেন। এই সময়ে উষার স্বর্ণছটা প্রকাশ পাইল ও দেবালয়ের সিংহদ্বারের উপরস্থ নহবৎ বাজিয়া উঠিল!

প্রণবাশ্রমে অদ্য বহু সমারোহ। তরুণ অরুণ বিভাসিত হইলে, চতুর্দ্দিক হইতে সাধু সাধ্বীগণের আনন্দ-ধ্বনি সমস্বরে উত্থিত হইল "বয়ম্ অজরামরাঃ"। তখন আনন্দ-উৎসব বিঘোসিত হইল। বিবিধ বাদ্যে চতুর্দ্দিক মুখরিত হইয়া উঠিল। সাধুগণ সম্মিলিত হইতেছেন। স্বামী শারদানন্দ পূর্ব্বেই আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। অদ্য কুমারীর শুভ বিবাহের দিন, তাই এতাধিক লোকের সমাবেশ হইতেছে। নানা বাদ্যে, নানা কর্ম্মে আশ্রম টলমল করিয়া উঠিল। সকলেই উৎসব আনন্দে উৎসাহিত!

এদিকে ব্রহ্মদেব কর্তৃক পরিচালিত হইয়া অসংখ্য সিপাহী দক্ষিণ দিকের বৃক্ষ শ্রেণীর মধ্য দিয়া ও গঙ্গাবক্ষ দিয়া,

আশ্রমের চতুর্দ্দিকে গিয়া উপস্থিত হইয়াছে। প্রত্যুষে দেবালয়ের সম্মুখে দাঁড়াইয়া মহাপুরুষ দেবী দাস ও বীরপুরুষ ব্রহ্মদেব পাঁড়ে নিজ নিজ পন্থা পরিদর্শন করিতেছিলেন। এক্ষণে দেবীদাসের আদেশে সিপাহীগণ মুহূর্ত্ত মধ্যে আশ্রমের চারি দিক বেষ্টন করিয়া দাঁড়াইল। আশ্রমের চারিদিকে চারিটি সিংহদ্বার আছে। ব্রহ্মদেব ও দেবীদাস সুদক্ষ সিপাহী গণকে চারিভাগে বিভক্ত করিয়া চারিটি সিংহদ্বার আক্রমণের আদেশ দিলেন। দেবীদাস বলিয়া দিলেন—রাজা বীরসিংহের বিশেষ হুকুম, কোনও স্ত্রীলোকের প্রতি কোন রূপ অত্যাচার না হয়। আদেশ মাত্রেই শত শত সিপাহী অগ্রসর হইল ও ক্ষণ কালের মধ্যে আশ্রমের চারিটি দ্বার আক্রমণ করিল।

শত শত লাঠিয়াল ও সর্দ্দার লইয়া এইরূপ যুদ্ধাদি বা লড়াই সেই সময়ে জমীদারগণের মধ্যে সংঘটিত হইত। পূর্ব্ব বঙ্গের জমীদার ও ধনী লোকের মধ্যে এইরূপ দাঙ্গা হাঙ্গামা বহুদিন প্রচলিত ছিল।

যে স্থানে সাধুগণ মিলিত হইয়া ছিলেন, সেই স্থানে রামানন্দ স্বামী অতি ব্যস্ত হইয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি আসিয়াই বলিলেন,—আপনারা কি করচেন? বিপদ উপস্থিত জানেন না? পশ্চাতে পশ্চাতে ভৈরবী আনন্দ-মাই আসিয়া বলিলেন,—অসংখ্য সেনা সামন্ত সঙ্গে রাজা বীরসিংহ এসে আশ্রম অবরোধ করেছেন; শুনচি বীর সিংহ কুমারীর জন্যই শত্রু হয়ে এসেছেন।

এই কথা শুনিবা মাত্রে সকলেই বহির্দ্বারে ছুটিলেন। সাধু রামানন্দ স্বামী সেই স্থানে সংবাদ দিয়াই দেবালয়ের

সম্মুখস্থ সদর দ্বারে গিয়া দেখিলেন, সেই স্থানে স্বামী শারদানন্দ সশস্ত্রে দণ্ডায়মান হইয়াছেন। তিনি প্রায় একশত লোকের গতিরোধ করিয়া রহিয়াছেন। আশ্রমের শতাধিক সাধু সেই দ্বারে অসীম সাহসে দাঁড়াইয়া কেবল উচ্চৈঃস্বরে বলিতেছেন,—প্রবেশ নিষেধ! প্রবেশ নিষেধ! আমাদের সকলকে উল্লঙ্ঘন ক'রে যাওয়ার সামর্থ থাকেত যাও।

সেইস্থানে সাধু রামানন্দকে দেখিয়া সাধুগণ সকলেই বলিয়া উঠিলেন,—"বয়ম্ অজরামরাঃ"। অমরেন্দ্র নাথ ছুটিয়া আসিয়া দেবীকে বলিলেন,—মা, উপায় কি? মহামায়ার কি ইচ্ছা কে জানে? আজ বোধ হচ্চে, সাধু-শোণিতে আশ্রম প্লাবিত হবে।

দেবী বলিলেন,— মা ভৈঃ! মা ভৈঃ! বৎস, শারদানন্দকে গিয়া বল, ভয় নাই! "সর্ব্বরূপ-ময়ী দেবী, "সর্ব্বদেবীময়ং জগৎ"।

অমরেন্দ্র বলিলেন, মা, কোতোয়ালিতে সংবাদ দেব কি? দেবী।—রাজকর্ম্মচারীকে জানান কর্ত্তব্য। তবে ভয়ের কারণ কিছু নাই। কূটস্থে দেখলাম, ভূপেন আর সুরেশ আসচে।

তৎক্ষণে অমরেন্দ্র কোতোযালিতে সংবাদ প্রেরণ করিলেন। পরে তিনি দ্রুত পদে দক্ষিণ দিকের সিংহদ্বারে গমন করিয়া দেখিলেন, দশজন সিপাহির সহিত কয়েক জন সাধুর বাক বিতণ্ডা হইতেছে। তথা হইতে তিন পূর্ব্ব দ্বারে গমন করিলেন, তথায় দেখিলেন একজন বীর পুরুষ, অনুমান ত্রিংশ বর্ষ বয়ঃক্রম, সুবর্ণ উষ্ণীশ শিরে শোভিত, মধ্যাহ্ন সূর্য্যের ন্যায় জ্যোতির্ম্ময় মুখ মণ্ডল, নিষ্কোষিত অসি হস্তে, সমস্ত সিপাহির

গতিরোধ করিতেছেন। আরও অনেক সিপাহি সেই বীর পুরুষকে আক্রমণ করিয়াছে।

দেবকান্তি যুবা কমল-দল-নিন্দিত চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া অসি ঘূর্ণন করিতেছেন, আর বলিতেছেন—প্রাণ লয়ে পলায়ন কর। এ দেবীর আশ্রম!

অমরেন্দ্র একজনকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ইনি কে? তিনি বলিলেন,—সুরেশ চন্দ্র, এই মাত্র এসে পৌঁছেচেন। অমরেন্দ্র উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন, "বয়ম্ অজরামরাঃ"। শুনিয়াই সেই বীরযুবক অসি অবনত করিয়া বলিলেন—"বয়ম্ অজরামরাঃ।"

অমরেন্দ্র উত্তর দ্বারে ছুটিলেন; সেই দ্বারে গিয়া দেখিলেন একটি হেমকান্তি যুবক, ব্রহ্মচারীর বেশ, প্রশস্ত ললাটে যেন ব্রহ্মতেজ ফুটিয়া উঠিতেছে, উন্মুক্ত অসি হস্তে, তিন শত সিপাহির গতিরোধ করিতেছেন। অমরেন্দ্র একটী সাধুর নিকট শুনিলেন, ইনি সেই চির-কুমার ভূপেন্দ্র-নারায়ণ,। অমরেন্দ্র উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন, "বয়ম্ অজরামরাঃ"!

কুমার তাঁহার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়াই তরবারি অবনত করিলেন ও বলিলেন, "বয়ম্ অজরামরাঃ"।

অমরেন্দ্র সেই দ্বারের বাহিরে গমন করিলেন; গিয়া দেখিলেন সেই স্থানে বহু লোক সমবেত হইয়াছে। তাহারা দ্বারাভিমুখে আসিবার জন্য বিস্তর চেষ্টা করিতেছে, কিন্তু সুধাংশু সেই স্থানে থাকিয়া বীরোচিত ভাবে ক্রমাগত বাধা দিতেছেন। বীরসিংহের প্রধান সর্দ্দার ব্রহ্মদেব পাঁড়ে সুধাংশুকে আক্রমণ করিয়াছেন। সুধাংশু ক্রমাগত আত্মরক্ষা করিতেছেন। অমরেন্দ্র-নাথ বিধূমিত গিরির ন্যায় দাঁড়াইয়া

দেখিতে লাগিলেন। বহুক্ষণ পরে ব্রহ্মদেব শ্রান্তি বশতঃ ক্ষান্ত হইয়া যেই পশ্চাৎপদ হইয়াছেন, অমনি অমরেন্দ্র-নাথ লম্ফ দিযা সম্মুখে গিয়া পড়িলেন। তিনি ব্রহ্মদেবের দক্ষিণ হস্ত নিজ বাম হস্তের বজ্র মুষ্টিতে ধারণ করিয়া দক্ষিণ হস্তের আঘাতে আঘাতে তাঁহাকে বহুদূর লইয়া গেলেন। ব্রহ্মদেব অমরেন্দ্রের বীরত্ব কৌশল দেখিয়া অবাক্ হইলেন, ও আরও পশ্চাৎপদ হইলেন; পশ্চাৎপদ হইয়া অপর সর্দ্দার শঙ্করসিংহকে গোপনে বলিলেন. দেখ শঙ্কর, আমি এই লোকের সঙ্গে লডাই করব, একবার অগ্রগামী হব, একবার পশ্চাৎপদ হব, তুমি এই অবসরে দশ জন সিপাই সঙ্গে রেখে, গোপনে পশ্চাৎ দিক হতে গিয়ে, সহসা সুধাংশুকে আক্রমণ করবে। আমি জেনেছি, ঐ ব্যক্তিই সুধাংশু, ওর সঙ্গেই পাত্রীর বিবাহ হবে। আমরা যদি ওকে বন্দী করতে পারি. তবেই বিবাহ বন্ধ হল! আর চাই কি? ওকে বন্দী করাই চাই। তোমার বহুৎ বক্‌সিস মিলবে।

শঙ্কর সিংহ বলিলেন, সর্দ্দার, তোমার কৃপায় শঙ্কর সিং এখনই সুধাংশুকে বন্দী করবে, তার জন্য চিন্তা নাই। কিন্তু দেখ, এই লোকটা এসেই মুস্কিল করেছে, তুমি এই লোকটাকে ব্যস্ত করে রাখ, যেন মোটেই ফুরসুদ না পায়।

এই বলিয়া শঙ্কর সিংহ, এক জন সর্দ্দার ও দশ জন সিপাহী সঙ্গে লইয়া দূরে গমন করিলেন ও ঘুরিয়া সুধাংশুর পার্শ্ব দিক হইতে গোপনে আসিয়া সহসা আক্রমণ করিলেন। সুধাংশু বীর বেশে দণ্ডায়মান ছিলেন, অমরেন্দ্রের ও ব্রহ্মদেবের গতিবিধি পর্য্যবেক্ষণ করিতেছিলেন, হঠাৎ শঙ্কর সিংহের আক্রমণ দেখিয়া ব্যস্ত হইয়া অস্ত্র ত্যাগ করিলেন। সুধাংশুর অস্ত্রত্যাগ দেখিয়া

শঙ্কর সিংহ পশ্চাৎবর্ত্তী সমর সিংকে বলিলেন—সমর-সিং, দাঁড়াও। সমব সিং ও সিপাহিগণ আর অগ্রসর হইল না। তখন শঙ্কর বলিলেন--আপনি অস্ত্র ধারণ করুন, নিরস্ত্র পুরুষের উপর অস্ত্র চালনা ধর্ম্ম বিরুদ্ধ। সুধাংশু বীরোচিত ভাবে বলিলেন—সর্দ্দার, যুদ্ধ করা আমাদেব ব্যবসা নয়, সে তোমাদের ব্যবসা। আমাদের অস্ত্র ধারণ একটা সজ্জা মাত্র, আত্মরক্ষার একটা বাহ্যাড়ম্বর; বস্তুতঃ আত্মরক্ষার জন্যও নয়, শত্রু নিপাতের জন্যও নয়। শত্রুর প্রাণ নষ্ট করা আমাদের ধর্ম্ম বিরুদ্ধ। আমাদের আত্মরক্ষার্থে আত্মাই যথেষ্ট।

শঙ্কর-সিংহ সময় বুঝিয়া বলিলেন—আপনি বীরপুরুষ, যুদ্ধনীতি বিলক্ষণ অবগত আছেন। আমরাও সাধ্যমত প্রাণ হানি করি না, বন্দী করি। এই বলিয়া শঙ্কর একটী বাঁশীর সঙ্কেত ধ্বনি করিলেন ও বলিলেন বীরবর, আপনি বন্দী হয়েচেন। সুধাংশু দেখিলেন, তৎক্ষণেই আর একজন সিপাহি পশ্চাৎ হইতে আসিয়া তাঁহার হস্তদ্বয় লৌহ শৃঙ্খলে বদ্ধ করিয়াছে; সেই সঙ্গেই আর কয়েক জন সিপাহি তাঁহার চতুর্দ্দিক বেষ্টন করিয়া দাঁড়াইয়াছে। শঙ্কর বলিলেন, সমর সিং, বহুৎ আচ্ছা! শীঘ্র নিয়ে যাও, হুজুরের সামনে হাজির কর। সমর-সিং বন্দীকে লইয়া প্রধান সর্দ্দারের আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিল।

সুধাংশু বন্দী হওয়া মাত্রেই সেই দুঃসহ সংবাদ চতুর্দ্দিকে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল। আশ্রমের পরিচারিকাগণ অন্তঃপুরে ছুটিয়া গিয়া প্রকাশ করিল যে, সুধাংশু বন্দী হইয়াছেন। কুমারী বয়স্যাগণের সহিত আপন কক্ষে বসিয়া শত্রু পক্ষের কথা শুনিতে ছিলেন, ইতোমধ্যে সুধাংশুর বন্দী হওয়ার কথা শ্রবণ করিয়া

সহসা বজ্রাহতের ন্যায় হইলেন। নয়নজলে তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ প্লাবিত হইল। আশ্রমের সাধ্বীকুল মধ্যে প্রবীণা বিমান-বাসিনী ও অমর-বালা আর সকলের সঙ্গে মিলিয়া কুমারীর অঙ্গে জলসেচন ও ব্যজন করিতে লাগিলেন। ক্রমে অন্তঃপুরের সর্ব্বত্র কোলাহল উপস্থিত হইল, সকলেই ভীত ও বিমর্ষ হইয়া পড়িলেন। সুরেশ-চন্দ্র প্রমুখ সাধু বৃন্দ দ্রুত গতিতে অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া দেবীর সমীপে গিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহাদের ব্যস্ততা দেখিয়া দেবী জিজ্ঞাসা করিলেন—সংবাদ কি?

সুরেশ।—মা, সুধাংশু বন্দী হয়েছে! আমি যদি এখন তাকে মুক্ত করতে না পারি, আমার জীবন বৃথা!

দেবী।—বৎস, তুমি কি করতে চাও?

সুরেশ।—মা, আমি সঙ্গে থাকলে কিছুতেই তাকে বন্দী করতে পারত না। যখন বন্দী হয়েছে, তখন আর উপায় কি! আমি বীরসিংহের নিকটে গিয়ে একটা সন্ধি ক'রে সুধাংশুকে মুক্ত ক'রে আনি। নতুবা আমি স্থির থাকতে পারচি না।

দেবী।—বৎস, সন্ধি উভয় পক্ষেরই বাঞ্ছনীয়। এখন তুমি যাও, কেবল দ্বার রক্ষা কর। তোমরা নির্ভয়ে নিশ্চিন্ত থাক, আমার প্রতিবিম্ব-শক্তি সুধাংশুর সঙ্গে আছে।

এই কথা শ্রবণ করিয়া আশ্রমের সাধু ও সাধ্বীগণ আশ্বস্ত হইলেন। সুরেশ প্রমুখ সাধুবৃন্দ দ্বিগুণ উৎসাহে দ্বার রক্ষার্থে নিযুক্ত হইলেন।

সপ্তবিংশ কথা।

সুধাংশু ও ব্রহ্মদেব।

রাজা বীর-সিংহের অনেকগুলি সন্তানের মধ্যে তিনটি পুত্র বর্ত্তমান—কুমার জিতেন্দ্র-সিংহ, কুমার সুরেন্দ্র-সিংহ ও কুমার বীরেন্দ্র-সিংহ। জ্যেষ্ঠ পুত্র জিতেন্দ্র প্রায় অষ্টাদশ বর্ষ বয়ঃ ক্রম প্রাপ্ত হইয়াছেন। তিনি কণিষ্ঠ দ্বয়ের সহিত কলিকাতায় থাকিয়া অধ্যয়ন করেন, এবং তাঁহাদিগের জননী কন্যা-সন্তান না থাকায় পুত্রগণের উপরে অত্যন্ত মমতা হেতু তাঁহাদের নিকটে গিয়া অবস্থিতি করেন, ও প্রতিদিন গঙ্গাস্নানে আপনাকে কৃতার্থ মনে করেন। কুমার জিতেন্দ্র-সিংহ বাল্য কাল হইতে ভূপেন্দ্র-নারায়ণের অনুগত ছিলেন। ভূপেন্দ্র নারায়ণও তাঁহাকে বিশেষ স্নেহ প্রদর্শন করিতেন। এক্ষণে ভূপেন্দ্র-নারায়ণ কলিকাতায় গমন করিলেই জিতেন্দ্র তাঁহার সহিত সাক্ষাত করেন ও তাঁহার নিকটে ধর্ম্ম-উপদেশ ও নানা রূপ পরামর্শ গ্রহণ করেন। জিতেন্দ্রের স্বভাব অতি নম্র ও মধুময়। তিনি সতত বিনয়াবনত ও ধর্ম্মালোচনায় অনুরক্ত। তদীয় জননীও ধর্ম্মপরায়ণা; তিনি ভূপেন্দ্র-নারায়ণের কোন দোষ দেখিতে পান না।

রাণী বাটীর পত্রে অবগত হইলেন যে, রাজা সংপ্রতি ভূপেন্দ্র নারায়ণের সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য কাশীধামে গমন করিয়াছেন। সহসা এই সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া তিনি অধীর হইলেন ও জিতেন্দ্র সিংহের দ্বারা রাজার নিকটে একটি টেলিগ্রাম প্রেরণ করিলেন।

রাজা বরুণার ধারে বাসা-বাটীতে বসিয়া যুদ্ধ-সংবাদের প্রতীক্ষা করিতেছেন, এইরূপ সময়ে ঐ টেলিগ্রাম প্রাপ্ত হইলেন। টেলিগ্রাম এই মর্ম্মে লেখা আছে—

"বাবুজি, যুদ্ধের সংবাদ জানিয়া মাতা ঠাকুরাণী অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়াছেন। আপনি বিবাদ বিসম্বাদে ক্ষান্ত হইয়া ৺বিশ্বনাথের পূজা দিয়া সত্বর বাটীতে আসিবেন। নতুবা আমরা সকলেই ওখানে যাইব।"

রাজা টেলিগ্রাম পাঠ করিয়া চিন্তা করিতে লাগলেন— রাণী নিষেধ করেচেন, প্রাণাধিক জিতেনও আমাকে অনেক বার বলেছে, তথাপি আমি কেবল মন্ত্রীর পরামর্শে এই বিবাদে ক্ষান্ত হই নাই। যা হবার, হয়েছে, এখন কি ঘটে দেখে উত্তর দেওয়া যাবে। এখন একটী সন্ধি হলেই ভাল হয়।

এদিকে সমর-সিং বন্দীকে লইয়া ব্রহ্মদেব পাঁড়ের প্রতীক্ষা করিতেছে, এমন সময়ে ব্রহ্মদেব তথায় উপস্থিত হইলেন।

তিনি সুধাংশুকে বন্দী অবস্থায় দেখিয়া বলিলেন, বীরবর আপনি আমাকে বিলক্ষণ হয়রাণ করেছেন, আমি আপনার বীরত্বের প্রশংসা করি। আপনি এখন বন্দী হয়েছেন, আমরা এখন আপনাকে যা ইচ্ছা তাই করতে পারি। আপনি যদি মঙ্গল চান, তবে যে কন্যার জন্য আমরা এসেছি, তাঁকে এনে আমাদের হস্তে অর্পণ করুন, আপনার সঙ্গে আমাদের আর কোনও শত্রুতা নাই, যদি তাতে আপনি অসম্মত হন, তবে আমরা এখন আপনার প্রাণ পর্য্যন্ত নষ্ট করতে পারি।

সুধাংশু সহাস্যে বলিলেন—সর্দ্দার, আমি বন্দী হয়েছি সত্য এখন তোমরা আমার প্রাণ নষ্টও করতে পার, সেও সত্য, কিন্তু

প্রত্যর্পণ ! প্রাণ থাকতে নয়। আমরা প্রাণ দিতে কাতর নই, প্রাণ নিতে কাতর। আমরা কাহারও প্রাণ নষ্ট করি না।

ব্রহ্মদেব।—আপনি কি প্রাণের মমতা রাখেন না ?

সুধাংশু।— সর্দ্দার, তোমাকে বিলক্ষণ বিচক্ষণ লোক ব'লে বোধ হচ্ছে; তুমি বুঝতে পারবে বলেই বল্‌ছি, আমাদের প্রাণের মমতা অসীম। প্রাণই আমাদের সর্ব্বস্ব। সর্দ্দার, সাধুরা জানেন, এ প্রাণ কেহ নষ্ট করতে পারে না; এই জন্য প্রাণের মমতাই মমতা, অন্য মমতা ক্ষণিক ও বৃথা। যা থাকবে না, তার আবার মমতা কি ? তুমি কি আমার প্রাণ নষ্ট করতে পার ? পার না, জেনেই আমি বন্দী হয়েছি। নিশ্চয় রূপে তা না জানলে, নিশ্চয়ই আমি অস্ত্রধারণ করতাম। যারা জানে যে প্রাণ নষ্ট হয়, তারা সেই নষ্ট হওয়ার আশঙ্কাতেই অস্ত্র ধারণ করে, বোঝে না যে "প্রাণ" সেই পরমেশ্বরের অংশ, তা কখনও নষ্ট হয় না, কেহ নষ্ট করতে পারে না। তবে যে আমরা অসি ধারণ করি, সে বাহ্যাড়ম্বর মাত্র। কেহ কি ইচ্ছা করলেই কারো প্রাণ নিতে পারে ? সর্দ্দার, তোমার প্রাণ, আমার প্রাণ, একই প্রাণ, তুমি আমার পরম সুহৃদ। ত্রিজগতে আমাদের কেহ শত্রু নাই। ব্রহ্মদেবের ধর্ম্ম-শাস্ত্র বিলক্ষণ শুনা ছিল। তিনি সুধাংশুর সম্পূর্ণ নির্ভয় ব্যবহার দেখিয়া ও অটল জ্ঞান বিশ্বাসের বাক্য শুনিয়া একবারে অবাক্ হইলেন, ও চুপে চুপে বলিলেন, সমর সিং, এ লোক মহা সাধু, এরা মরণকে ভয় করে না !

ব্রহ্মদেব সুধাংশুকে আবার বলিলেন,—সাধুজী, আমরা নোকর, হুজুরের হুকুম তামিল করি। আপনি কন্যা প্রত্যর্পণ না করলে, আপনার প্রাণের আশঙ্কা আছে।

সুধাংশু বলিলেন, সর্দ্দার, তুমি আমার কোনই অনিষ্ট করতে পার না ; তোমার হুজুরও আমার কোনও অনিষ্ট করতে পারেন না। এ জগৎটা তোমার হুজুর চালাচ্ছেন না। মৃত্যু কালে তোমার হুজুর কি নিজপ্রাণ রক্ষা করতে পারবেন ? তা যদি না পারেন, তবে তিনি অপরের প্রাণ নষ্টই বা করবেন কি ক'রে ? তোমার হুজুর কি প্রাণের কর্ত্তা ? এ জগৎ অরাজক নয়, জগতের রাজা আছেন, মানুষ যা-খুসি তাই করতে পারে না। যাঁর মঙ্গল বিধানে সূর্য্যদেব সুনিয়মে উদয় হন, এক দিনও এক বিন্দু স্বেচ্ছাচার করতে পারেন না, তাঁরই মঙ্গল-বিধানে জন্ম মৃত্যু সুনিয়মে বাঁধা আছে, কারও স্বেচ্ছাচারে কারও মৃত্যু হয় না।

সর্দ্দার সকল কাজই "সময় পূর্ণ" হলে সম্পন্ন হয়। অসময়ে অনিয়মে কোনও কাজ জগতে হয় না। যদি আমার "সময় পূর্ণ" হয়ে থাকে, তবেই আমার মৃত্যু হবে, নতুবা ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশেরও সাধ্য নাই যে, সেচ্ছাচারের দ্বারা আমার প্রাণ হরণ করেন। সর্দ্দার, তুমি ত তাল-পাতার সেপাই ! "প্রাণ" যে কি বস্তু তা জান না, তাই তৃণবৎ একখানি তরবারি হাতে ক'রে বেড়াচ্ছ, ওতেই কি সেই ঈশ্বরাংশ "প্রাণকে" কেহ নষ্ট করতে পারে, না, বাঁচাতে পারে ? ব্রহ্মদেব বলিলেন,—সাধুজী, আপনার কথা আমি সব বুঝতে পেরেছি, কিন্তু আপনার দেহ ত যাবে ? দেহ গেলে কোথায় বা থাক্‌বে এই বিবাহ ? কোথায় বা থাকবে এই বন্ধু সব ? এদের আশা চিরদিনের মত পরিত্যাগ করতে হবে !

সুধাংশু বলিলেন হাঁ, দেহ যাবে, কিন্তু আর কিছুই যাবে না। "ভাঙ্গলে ভয় কি বরে কেহ ?—বালির বাঁধ এই ক্ষণিক

দেহ?" এ দেহও তোমার কথায়, কি তোমার হুজুরের কথায় যাবে না। "সময় পূর্ণ" হলেই যাবে। যদি "সময় পূর্ণ" হয়ে থাকে, এখনই যাক। সর্দ্দার, এইরূপেই আমরা আমাদের মৃত্যু-ব্রত উদ্‌যাপন করি, কুক্কুরের ন্যায় রোদন করতে করতে গৃহ-কোণে আমরা দেহ ত্যাগ করি না।

ব্রহ্মদেব বলিলেন—সাধুজী, এ কথা কি সব সময় ঠিক থাকে? সুধাংশু বলিলেন—সর্দ্দার, একথা যাঁদের সকল সময়েই ঠিক থাকে, তাঁদেরই নাম সাধু। যিনি সাধু, তিনিই এই কথা ঠিক রাখেন। সাধুরা জানেন যে, কেবল রাজ্যলাভের লোভে, রাজ্য রক্ষার জন্য সৈন্য ও অস্ত্র-শস্ত্রের আবশ্যক হয়, প্রাণ রক্ষার জন্য প্রাণই যথেষ্ট। আত্মার জন্য আত্মাই যথেষ্ট। সাধুদের অস্ত্র শস্ত্রের কোনই প্রয়োজন নাই। সর্দ্দারজী, দেহ গেলে সাধুর কিছুই যায় না। "দেহ টুটে ওই—ধানটি ফুটে খই!" তাঁদের যে প্রেম প্রণয় ভালবাসা বন্ধুত্ব ও আত্মীয়তা, সে সমস্ত কেবল আত্মার সম্বন্ধেই হয়, দেহ সম্বন্ধে নয়। পশুদের যেমন দেহটী নিয়েই পশুত্ব, সাধুদের তেমনি আত্মা নিয়েই আত্মীয়তা। সাধারণ লোকের দেহের কুটুম্বিতা দুদিন পরেই নষ্ট হয়ে যায়, কিন্তু সাধুদের সেই আত্মার আত্মীয়তা কখনও নষ্ট হয়ে যায়না, আমরা "কুটুম্বিতা" করতে জগতে আসি নাই, "আত্মীয়তা" করতেই এসেছি। দেহ গেলে ভয় কি? দাঁত পড়লে হয় কি? আমাদের দাঁত পড়াও যা, দেহ পড়াও তাই। "দেহ গেলেই আমরা তুষ্ট—ফুল ঝরলেই ফল পুষ্ট!" আমরা দেহত্যাগকে মলত্যাগ বলেই জানি। এইরূপ কথা হইতেছে, এমন সময়ে দেবাদাস পাঁড়ে দ্রুতপদে তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

অষ্টাবিংশ কথা।

শারদানন্দ বন্দী।

স্বামী শারদানন্দের সহিত যে স্থানে সিপাহী গণের সংঘর্ষণ চলিতে ছিল, দেবীদাস সেই স্থানে সমস্ত লক্ষ্য করিতেছিলেন; সহসা সুধাংশু বন্দী হইয়াছেন শুনিয়া তিনি তথায় গিয়া উপস্থিত হইলেন। দেবীদাসকে দেখিয়াই ব্রহ্মদেব বলিলেন—ভাই দেবীদাস, লড়াই ত শেষ হয়েছে। সুধাংশু বন্দী!

দেবীদাস বলিলেন—বহুৎ আচ্ছা! বহুৎ আচ্ছা! ব্রহ্মদেব, বন্দী করেছ সত্য, কিন্তু স্বর্ণ ফেলে অঙ্গার বেঁধেছ। রাজা বাহাদুর কি চান, বল দেখি? তিনি আসামী চান, কি কন্যা চান?

ব্রহ্মদেব।—হাঁ, হাঁ, হাঁ! বুঝেছি, আসামী পাকড়ালেই কন্যা মিলবে।

দেবীদাস বলিলেন—সেই পেটমোটা হুজুর বরাবর বলেছেন এখনও বলোন, ভুপেন্দ্র-সিংকে, কি তার বদমায়েস মন্ত্রী শারদানন্দকে পাকড়া করা চাই! এই দুজনকে বা একজনকে যে বন্দী করতে পারবে, হাজার রূপেয়া তার বকসিস্ মিলবে।

ব্রহ্মদেব, কিছুই খবর রাখ না? এই আসামী বন্দী ক'রে নিয়ে গেলে, ভীমপাল তোমার মুখে কালি দিয়ে দেবে! সুধাংশু ত সাধু! তার সঙ্গে রাজা-বাহাদুরের কি সম্বন্ধ আছে? কি বা শত্রুতা আছে? রাজা-বাহাদুর কি সুধাংশুকে নিতে এসেচেন? না, কন্যা দায়েই রাজা-বাহাদুর এত রূপেয়া খরচ ক'রে এত দূরে এসেছেন? রাজা বীর সিংহ এসেছেন,

ভূপেন্দ্রসিংহের গর্ব্ব খর্ব্ব করতে। তাঁকে বন্দী করলে, কি, তাঁর মন্ত্রীকে বন্দী করলে, তবে হুজুরের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয়। তখন ব্রহ্মদেব বলিলেন—ঠিক বাত, ঠিক বাত! তবে এখন কি করা যায়?

দেবীদাস বলিলেন, আমি তার উপায় করেই এসেছি। শারদানন্দকে ঘেরাও ক'রে রেখে এসেছি; পঞ্চাশ জন সিপাই তাঁকে ঘিরে রয়েছে। সর্দার তুমি না গেলে সর্দার শিবশরণ সিং এখনি তাঁকে বন্দী করবে, আর হুজুরে হাজির ক'রে বকসিস্ নেবে। ছেড়ে দাও, সুধাংশুকে শীঘ্র ছেড়ে দাও। ও যে সাধু! সাধু দিয়ে আমরা কি করব? শারদানন্দকে বন্দী করলেই সন্ধি হবে। ভীমপাল লাখ রূপেয়া দেবে, তবে তাকে খালাস দেবে। এখন বুঝলে?

এই বলিয়া দেবীদাস সঙ্গে গিয়া সুধাংশুর বন্ধন খুলিয়া দিলেন। এদিকে ব্রহ্মদেব দ্রুতপদে শারদানন্দের উদ্দেশে ছুটিলেন।

সুধাংশুর মুক্তি সংবাদে আশ্রমে আনন্দধ্বনি উত্থিত হইল। ব্রহ্মদেব গিয়া দেখিলেন, সিপাহীগণ শারদানন্দকে ঘিরিয়া আছে। তিনি তৎক্ষণে হুকুম দিলেন, "বন্দী কর।" আজ্ঞা মাত্রে শিবশরণ সিং গিয়া শারদানন্দের হস্ত দ্বয়ে লৌহ শৃঙ্খল বদ্ধ করিয়া দিল। স্বামী শারদানন্দ বন্দী হইয়া রাজা বীরসিংহের সম্মুখে নীত হইলেন। মুহূর্ত্ত মধ্যে সেই সংবাদ চতুর্দ্দিকে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল। আশ্রমের অন্তঃপুরে সেই সংবাদ প্রকাশ পাইল। কুমারী ভীত হইয়া দেবীকে জিজ্ঞাসা করিলেন—মা, স্বামীজী বন্দী হয়েছেন, উপায় কি হবে?

দেবী বলিলেন, বৎসে স্থির হও, ভূপেন্দ্র তার উপায় ক'রবে।

এ দিকে দেবীদাস "শীঘ্র সন্ধি হবে" এই কথা সিপাহীগণকে বলিয়া কুমার ভূপেন্দ্র নারায়ণের নিকটে গিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি কুমারকে আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিলেন—কুমার, আমি রাজা বীরসিংহের দূত। ব্রাহ্মণ দেখিয়া ভূপেন্দ্র প্রণাম জানাইয়া বলিলেন—আপনি কি জন্য এসেছেন বলুন। শুনচি, শারদানন্দ বন্দী হয়েছেন, সেজন্য আমি বড় ব্যস্ত আছি।

দেবীদাস।—হাঁ এখন বিষম সঙ্কট উপস্থিত। আপনার মন্ত্রী বন্দী হয়েছেন, এখন সন্ধি ব্যতীত আর উপায় নাই। আপনার হিতের জন্যই আমি বলছি, সন্ধি করুন। আর বিবাদ বিসম্বাদে কাজ নাই। এই বলিয়া দেবীদাস কুমার ভূপেন্দ্র নারায়ণকে অনেক প্রবোধ দিলেন। তিনি দেবী দাসের নম্রতা বিনয় ও শিষ্টাচারে মুগ্ধ হইয়া বলিলেন,—সর্দ্দারজী, আমি ত সন্ধি করতে প্রস্তুত আছি। বল, আমাকে কি করতে হবে?

দেবীদাস।—পঞ্চসহস্র স্বর্ণ মুদ্রা ব্যতীত রাজা বীরসিংহের সহিত কিছুতেই সন্ধি হবে না। আমি আপনাকে নিশ্চয় কথা বল্যাম! আপনি ঐ মুদ্রা দিতে সম্মত আছেন এই কথা লিখিয়া দিন, তা হলেই রাজা বীরসিংহ আপনার মন্ত্রীকে মুক্ত করে দেবেন, সন্দেহ নাই; এখানে শান্তি সংস্থাপন ক'রে তিনি স্বস্থানে প্রস্থান করবেন।

এইরূপে উভয়ের মধ্যে অনেক কথা-বার্ত্তা পরিচালনার পরে কুমার সর্ব্বদিক চিন্তা করিয়া অবিলম্বে একখানি সন্ধিপত্র লিখিয়া দেবীদাসের হস্তে সমর্পণ করিলেন। দেবীদাস উহা লইয়া চলিয়া গেলেন। তিনি মন্ত্রীবর ভীমপালের নিকটে গিয়া

বলিলেন—হুজুর, লড়াই ফতে করেছি। ধূর্ত্ত শারদানন্দকে বন্দী করেছি। ভূপেন্দ্র নারায়ণকে সন্ধিতে সম্মত করেছি। ভীম পাল ব্যস্ত হইয়া উঠিয়া বলিলেন, বটে বটে! মুদ্রা কই? আমাদের কই?

দেবীদাস।—হুজুর, শারদানন্দ বন্দী আছেন, শীঘ্র সেখানে যান, সব জানতে পাবেন। এই বলিয়া দেবিদাস মন্ত্রীবরকে পাঁচটি অঙ্গুলি উচ্চ করিয়া দেখাইলেন ও সেই স্থান হইতে চলিয়া গেলেন। পরে তিনি বন্দীর অবস্থা দর্শন ছলে বন্দীর নিকট উপস্থিত হইলেন, ও সংগোপনে সন্ধিপত্র খানি বন্দীর হস্ত মধ্যে দিয়া, অলক্ষিত ভাবে এক পার্শ্বে গিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। শারদানন্দ বিস্মিত হইয়া পত্র খানি পাঠ করিলেন ও ভাবিতে লাগিলেন, লোকটি কে?

এ দিকে শারদানন্দ বন্দী হইয়াছেন, সেই সংবাদ পাইয়া অমরেন্দ্র নাথ নির্ভয়ে বহু লোকের কোলাহল ভেদ করিয়া, যে স্থানে রাজা বীরসিংহ অবস্থিতি করিতেছেন, সেই স্থানে গমন করিলেন। তিনি দেখিলেন স্বামী শারদানন্দ সেই স্থানে বন্দী হইয়া আছেন, তিনি আহত হইয়াছেন। বহুক্ষণ ধরিয়া সেইস্থানে বহুলোকের সহিত কি কথা বার্ত্তা চলিতেছে দেখিয়া, অমরেন্দ্র নাথ সেখানে দণ্ডায়মান রহিলেন। এই সময়ে ভীমপাল আসিয়া রাজার নিকটে উপবিষ্ট হইলেন। শারদানন্দ স্বামী ধীরে ধীরে রাজা বীরসিংহকে বলিলেন—আমি বলি, আর বৃথা বিবাদে কাজ নাই। আমাদের সাধু উদ্দেশ্যে আপনি বাধা দিবেন না। আমরা আপনার কোনও অনিষ্ট চেষ্টা করি নাই। কন্যার ভ্রাতাই নিজে উদ্‌যোগী হইয়া এই বিবাহ দিচ্ছেন। আমাদের

কি দোষ আছে? ভাল ভেবেই আমরা এই কার্য্যে হস্তক্ষেপ করেছি।

দেবীদাস শুনিয়াছিলেন যে স্বামী শারদানন্দ ধার্ম্মিক ও জ্ঞানী পুরুষ, এই জন্য তাঁহার মুখ হইতে দুই চারিটি বিশেষ কথা শুনিবার মানসে তিনি সম্মুখে গিয়া বলিলেন—স্বামীজী, হুজুরের হুকুম হয়ত আপনার শির নিতে আমরা কাতর নই। যদি আপনার কিছুমাত্র প্রাণের মমতা থাকে, তবে এখনি হুজুরের আজ্ঞা পালন করুন।

স্বামীজী আহত হইয়া কাতর ছিলেন, তিনি সর্দ্দারের বাক্যের কোনও উত্তর দিলেন না। অমরেন্দ্র-নাথ বলিলেন—

সর্দ্দার, যারা মানুষ মেরে জীবিকা নির্ব্বাহ করে, তাদের নাম পশু, আর যারা আত্মবিশ্বাস ও আত্মনির্ভর দ্বারা জীবন ধারণ করে, তাদের নাম মনুষ্য। মানুষেরই জ্ঞানে অধিকার আছে। এই দেখ, আমার এই নিশ্বাস-পথেই আমার চৈতন্য আমার এই দেহের মধ্যে আসচে; নাসিকা টিপে ধরে রাখ, অমনি দেখবে, প্রাণ যায় যায় হয়েছে' জ্ঞান বুদ্ধি বন্ধ হল। তবেই দেখ, নাসিকা-পথে শ্বাস প্রশ্বাসে আমার "জ্ঞান-বুদ্ধি ও আমি" কেমন আকাশ হতে আসচি যাচ্চি! আমার নাসিকার সামনে যে আকাশ রয়েছে, ঐ স্থানেই আমার শ্বাস যাচ্চে, ওখান থেকেই আবার জ্ঞান-বুদ্ধি-চৈতন্য নিয়ে ঐ শ্বাস আমার বুকের মধ্যে আসচে।

আমি—নাসার সামনে আকাশ-বাসী,
দেহে উঁকি দেই শ্বাসে আসি।

আমি জ্ঞান-বুদ্ধি-মন নিয়ে ঐ আকাশেই আগে ছিলাম,

এখনও ঐ আকাশে আছি, দেহের মধ্যে শ্বাস-প্রশ্বাসে এক এক বার উঁকি ঝুঁকি দিচ্ছি মাত্র। পরেও চিরদিন ঐ আকাশে থাকব। সর্ব্বব্যাপী অখণ্ড ব্রহ্মচৈতন্য মৃত দেহেও আছেন, কিন্তু খণ্ড চৈতন্য যে জীব-মন, সেটি শ্বাস-প্রশ্বাসের সঙ্গেই আসচে যাচ্ছে। সেইটি "আমি আমি" করচে। আমার যে চেতন-মন সে দেহ মধ্যে বাস করে না, ঐ আকাশ থেকেই উঁকি ঝুঁকি দেয় মাত্র। তবে আর মৃত্যুভয় কার হবে, বল দেখি? দেহটি ছেড়ে আমি যাব আজ, তুমি যাবে কা'ল, তোমার হুজুর যাবেন পরশু! এই ত কথা?

"দেহে আমি নেই ;—

আকাশ থেকে, বাতাস ধরে, শ্বাসের পথে উঁকি দেই।"

এই মন্ত্র বুঝে বুঝে প্রতিদিন যদি দশ হাজার বার জপ করা যায়, তবে দ্বাদশ বৎসরেই মন্ত্রসিদ্ধি হতে পারে। এ কথা যারা শোনে, তারা ধারণা ক'বে রাখতে পারে না, কিন্তু যারা দ্বাদশ বৎসর ধ'রে এই মন্ত্র শিক্ষা করচে, অভ্যাস করচে, সাধন করচে, তারা এ কথা দৃঢ় ধারণা করেছে। তারা দিব্য চক্ষে স্পষ্ট দেখছে যে, তারা চিরদিনই আকাশ-বাসী, দেহবাসী নয়। সর্দ্দার, যদি এই অমৃতজ্ঞান লাভ ক'রে অমর হতে চাও, তবে দেবীর শরনাপন্ন হও, আমাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব কর ; বৈকুণ্ঠে স্থান পাবে, নারায়ণের পাদপদ্ম লাভ করতে পারবে।

দেবীদাস।—তা বেশ বুঝলাম, আমরা আকাশেই আছি বটে, আমরা অমর আত্মা। কিন্তু সেই প্রেমময় ভগবানের দর্শন পাব কিরূপে?

অমরেন্দ্র।—সর্দ্দার, তুমি দেখচি, একজন ভক্ত। শোন,

খ বলে আকাশকে, তাই 'সুখ' অর্থে "সুন্দর আকাশ"। সেই চির সুখময় আকাশেই চির-বসন্ত বর্ত্তমান, সেই খানেই ভগবান সর্ব্বদা প্রকাশমান আছেন। তাই,

"আকাশ প্রকাশ হ'লে প্রকাশিবে সব,
আসিল বসন্ত যদি, আসিবে মাধব!"

অমরেন্দ্রনাথের জ্যোতির্ম্ময মুখ-মণ্ডল, ও পদ্মপর্ণের ন্যায় আকর্ণ-বিস্তৃত নয়ন যুগল দর্শন করিয়া এবং অগ্নিময বাক্য শ্রবণ করিয়া রাজা বীরসিংহ স্তম্ভিত হইয়াছেন। তিনি সেই সাধু পুরুষের মুখ-শ্রীতে স্থির দৃষ্টি স্থাপন করিয়া মনে মনে ভাবিতেছেন—ওঃ! ইনিই বাস্তবিক সাধু! এরূপ তেজস্বী পুরুষ আমি দেখি নাই। ইঁহার বাক্য যেন আমার অন্তরে বিদ্ধ হচ্চে! আমি এরূপ সাধুও দেখি নাই, এরূপ বাক্যও কখনো শুনিনাই! শুনেছিলাম, কাশীতে অনেক সাধু আছেন, আজ দেখলাম, কাশীই বাস্তবিক সাধুর স্থান। কেন আমি এই কাশীধামে এসে এরূপ সাধুগণের সঙ্গে অনর্থক বিবাদে প্রবৃত্ত হল্যাম! এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে রাজা মৃদুস্বরে ভীম-পালকে বলিলেন—মন্ত্রী, এই সাধুটি কে? ইনি কোথায় থাকেন, জেনে রেখ, আমার বিশেষ আবশ্যক আছে।

রাজা ব্যস্ত হইয়া তথা হইতে উঠিয়া বাটীর অভ্যন্তরে গমন করিলেন। অমরেন্দ্র নাথের মুখ মণ্ডলের জ্যোতিঃ ও জ্বলন্ত বাক্য সকল তাঁহার অন্তরে বিদ্ধ হইয়া রহিল। নানা চিন্তায় ও ব্যস্ততায় রাজার শরীর অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছে, সেই জন্য তিনি শয্যায় গিয়া শয়ন করিলেন ও ভাবিতে লাগিলেন—আমার শরীর ক্রমেই অসুস্থ বোধ হচ্চে কেন? কিছুই ভাল বোধ

হচ্চে না! কাশীধামে এলাম, বিশ্বনাথ দর্শন হয় নাই। পত্নী ও পুত্রের নিষেধ সত্ত্বেও আমি কেবল মন্ত্রীর পরামর্শে এই বিবাদে প্রবৃত্ত হয়েছি! এই সাধুর কি অসীম তেজ! ইনি কি দেবতা? ইনি যদি আমার গুরু হন, তবে আমি এ সংসারে উদ্ধার পেতে পারি। যাহোক, যা হবার হয়েছে, আমি বিশ্বনাথ দর্শন ক'রে শীঘ্র বাটীতে যাব। আর এ বৃথা বিবাদে কাজ নাই।

রাজা, স্বামী-শারদানন্দকে মুক্তি দিবার জন্য গিরিধারীকে দিয়া মন্ত্রীকে বলিয়া পাঠাইলেন। নানা কথা ভাবিতে ভাবিতে রাজার নিদ্রাকর্ষণ হইল। তিনি স্বপ্ন যোগে দর্শন করিলেন, যেন সেই সাধু পুরুষ জ্বলন্ত মূর্ত্তিতে আসিয়া শিরোদেশে দণ্ডায়মান রহিয়াছেন।

এ দিকে ভীমপাল শারদানন্দের মুক্তির আদেশ শুনিয়া স্বার্থ-সাধন জন্য ব্যস্ত হইয়া স্বামী-শারদানন্দকে বলিলেন—আমরা আপনাদের এই কার্য্যের জন্য গুরুতর দণ্ড বিধান না ক'রে ক্ষান্ত হব না। শারদানন্দ বলিলেন—আপনার অভিপ্রায় কি?

ভীমপাল।—আমার প্রতিজ্ঞা এই যে, আপনাদের সমুচিত শিক্ষা না দিয়ে এ স্থান ত্যাগ করব না। বিমলা দেবী অন্নজল ত্যাগ করে আছেন, কন্যাকে পেলে তবে জল গ্রহণ করবেন।

শারদানন্দ মৃদুস্বরে বলিলেন—আমি আহত হয়েছি, আপনি আমার নিকটে বসুন, আস্তে আস্তে আপনাকে সব কথা বলি।

ভীমপাল।—আমি এই আপনার নিকটে বসলাম, বলুন কি বলবেন।

স্বামীজী দেবীদাস-প্রদত্ত সেই সন্ধি-পত্রখানি ভীমপালকে

দেখাইলেন। ভীমপাল পত্রখানি পড়িলেন। তিনি দেখিলেন, নিম্নে লেখা আছে,

পঞ্চ সহস্র স্বর্ণ মুদ্রা।—

ভূপেন্দ্র নারায়ণ।

ভীমপাল মন্ত্রাহত সর্পের ন্যায় একটি দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া অবনত মস্তকে উপবিষ্ট রহিলেন; পরে বলিলেন,—আচ্ছা, রাজা বাহাদুরকে জিজ্ঞাসা করি। এই বলিয়া তিনি বহির্দ্দেশে গমন করিলেন, ও কিছুক্ষণ পরে প্রত্যাগমন করিয়া মৃদু স্বরে বলিলেন—স্বামিন্, আরও আমাদের সহস্র লোকের পুরস্কার চাই। তখন স্বামীজী একটু বিবেচনা করিয়া, অমরেন্দ্র নাথকে সবিশেষ বলিয়া সুরেশচন্দ্রের নিকটে পাঠাইয়া দিলেন।

সকলেই সেই গৃহে নীরবে উপবিষ্ট রহিলেন। একটু বিলম্বে অমরেন্দ্রনাথ আসিয়া একটি পত্র দিলেন। শারদানন্দ দেখিয়া উহা ভীমপালের হস্তে দিলেন। ভীমপাল পড়িলেন—

এক সহস্র স্বর্ণ মুদ্রা।—

সুরেশ।

কাগজখানি পাঠ করিয়া ভীম পাল উঠিয়া দাঁড়াইলেন ও নিঃসন্দেহে স্বামী শারদানন্দকে মুক্ত করিয়া দিলেন। প্রভাত কালীয় পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় আহত স্বামীজী সেইস্থান হইতে মুক্ত হইয়া ধীরে ধীরে বহির্গমন করিলেন। তিনি অমরেন্দ্রনাথের স্কন্ধোপরি নির্ভর করিয়া আশ্রমে প্রবেশ করিলেন। অমনি চতুর্দ্দিক হইতে শত কণ্ঠে ধ্বনিত হইল—'বয়ম্ অজরামরাঃ!"

অমরেন্দ্রনাথ প্রতিশ্রুত সমস্ত মুদ্রা লইয়া গিয়া ভীমপালের হস্তে অর্পণ করিলেন। দ্বিপ্রহর অতীত হইলে কোতোয়ালীর

প্রধান কর্ম্মচারী তদন্তে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি বিশেষ কার্য্যে দূরে গমন করিয়া ছিলেন, এই হেতু আসিতে বিলম্ব হইয়াছে বলিয়া অমরেন্দ্রনাথের নিকট দুঃখ প্রকাশ করিলেন। পরে তিনি রাজা বীরসিংহের মন্ত্রীর সহিত সাক্ষাৎ করিলেন, ও কোন পক্ষেই আর কোন গোলযোগ নাই জানিয়া জলযোগ করিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন।

ঊনত্রিংশ কথা।

শুভ পারণায়।

সন্ধ্যার পরে আশ্রমের চতুর্দ্দিকে নহবৎ বাজিয়া উঠিল। ঠাকুর বাড়ীতে মঙ্গলময়-আরাত্রিক বাদ্য হইতেছে. ধূপের সুগন্ধ ছুটিয়াছে চারিদিকে নানা দশ বাদ্য উত্থিত হইয়া কর্ণ বধির করিতে লাগিল। কোনও দিকে কোন শব্দ আর শুনিতে পাওয়া যাইতেছে না। সোপানশ্রেণীর শীর্ষদেশ হইতে পুষ্প বৃষ্টি হইতে লাগিল। ক্রমে সেই আশ্রম প্রসন্ন বদন জনগণে পূর্ণ হইয়া উঠিল। ভারে ভারে উপহার সামগ্রী আসিতে লাগিল। পুষ্প-স্তবক ও পুষ্প মাল্যে ঘরদ্বার যেন হাস্য করিতে লাগিল। অঙ্গনাগণ চারিদিকে কুসুমাঞ্জলি ছড়াইতে লাগিলেন। আশ্রমের অন্তঃপুরে মহিলাগণের উপর্য্যুপরি হুলুধ্বনির প্রতিধ্বনি ছুটিতে আরম্ভ করিল। আনন্দ-কোলাহলে দিঙ্মণ্ডল আন্দোলিত হইয়া উঠিল।

সমাগত কাশীবাসিনী কুল বধূগণ ও সুমধ্যমা সাধ্বী সকল

দেবী-মহলে বসিয়া কুমারীকে বিবাহ সজ্জায় সজ্জিত করিতে লাগিলেন। সুন্দরীগণ সুনির্ম্মল সুবাসিত সলিলে কুমারীর সর্ব্বাঙ্গ মার্জ্জিত ও ধৌত করিয়া দিলেন, পরে কেশ বিন্যাস করিয়া দিয়া, ভূপেন্দ্র ও সুরেশচন্দ্রের আনীত বহুমূল্য অলঙ্কার ও পরিচ্ছদ কুমারীর বরাঙ্গে পরাইয়া দিতে লাগিলেন। তাঁহারা স্বর্ণ জড়িত পট্টবসন পরাইয়া দিয়া, রত্ন রাজিতে কুমারীর সর্ব্বাঙ্গ শোভিত করিলেন। মস্তকে হীরক খচিত স্বর্ণ মুকুট, তৎ পশ্চাতে অপূর্ব্ব কুন্তল বন্ধন, তাহার উপরে স্বর্ণ-কমল কম্পিত হইতেছে, যেন সুনীল কমলাকরে নলিনী নৃত্য করিতেছে। অনায়ত ললাট-পটে বিলোল অলকাবলী দুলিতেছে! কর্ণে মণি-কুণ্ডল, নাসাগ্রে শ্বাস-কম্পিত মতির বেসর; হস্তে স্বর্ণ বলয় ও মরকতময় চুড়ী, বাহুতে অনন্তের অনন্ত শোভা! গলদেশে সপ্ত গুচ্ছ মুক্তা-মালা ঝলমল করিতেছে; কটিদেশে স্বর্ণ মণ্ডিত রত্নময় চন্দ্রহার শোভা পাইতেছে, ও চরণ যুগলে মুখরিত নূপুর ঝঙ্কার দিতেছে!

নারীগণ দেবীর নিকট হইতে সচিত্র পত্রে লিখিত পরিণয়-কবিতা-মালা আনিয়া কুমারীর কর-কমলে অর্পণ করিলেন, ও শত শত কবিতা-পত্র লইয়া আশ্রমের সর্ব্বত্র বিতরণ করিতে লাগিলেন। ঐ পরিণয়-কবিতা-পত্রে এই কবিতাটি স্বর্ণাক্ষরে লিখিত ছিল, কুন্দমালা পাঠ করিয়া সকলকে শুনাইলেন,—

শ্রীশ্রীপ্রজাপতয়ে নমঃ।

কুলীন কুমারীর শুভ পরিণয়ে স্নেহাশীর্ব্বাদ।

প্রেমের মাধুরি, এস মা কুমারি, আজি অগ্রসর হও,
প্রেম-পরিণয়— বিশ্ব মধুময়! বিশ্ব-প্রেম শিক্ষা লও।

দিগঙ্গনা গণ করিছে নর্ত্তন!—প্রেম ত অনিত্য নয়!
প্রেমের যে ছায়া, অনিত্য সে "মায়া," সেই মায়া দুঃখময়।
বিশ্বপ্রেম-সিন্ধু, তার এক বিন্দু এই প্রেম-পরিণয়,
যেন দুটিমনে এ প্রেম-বন্ধনে ভব-বন্ধ মুক্ত হয়!
সাধু সাধ্বীগণে সুধা বরিষণে আনন্দে বিভোর করে,
হেন প্রেম-ধনে, দাম্পত্য-জীবনে, শিক্ষা কর স্তরে স্তরে।
হেন পরিণয় দিন মধুময় উদয় হয়েছে আজি,
আনন্দেতে ভরা, নৃত্য করে ধরা, প্রেমের সজ্জায় সাজি!
লক্ষ্মী লক্ষ্মীপতি, হর গৌরীসতী চিরসুখী যে বন্ধনে,
সে সুখ-বন্ধন লও মা এখন কুমারি প্রফুল্ল মনে!
এস মা কুমারি, দেবী মূর্ত্তি ধরি, সাধু উপদেশ ধর,
"প্রেমে অমরতা," এ অমূল্য গাথা,—রত্নহার কণ্ঠে পর।
"প্রজাপতি-স্মৃতি মহতী মহতী!" নব দম্পতির আশা,
দুটি প্রাণ মনে দেয় যেন এনে ত্রিদিবের ভালবাসা!
যেমতি ভারতী, হও বিদ্যাবতী, সতী লক্ষ্মী পতিরতা,
ধর্ম্মে থাক মতি, পাও গুণবতী, পতিসেবা-মধুরতা!
সুষমা ইন্দুর—সীমন্তে সিন্দূর চির দিন তুমি পর,
"হাতের বলয়, হাতে হোক ক্ষয়" আশীর্ব্বাদ শিরে ধর।
"সতী-পতি-প্রেমে, শিক্ষা হয় ক্রমে, বিশ্বপ্রেম সুধাঢালা।"
করিয়া যতন রাখিও স্মরণ, কুমারি কুলীন-বালা।

প্রণবাশ্রমে কাশীবাসী মহামতিগণ ও আর্য্যনারী সকল সর্ব্বদা যাতায়াত করিতেছেন। ধর্ম্মমতি নরপতি হইতে কুল-বধূগণ পর্য্যন্ত সকলেই উপস্থিত। দীন দুঃখী অনাথা সকল আশ্রমের আনন্দোৎসব দেখিতে আসিয়াছে। ভূপেন্দ্র-নারায়ণের

অনুমতি ক্রমে স্বামী শারদানন্দ পূর্ব্বেই আসিয়া বিবাহ-মণ্ডপ প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছেন।

আশ্রমের মধ্যস্থলে দোলমঞ্চের প্রাঙ্গনে বিবাহ মণ্ডপ প্রস্তুত হইয়াছে। রত্নময় বহু সজ্জায় সেই মণ্ডপ সুসজ্জিত। তাহাতে সুকুমার কুসুম মুকুল, পুষ্প-স্তবক, ফুলভার নত হরিৎ-লতার গুচ্ছ, ও নব পত্রবরাজি সুশোভিত। তদুপরে ঘন-সার চন্দন-পঙ্ক প্রক্ষিপ্ত হওয়ায় সৌরভে দিঙ্মণ্ডল আমোদিত করিতেছে! বিবাহের আয়োজন-সামগ্রীতে সেই মণ্ডপ পরিপূর্ণ হইয়াছে। কত যে কাশীবাসী মহামতিগণ আসিয়া সেই সুন্দর সুসজ্জিত মণ্ডপে উপবেশন করিয়াছেন, তাহার সংখ্যা নাই! সুধাংশুর ললাটপটে চন্দন লেপন, পরিধানে কৌষিক বস্ত্র, স্কন্ধদেশে কৌষিক উত্তরীয়। তিনি বর-সজ্জায় সজ্জিত হইয়া সেই সাধু মণ্ডলীর মধ্য স্থলে উপবিষ্ট আছেন।

শত শত আলোক মালায় দীপ্তিময় হইয়া মণ্ডপ-গৃহ অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়াছে! এই সময়ে কুমারীকে মধ্যস্থলে লইয়া আর্য্যনারীগণ শঙ্খ ধ্বনি করিতে করিতে বিবাহ-মণ্ডপে প্রবেশ করিলেন। কুমারীর রূপ-লাবণ্য-প্রভায় সভাস্থল উদ্ভাসিত হইল। সকলেই সবিস্ময়ে সেই লক্ষ্মীরূপার অপূর্ব্ব শ্রী একদৃষ্টে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন, ও মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন—এই পাত্রী কি মানবী?

পাত্র পাত্রী যথা বিধানে নির্দ্দিষ্ট আসনে উপবিষ্ট হইলে আচার্য্য ও পুরোহিত, বিবাহের মন্ত্রপাঠ ও ক্রিয়া কলাপ সুনিয়মে সম্পন্ন করিয়া বেদধ্বনি করিলেন। বিবাহ-ক্রিয়া সম্পন্ন হইলে ষোড়শিনী সুন্দরীগণ, কুমারীকে আসন সহ

উত্তোলন করিয়া, সুধাংশুর চতুর্দ্দিকে সপ্তবার প্রদক্ষিণ করাইলেন। পরে পাত্রের বামভাগে পাত্রীকে পুনরায় স্থাপন করতঃ তাঁহারা বারংবার হুলুধ্বনি ও শঙ্খধ্বনি করিতে করিতে নব দম্পতিকে আবাস গৃহে লইয়া গেলেন।

তখন পুনর্ব্বার নহবৎ বাজিতে লাগিল, নানাবিধ বাদ্যে শ্রুতি রোধ হইয়া গেল। সেই আশ্রম নৃত্য গীতে পূর্ণ হইল, এবং জয়ধ্বনি, মঙ্গলধ্বনি ও শঙ্খধ্বনিতে টলমল করিতে লাগিল।

সেই বাদ্যোৎসব-কোলাহল শ্রবণ করিয়া বিমলা দেবী আপন কক্ষে বসিয়া সবিস্ময়ে চিন্তা করিতেছেন—এই শ্রবণ-বধিরকর বাদ্যোৎসব কোথায় হইতেছে? তিনি মন্ত্রীবর ভীমপালকে সংবাদ দিয়া আনাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—এরূপ বাদ্য কোথায় হইতেছে? ভীমপাল বলিলেন,—মা, আপনার কন্যার শুভ পরিণয় সম্পন্ন হ'ল। "নিয়তি কিসে বধ্যতে?" মা, আপনি এখন জল গ্রহণ করুন, কোনও চিন্তা নাই। আমি সাধ্যমত চেষ্টা করেছি! "যত্নকৃত, যদি বা না সিদ্ধি, কর্ম্মদোষঃ?" সাধ্যের অতীত হলে কি করব?

প্রজাপতির নির্ব্বন্ধ কার সাধ্য খণ্ডন করে? আপনি শান্ত হন। যা হবার তাই হ'ল। তবে আমি যাতায়াতের খরচটা আদায় ক'রে নিয়েছি। একবারে ছেড়ে দেওয়ার পাত্র আমি নই। এই এক সহস্র স্বর্ণ মুদ্রা আমি অতিকষ্টে আদায় করেছি, আপনি গ্রহণ করুন। এই এখন আমাদের যথেষ্ট মনে করতে হবে। আপনার কন্যা স্বামী সঙ্গে পরম সুখে রাজভোগে কাল যাপন করবেন, তার জন্য আর ভাবনা কি? দেখলাম, কত রাজা এসে দুয়ারে ঘুরছে! এক কথায় এক সহস্র স্বর্ণ মুদ্রা

ফেলে দিয়েছে! ধনের অভাব নাই, মানের অভাব নাই, সুখের সীমা নাই! এখন চলুন আমরা যাত্রা করি। ব্রহ্মময়ীর ইচ্ছা।

বিমলা দেবী এই কথা শুনিয়া অবাক্ হইয়া রহিলেন। তিনি দুঃখে ও ক্ষোভে মলিন হইয়া কিছুক্ষণ পরে বলিলেন,—বাবা, আমি ত অর্থ নিতে আসি নাই, কন্যাকে নিতেই এসেছি। আপনারা শেষে কি এই করলেন? আমি আপনাদের ভরসা পেয়েই এতদুর এসেছিলাম। এখন বুঝলাম আমার না আসাই উচিত ছিল। হায়, আমি কেন এলাম!

ভীমপাল।—মা, এ সব দৈবের নির্ব্বন্ধ। আমরা বহু চেষ্টা করেচি, সেজন্য ক্ষোভের কারণ নাই।

এই বলিয়া ভীমপাল প্রস্থান করিলেন ও রাজার নিকটে গিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি রাজাকে বলিলেন—হুজুর, তিন সহস্র স্বর্ণ মুদ্রা। হা! হা! এই তিন সহস্র ভূপেন্দ্রের নিকট আদায় করেছি। এক সহস্র বিমলা দেবীকে দিলাম, দুই সহস্র আমাদের। আর শারদানন্দ, কি জব্দটাই হয়েছে; উঠবার শক্তি নাই। এখন ছমাস শয্যায় পড়ে থাক।

বলিতে বলিতে ভীমপাল দুই সহস্র স্বর্ণ মুদ্রার তোড়া রাজার সম্মুখে রাখিয়া দিলেন। রাজা ম্রিয়মান হইয়া আছেন। তিনি বিরক্ত ভাবে বলিলেন—তা বেশ হয়েছে, আর আবশ্যক নাই। কাশীবাসী দীন দুঃখীকে ঐ টাকা দান ক'রে দেও। আমার সম্মুখে ঐ টাকা দান হোক, আমি দেখব। আমার শরীর ভাল নাই, শীঘ্র ঝিনিয়া যাবার বন্দোবস্ত কর। মন্ত্রী শুনিয়া কিছুই বুঝিতে পারিলেন না, একটু ভীত হইলেন, ও "যে আজ্ঞে, হুজুর" বলিয়া চলিয়া গেলেন।

ত্রিংশ কথা।

বাসর।

বিবাহের পরে আশ্রমে মহাভোজের আয়োজন হইয়াছে। অত্যুজ্জ্বল আলোক মালায় প্রণবাশ্রম রাজপুরির ন্যায় শোভা ধারণ করিয়াছে। রাজ ভাণ্ডার উন্মুক্ত হইয়াছে, অধিক রাত্রি পর্য্যন্ত কেবল ভোজনের সামগ্রী বিতরণ হইতেছে। চর্ব্ব্য চোষ্য লেহ্য পেয় কোনও সামগ্রী আর বাকি নাই, দেবী স্বহস্তে সমস্ত বিতরণ করিতেছেন। কত যে কাঙ্গাল অন্ধ খঞ্জ আর সাধু সাধ্বীর সেবা হইল তাহার সংখ্যা নাই। লোকে লোকারণ্য হইয়াছে। ক্রমে রাত্রি দ্বিপ্রহর অতীত হইল।

এ দিকে বাসর-সজ্জা হইয়াছে। বাসর-গৃহে নব দম্পতি সুকোমল সুন্দর শয্যায় উপবেশন করিয়াছেন। চারিদিকে যুবতীগণ ও সুমধ্যমা মহিলাগণ বেষ্টন করিয়া বসিয়া আছেন। সকলেই সুরসিকা। পাত্রীর অবগুণ্ঠন উত্তোলন করিয়া এক সুন্দরী বলিলেন,—"ভাই, চাঁদ কেন ঢাকা?" আর এক রসিকা বলিলেন—"চাঁদ চাচ্ছে টাকা।" প্রথমা বলিলেন—"টাকা কোথায় বাছা?" দ্বিতীয়া বলিলেন—"ধরগে বরের কাছা!" এই বলিয়া সকলে উচ্চহাস্য করিয়া উঠিলেন। তখন সুপ্রভা উঠিয়া বলিলেন, ভাই দেখ, প্রতিমার বিয়ের দিন, বাসরে আমরা বল্যাম, আমাদের কি দেবে, বল? জামায়ের বাবা বল্যেন—সে হবে না, সে হবে না, আমরা দিতে টিতে পারব না। ভাই লোকটা যেন কর্কশা চাষা! মেঘমালা বলিলেন—নে ভাই নে, সে কথায় আর এখন কি হবে? এখন যা করবি তাই কর।

তখন সুপ্রভা বলিলেন, ভাই, "ফেল্ল্যাম কথা সভার মাঝে, যার কথা তার গায়ে বাজে।" বলিয়াই সকলে হাসিয়া কুটিকুটি হইলেন, ও গা-টেপাটিপি আরম্ভ করিলেন।

সুধাংশু বলিলেন.—আপনারা ক্ষান্ত হন, টাকার ভাবনা কি? আপনাদেরই সব। যেরূপ বলবেন, সেইরূপই হবে।

সরসীলতা বলিলেন—ও কথা যাক। জামাই-ভাই একটা গান গাও দেখি? সকলে হাস্য করিয়া উঠিলেন। সুধাংশু বলিলেন—আপনারা যদি আগে আগে যান, আমি পেছু পেছু যেতে পারি। বিজনবাসিনী বলিলেন—বটে? আচ্ছা ভাই ক্রমে অগ্রসর হও -"তিলে তিলেই তিলোত্তমা।" ত্রিদিবা, একটা গান গেয়ে শুনিয়ে দেত। ত্রিদিবা গান ধরিলেন,—

গীত।

আঁখিতে ভুলালে সখি, সেই আঁখি লো সখি।
সেই পদ্মপলাশ লোচন, হৃদয়ে রেখেছি আঁকি!
ধন দিলাম, মন দিলাম, প্রাণ দিতে আছে বাকি!

পরে ত্রিদিবা বলিলেন— ভাই, এখন তুমি একটা গাও।

সুধাংশু বলিলেন,—না, এখন না, আপনারা আর দুই একটা গাইলে, পরে আমি গাইব।

"আচ্ছা, তবে শোন" এই বলিয়া চন্দ্রকলা গান ধরিলেন—

গীত।

নীলাজ নিলাজ কালা!
পীরিতি রাখতে নার, রাখতে নার, রাখতে নার;
মারতে পার ব্রজের বালা!

আমরা গোপের নারী, সইতে নারি,
আমরা সইতে নারি বিচ্ছেদ জ্বালা।
ছি, ছি, ছি! প্রেম জান না,—
প্রেম জান না, প্রেম জান না, প্রেম জান না;
জান না, প্রাণ দিয়েছে গোপের বালা!
এ ত নয় কংস ধ্বংস,— কালীয় বংশ,
এ ত নয় মানব দেহের ধূলা খেলা।
এ যে নিত্য সত্য, প্রেমের তত্ত্ব,
অমরত্বের নিত্য লীলা!

গানটি শুনিয়া ত্রিগুণা বলিলেন—সুধাংশু দেখ, প্রেমের কি অপূর্ব্ব শক্তি! এমন প্রেম কি তোমরা জান? নারীহত্যা করতে পুরুষ এদিক ওদিক চায় না। প্রেম শুকালেই নারী গেল! তোমরা আজ প্রেমের বন্ধনে বাধা পলে। ভাল, বল দেখি, প্রেম কেমন? কিছু কি জান? শিখেছ কিছু? না শিখে থাক ত বল, আমরা গুরুমশায় হয়ে তোমাকে শিখিয়ে দেব। আমাদের কুমারীর চির শ্যামল হৃদয় খানি যেন শুষ্ক মরু করে দিও না।

সুধাংশু বলিলেন—আপনারা আমাকে এই উপদেশ দিয়ে বড়ই সুখী করলেন। আমি আর কি বলব? আশ্রমের সাধু সাধ্বীগণ সকলেই বিশ্বপ্রেম-পথের পথিক। ভালবাসাই জগতের সার মন্ত্র,—তাঁরা সকলেই জানেন। আমিও তাই জানি।

"জগতে যা আকর্ষণ প্রাণে তা মিলন-আশা,
বিশ্বে বিশ্ব ধরি টানে, প্রাণে প্রাণে ভালবাসা।"

শরীরে যেমন রক্ত, মনে তেমনি ভালবাসা। রক্তহীন শরীর, আর ভালবাসা হীন মন সমান।

নিরক্ত দেহই জীর্ণ জরা, ভালবাসা গেলেই মনটি মরা!

ভালবাসা গেলে, জীবনী-শক্তির আর মধুর লাবণ্য থাকে না।

এই দেখুন—জন্মের পরেই প্রথম দেখলাম মা; প্রথম শিখলাম মা। অক্ষর ব্রহ্ম, প্রথম অক্ষর উঠল "মা"। জগতের ভাষার প্রথম অক্ষর, ভালবাসার নন্দন-কাননের প্রথম পুষ্প, সেরা ফুলটি ফুটল 'মা'। সৌরভে ত্রিজগৎ আমোদিত, মোহিত হল। সুরাসুর নরনারী 'মা' ধ্বনিতে নৃত্য করে উঠল। ছেলের সম্মুখে "মা" ফুটলেন যেন সহস্র-দল পদ্ম! যোগীর মস্তকের সহস্রদল পদ্ম এই জগজ্জননী 'মা'। মায়ে আর সন্তানে কি অনীর্ব্বচনীয় ভালবাসা! এই খানে ভালবাসার মহা নদীর প্রথম উৎস—উৎসারিত।

ভাষার দ্বিতীয় অক্ষর উঠল "বাবা।" এইটি ভালবাসার পুষ্পোদ্যানের দ্বিতীয় কুসুম! তৃতীয় ও চতুর্থ কুসুম—দাদা, দিদি। ক্রমে ভালবাসার উদ্যান ফুলে ফুলে ফুলময়। শেষে অপূর্ব্ব কুসুম প্রস্ফুটিত হল—দাম্পত্য প্রণয়। এই ভালবাসার ফুলটির যে ফল হয়, তার নাম 'অমরত্ব'! সে ফল অমৃত রসে পূর্ণ। মা-বাপে ভালবাসা, ভাই-বোনে ভালবাসা, স্বামী-স্ত্রীতে ভালবাসা, পুত্র-কন্যায় ভালবাসা, ঘর বাড়ীতে ভালবাসা, পশুপক্ষীতে ভালবাসা, বৃক্ষলতায় ভালবাসা, চারিদিকে ভালবাসার সমুদ্র উথলে উঠল। আহা, জগতে যেমন সূর্য্য, জীবপ্রাণে তেমনি এই ভালবাসা। যোগীর যেমন মুক্তি-আশা, জীবের তেমনি ভালবাসা!

ভালবাসাই মহাশক্তি! এই ভালবাসা যার হৃদয়ে উদয় হয়, সে অলঙ্ঘ্য পর্ব্বত অতিক্রম করে, সাঁতারে সাগর পার হয়। ভালবাসা কি অসামান্য নৈসর্গিক সামগ্রী! মানুষ এই ভালবাসার স্পর্শে প্রিয়তম আত্ম জীবনকেও তৃণবৎ ত্যাগ করতে প্রস্তুত হয়। এই স্বর্গীয় পদার্থের সংস্পর্শে মৃন্ময় পৃথিবী স্বর্ণময় হয়। ওঃ! অগ্নির কি এরূপ শক্তি আছে? তাড়িৎ কি এতশক্তি ধরে? না। ভালবাসার শক্তিই অসীম। নিদাঘের জলশূন্য মরুভূমি, আর এই পৃথিবীর প্রেমশূন্য হৃদয় যেন হু হু ক'রে জ্বলে যায়। আহা, কেহ যেন ক্ষণকালও এই ভালবাসা না হারায়। পশুপক্ষী তরু-লতাতেও যেন মানব-মনের ভালবাসা মাখান থাকে, তাতেও মনের কত শান্তি!

চিত্রলেখা বলিলেন,—বেশ কথা! কিন্তু ভালবাসার পাত্র ম'রে গেলে উপায় কি?

সুধাংশু।—দেহ গেলেও ভালবাসা যায় না। ভগবতী যোগমায়ার প্রিয়তমা প্রথমা কন্যাই ভালবাসা। ঐ কন্যাই মাতৃসন্নিধানে নিয়ে যাবার জন্য, মায়ের দুষ্ট শিষ্ট সকল সন্তানকেই, নিত্য ও অনিত্য ভাবে প্রলোভিত করছেন। ভয় কি? আর ভয় নাই, মৃত্যুময় ধরাতলে "ভালবাসা" আছে।

ভালবাসা সূক্ষ্ম আতিবাহিক শরীরেও বিরাজ করে। জীব ত মরে না, সূক্ষ্মদেহে থাকে, তবে ভালবাসা কেন মরবে? মরা দূরে থাক, সে যে মৃত-সঞ্জীবনী।

ভালবাসার লক্ষণই "সেবা।" কেবল সেবাতেই ভালবাসা প্রকাশ পায়, সেবাতেই ভালবাসার পূর্ণতৃপ্তি ও সম্পূর্ণ সার্থকতা।

পূজা ছেড়ে সেবা—করতে পারে কেবা?

অন্যের কথা দূরে থাক, ভগবানও কেবল এই সেবাতেই বশীভূত হন। সংসারের সকল কর্ম্মের মধ্যে "পর-সেবাই" শ্রেষ্ঠ। এই "প্রেমের সেবাই" অসাধারণ ভালবাসার নিদর্শন, ও বিশ্ব-প্রেমের উজ্জ্বল লক্ষণ!

বাহ্যজগতে যেমন ত্রিতাপ-হারিণী গঙ্গা, অন্তর্জগতে তেমনি বিষ্ণুপাদপদ্ম হতে প্রবাহিত এই কলুষ-নাশিনী "ভালবাসা"! ত্রিতাপ-দগ্ধ ক্ষুদ্র জড়-দেহের জড়ত্ব চূর্ণ চূর্ণ করবার জন্যই এই ভালবাসার সৃষ্টি। এতেই বিধাতার শিল্প-নৈপুণ্যের পরাকাষ্ঠা দেখান হয়েছে!

জড়-জগতের ভালবাসাতেই আগে ভালবাসার সূত্র হয়; পরে অন্তর্জগতে ভালবাসা রাজত্ব আরম্ভ করে। শেষে সুপক্ক হয়ে এই ভালবাসা, নদী যেমন সাগরে পড়ে, তেমনি প্রেমস্বরূপ ভগবানে গিয়ে ছুটে পড়ে। যদি তেমন ভালবাসা থাকে, ভালবাসা যদি চিরস্থায়ী হয় তবে আর মোক্ষ মুক্তি কে চায়? ভালবাসার পূর্ণতাই ভগবান স্বয়ং। ভালবাসা সকল জিনিষকেই মনোহর করে তুলতে পারে, এইটি তার ঐশ্বরিক ক্ষমতা। মানুষের কুৎসিৎ স্ত্রী-পুত্রকেও ভালবাসা "নিষ্কলঙ্ক চন্দ্রের সমান" ক'রে দেয়। অজ্ঞান-অন্ধের নিকটেই ভালবাসা অস্থায়ী ব'লে বোধ হয়। বাস্তবিক ভালবাসা চিরস্থায়ী। ঈশ্বরই চৈতন্যময় ভালবাসা! পরমেশ্বরের যে সৃষ্টি, সে তাঁর ভালবাসার খেলা বই আর কিছুই নয়। সেই ভালবাসাই এই মানুষের মধ্যে "ঢালা-ফেলা" "ছড়াছড়ি" হচ্ছে!

এই ত অমৃতের ছড়াছড়ি! দেশকাল পাত্র দোষে অসুরেরা এই অমৃতের অপব্যবহার করে মাত্র। তাতে অমৃতের কি?

অমৃত কি নষ্ট হয়? দেহ নষ্ট হ'লেও প্রকৃত ভালবাসা সূক্ষ্ম দেহে বর্ত্তমান থাকে।

প্রাণের গভীর কূপে, লুক্কায়িত চুপে চুপে,
সঞ্জীবনী-সুধারূপে কে গো তুমি বল না?
সংসার-মুকুট-মণি প্রেমেভরা মুখ খানি
ভুবন-মোহিনী ধনি সুরলোক-ললনা?
"ভালবাসা" মোর নাম, বৈজয়ন্ত-পুরে ধাম,
জীবের জীবনারাম, স্বরগের নমুনা,
ধরাতলে নিপতিত, জীব-প্রাণে প্রবাহিত
বিষ্ণুপাদপদ্ম হ'তে বিগলিত করুণা!
অণুতে অণুতে মিলে প্রাণে প্রাণে সুখ ভোগ,
মানব সাধিবে এই বিশ্বময় প্রেমযোগ।
জড়-দেহ মিলনেতে পুনঃ পুনঃ ক্ষয় দুখ,
জ্ঞানময় প্রাণময় মিলনে অক্ষয় সুখ!

তখন যুবতীগণ ও সুমধ্যমা সুন্দরী সকল সমস্বরে বলিয়া উঠিলেন—ভাই সুধাংশু, ভাই শুধাংশু, তুমিই ধন্য! তুমিই ধন্য! এই অমৃত পান কর, আর দান কর। ধন্য ভগবানের প্রেম! ধন্য তাঁর প্রেমিক ভক্তগণ! আমরাও শুনে ধন্য হল্যাম! তখন সমস্বরে শতকণ্ঠে ধ্বনিত হইল—"বয়ম্ অজরামরাঃ"। আনন্দ-কোলাহলে বাসর ভঙ্গ হইল।



একত্রিংশ কথা।

আনন্দ-সম্মিলন।

বিবাহের পরদিন প্রত্যূষে মন্ত্রীবর ভীমপাল আসিয়া রাজাকে বলিলেন—হুজুর, ঝিনিয়া যাবার সকল বন্দোবস্তই ঠিক হয়েছে, কিন্তু আর এক বিপদ উপস্থিত, উলসী শুন্‌চি বৃন্দাবনে চলে গিয়েছে।

রাজা।—হাঁ, হাঁ, সে আমাকে ব'লেই গিয়েছে। সে এক মাস পরেই আসবে। একশত টাকা তার খরচের জন্য আমি দিলাম, দীনদুঃখীদের হাতে দেওয়ার জন্য শেষে আরও কিছু দিয়েছি। আহা, শ্রীবৃন্দাবন ধাম দর্শন করে আসুক, আমার ভাগ্যে হবে কি না, জানি না!

মন্ত্রী।—হুজুর, দেবীদাসকেও আর দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না· সেও বৃন্দাবন গিয়েছে, শুনতে পাচ্ছি।

রাজা।—সে বৃন্দাবন যাবে কেন? তাকে পুরস্কার দিতে হবে, সেইত সব করেছে শুনেছি। সে ত খুব ভাল লোক।

মন্ত্রী।—হুজুর, গিরিধারীর নিকট আর ব্রহ্মদেব পাঁড়ের নিকট জানতে পেলাম, দেবীদাস বাঙ্গলায় আর যাবে না, এ কথা সে তাদের নিকট প্রকাশ করেছে। আবার উলসী, শুন্‌তে পাচ্চি, ঝিনিয়া থেকেই অধিক রাত্রে দেবীদাসের কাছে যাতায়াত করত, দেবীদাসকে এক দিন না দেখলে সে থাক্‌তে পারত না; দেবীদাসের কাছে সে গান শিখত। এ কথা আমি পূর্ব্বে জানতে পেলে বেটাকে দূর করে দিতাম। বৃন্দাবন যাওয়া মিথ্যা, ঐ

বেটা উলসীকে নিয়ে গিয়েছে! হুজুর, উল্লসী কোথায় মজা খুঁজতে গিয়েছে, আপনি তার কিছুই বুঝতে পারেন নাই।

রাজা।—না না, উল্লাসিনী ত সেরূপ নয়। তুমি ওরূপ কথা দ্বিতীয়বার আমার নিকট ব'ল না, আমি তাকে কন্যার ন্যায় দেখি। তোমা চেয়ে তার ধর্ম্ম-ভয় অধিক আছে! সে আমাকে কত ভাল ভাল উপদেশ দিয়ে কত সময় রক্ষা করেছে। আমাকে ধর্ম্ম পথে রাখার জন্য সে কত চেষ্টা করেছে, কত তাড়না করেছে! আমি আগে তার কথায় কর্ণ-পাত করতাম না সত্য, এখন দেখছি, তোমা অপেক্ষা তার উপদেশ আমার অধিক মঙ্গলকর। আমি শুনেছি পঞ্চসহস্র স্বর্ণ মুদ্রাতে সন্ধি হয়েছে, আরও এক সহস্র তুমি নিয়েছ!

ভীমপাল। হুজুর এ কথা কে বল্যে, কে বল্যে? কখনই না, কখনই না!

রাজা।—দেবীদাস আমাকে বলেছে।

ভীমপাল।—হুজুর, সে বেটার কথা আপনি শোনেন কেন? সে বেটা ত পালিয়েছে। একটা মিথ্যা ব'লে দিয়েছে!

রাজা।—যাক, সে কথায় এখন কাজ নাই। এখানে আমার মন স্থির হচ্চে না, অসুস্থতাও বৃদ্ধি পাচ্চে। শীঘ্র বাটী যাওয়ার উদ্‌যোগ কর। ভীমপাল "যে আজ্ঞে" বলিয়া চলিয়া গেলেন। রাজার মুখে কঠিন বাক্য শুনিয়া তিনি অদ্য হইতেই নিজ পন্থা দেখিতে লাগিলেন।

এক্ষণে রাজা ৺বিশ্বনাথের পূজা দিতে যাইবেন প্রকাশ করিলেন, তৎক্ষণেই সমস্ত আয়োজন হইল। তিনি সকলকে সঙ্গে লইয়া বাদ্যোদ্যম সহকারে বিশ্বনাথের মন্দিরে উপস্থিত হইলেন,

বিশ্বনাথ দর্শন করিয়া যথারীতি পূজা সমাপন করতঃ ভীমপালের প্রদত্ত সন্ধির সমস্ত অর্থ কাশীবাসী ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণকে দান করিতে আরম্ভ করিলেন। ভারে ভারে নূতন বস্ত্র ও মিষ্টান্ন আনিয়া রজা নিজ হস্তে দীনদুঃখীকে বিতরণ করিতে লাগিলেন ও বিশ্বনাথের ভবনে "অন্নক্ষেত্র" করিতে আদেশ করিলেন। পণ্ডিত মণ্ডলী হইতে কাঙ্গাল, অন্ধ খঞ্জ পর্য্যন্ত সহস্র সহস্র কাশীবাসী জনগণ দুই হস্ত উত্তোলন করিয়া "জয় জয় বিশ্বনাথ! জয় জয় মহারাজ বীরসিংহ!" উচ্চৈঃস্বরে বলিতে বলিতে কাশীধাম আন্দোলিত করিয়া তুলিল! রাজা কাশীধামে একটী বীরেশ্বর-শিবের মন্দির ও অন্নপূর্ণার ভবন প্রস্তুত করিয়া প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য বিশ্বেশ্বরের মোহন্ত-মহারাজের উপরে ভারার্পণ করিয়া, ও সকল বন্দোবস্ত স্থির করিয়া দিয়া বাসা বাটিতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। বিমলা দেবীও ভীমপাল-প্রদত্ত মুদ্রা বিশ্বনাথ-মন্দিরে অর্পণ করিয়া আসিলেন। রাজা সেই দিনই বিমলা দেবীকে সমভিব্যাহারে লইয়া স্বদল-বলে ঝিনিয়াভিমুখে যাত্রা করিলেন।

পূর্ব্ব দিন রজনীযোগে দেবীদাস ও উল্লাসিনী উভয়ে ভূপেন্দ্র-নারায়ণের নিকটে গিয়া তাঁহার শরণাপন্ন হইয়াছে। দেবীদাস তাঁহার দ্বারবানের কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছে, উল্লাসিনী সেবিকার কার্য্য প্রার্থনা করিয়াছে। কুমার উল্লাসিনীর মুখের দিকে একবার চাহিয়াই দেখিলেন সে যুবতী, অমনি মৃত্তিকাতে দৃষ্টিস্থির করিয়া বলিলেন,—মা, তুমি এখানে এখন থাক, আমি তোমাকে প্রণবাশ্রমে নিয়ে যাব। যদি দেবীর অনুমতি হয়, তবে তুমি সেইখানে থাকতে পারবে।

ভূপেন্দ্রের ইচ্ছা, দেবীর অনুমতি লইয়া উল্লাসকে কুমারীর সেবায় নিযুক্ত করিয়া দিবেন।

উল্লাসিনী।—বাবা, আমি আপনার কন্যা, আমাকে আশ্রমে নিয়ে যাবেন। দেবী আমাকে জানেন।

ভূপেন্দ্র।—মা, দেবী তোমাকে জানেন কি রূপে?

উল্লাসিনী।—বাবা, আমি পূর্ব্বে একদিন দেবীর চরণদর্শন করতে গিয়েছিলাম।

ভূপেন্দ্র।—মা, তবে ত ভালই হবে।

কুমার, উভয়ের ধর্ম্মভীরুতা, বিনয় ও শিষ্টাচার দর্শনে মুগ্ধ হইয়া তাহাদের যথেষ্ট আদর করিলেন। তাহারা দেবী-চরণ দর্শন-বাসনা জ্ঞাপন করায় তিনি তাহাদিগকে আশ্বাস দিয়া বলিলেন যে, সন্ধ্যার পরে তাঁহার সঙ্গে গমন করিলেই দেবী-দর্শন হইবে, তজ্জন্য চিন্তা নাই।

এ দিকে প্রাতঃকালে প্রণবাশ্রমে একে একে সকলে একত্র হইতেছেন। সুধাংশু বহির্ব্বাটীতে গিয়া দেখিলেন, ভূপেন্দ্র-নারায়ণ আসিয়া সুরেশচন্দ্রের কর ধারণ পূর্ব্বক প্রাতঃসমীরণ সেবন করিতেছেন। সুধাংশু আসা মাত্রই ভূপেন্দ্র ছুটিয়া গিয়া তাঁহার কণ্ঠালিঙ্গন করিয়া বলিলেন—ভাই, কেমন ছিলে, বল? দেবীর কি ইচ্ছা, দেখ।

সুরেশচন্দ্র গিয়া সুধাংশুর দক্ষিণ হস্ত ধারণ করিয়া বলিলেন—ভাই সুধাংশু, ভাই সুধাংশু, আমরা আবার একত্র হল্যাম, আজ কি আনন্দের দিন!

সুধাংশু বলিলেন—ভাই, তোমাদের আসাতেই আমার সকল আশা পূর্ণ হল, আমি তোমাদের কাছে চিরদিনই

বিক্রীত। দেবীর কৃপায় আজ সমস্তই সুসম্পন্ন হল। স্বামীজী কোথায়?

ভূপেন্দ্র বলিলেন, স্বামীজী এখন ধ্যানে আছেন। শীঘ্রই আসবেন। এই সময়ে অমেরেন্দ্রনাথ আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি আসিয়াই বলিলেন—"বয়ম্ অজরামরাঃ।" সকলেই বলিয়া উঠিলেন—"বয়মজরামরাঃ!" সুধাংশু অগ্রসর হইলেন এবং ভূপেন্দ্র ও সুরেশের সহিত অমরেন্দ্রের পরিচয় করিয়া দিলেন। তাঁহারা অমরেন্দ্রকে আলিঙ্গন করিলেন। ভূপেন্দ্র বলিলেন, ভাই, দেবীর কৃপায় আজ তোমাকে পেলাম, তুমি আমাদের বলস্বরূপ, এত নিকটতম হয়ে আছ, এত দিন জান্‌তে পাই নাই।

তখন স্বামী শারদানন্দ আসিতেছেন। ভূপেন্দ্র বলিলেন, 'বয়ম্ অজরামরাঃ।' স্বামীজী হস্তউত্তোলন করিয়া বলিলেন, 'বয়ম্ অজরামরাঃ!' পরে বলিলেন, সুধাংশু, কেমন আছ?

সুধাংশু।—আপনাদের ভালবাসা পেয়ে আপনাদের অন্তরেই পরমানন্দে আছি।

স্বামীজী সুধাংশুকে বক্ষে ধারণ করিলেন; পরে অমরেন্দ্রের হস্ত ধারণ করিয়া বলিলেন, অমরেন্দ্র, তোমার ভরসাতেই ছিলাম তোমার কার্য্য তুমি সাধন ক'রে দেবীর আনন্দ বর্দ্ধন করলে, এর অপেক্ষা সুখের বিষয় কি আছে?

অমরেন্দ্র।—দেব, অপনারাই সকলের মূল। আপনারা না এলে উপায় কি হত?

স্বামীজী।—কেন, দেবী ছিলেন, তিনিই সূর্য্য, আর সব

রশ্মি। যেখানে সূর্য্য সেখানেই রশ্মি! সুধাংশুর উপরে এখন গুরুভার পড়েছে।

শুধাংশু।—দেব, আমাকে কি করতে হবে বলুন।

স্বামী।—তোমাতে বিশ্ব-প্রেম বিকাশিত হোক।

"শুধু ভালবাসা নয়—বিশ্ব-প্রেম অভিনয়!"

তোমাকে বিশ্ব-প্রেম অভিনয় করতে হবে। পর-সেব্যতেই বিশ্বপ্রেম বিকাশিত হয়। আমাদের সকলেরই এই ব্রত।

তখন সকলে আনন্দ-ধ্বনি করিয়া উঠিলেন, এবং সহাস্য মুখে দেবী-দর্শনে গমন করিলেন। তাঁহারা দেবীর কক্ষে গিয়া উপবেশন করিলেন। দেবী তখনও সম্মুখস্থ গুহাতে সমাধিস্থ আছেন। সকলে গবাক্ষপথে গঙ্গাবক্ষ দর্শন করিতে লাগিলেন।

বহুক্ষণ পরে দেবী গুহা হইতে গাত্রোত্থান করিয়া নিজ কক্ষে আসিয়া সুন্দর আসনে উপবেশন করিলেন। সকলেই দেবীকে প্রণাম করিলেন। চারিদিকে "বয়মজরামরাঃ" ধ্বনি উত্থিত হইয়া প্রতিধ্বনিত হইল।

দেবী, কমলদল নিন্দিত কর-পল্লব উত্তোলন করিয়া সহাস্য মুখে সকলকে আশীর্ব্বাদ করিলেন, পরে ভূপেন্দ্র, সুরেশ ও সুধাংশুকে দক্ষিণ ভাগে বসিতে ইঙ্গিত করিলেন, শারদানন্দ অমরেন্দ্র প্রভৃতিকে বামভাগে বসিতে বলিলেন। আর আর সাধু পুরুষগণ সম্মুখে বসিলেন, সাধ্বীগণ পশ্চাতে রহিলেন।

দেবী বলিলেন, সুধাংশু, তোমরা দুজনে পরিণয় পাশে বদ্ধ হ'লে, এ বন্ধন অমৃতের বন্ধন! আশীর্ব্বাদ করি, এই "বন্ধনে" তোমাদের "ভববন্ধন" মুক্ত হোক। অনিত্যে আসক্তিই কাম, সেইটী বন্ধন। নিত্যে আসক্তিই প্রেম, সেইটী মুক্তি।

পত্নীকে ভালবাসতে গিয়ে অনেকে সমস্ত সংসারকেও বিস্মৃত হয়, এত বড় যোগ আর নাই। যেখানে ভালবাসার যোগ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক, সেখানে যদি "আত্মায়" দৃষ্টি পড়ে, তবে সেখানেই যোগ সাধনের সুযোগ ও সুবিধা অধিক হয়। তাই দাম্পত্য যোগ সাধনেই অমরত্ব লাভের সুযোগ অধিক। আত্ম-দর্শন যদি স্পষ্ট হয়, তবে স্বামী স্ত্রীতে অতি সহজেই দেখতে পায় যে, দুটী নিরাকার "আমি" পরস্পর দর্শন মাত্রে, পরস্পরে মিশে, এক হওয়ার জন্য, কেমন প্রাণপণে চেষ্টা করছে! দুটীই এক বস্তু, কেবল আনন্দ-লীলা বর্দ্ধনের জন্য, এক হয়েও দুটীর ন্যায় খেলা করছে। প্রাণ-বস্তুকে দেখা চাই, তা'হলেই সব সার্থক ও মধুময় হল। এই আত্মদর্শনের ভালবাসাই অমৃত। সুধাংশু, এই ত অমৃতের পথ। আশীর্ব্বাদ করি—পশু পক্ষী, তরু-লতা, তৃণ-গুল্ম পর্য্যন্ত তোমার বিশ্বময় "ভালবাসা" বিস্তৃত হোক। পরা প্রকৃতির চির অম্লান "স্থির-যৌবনের" মধ্যে, তোমরা দুটীতে চিরদিন সমাধিস্থ হয়ে থাক। একেই বলে "ভোগমোক্ষ-শোভা' জীবন্মুক্ত অবস্থা। এই অবস্থাই ভোগ কর। এই অমৃতের অবস্থায় তোমাদের আমিত্ব ডুবে যাক। ওঁ শ্রীঃ! ওঁ স্বাহা।

এই বলিয়া দেবী সমাধিস্থ হইলেন। তখন সমস্ত সাধুগণ কৃতাঞ্জলি পুটে নিমীলিত নেত্রে, স্পষ্ট ও মধুর স্বরে স্তব পাঠ করিলেন—

ত্বং স্বাহা ত্বং স্বধা ত্বং হি বষট্কার স্বরাত্মিকা,
সুধা ত্বমক্ষরে নিত্যে ত্রিধা মাত্রাত্মিকা স্থিতা॥
অর্দ্ধমাত্রা স্থিতা নিত্যা যানুচ্চার্য্যা বিশেষতঃ।
ত্বমেব সা ত্বং সাবিত্রী ত্বং দেবী জননী পরা॥

ত্বং শ্রী স্তমীশ্বরী ত্বং হ্রী ত্বং বুদ্ধি র্বোধলক্ষণা।
লজ্জা পুষ্টি স্তথা তুষ্টি স্তং শান্তি ক্ষান্তিরেবচ ॥
সৌম্যা সৌম্যতরাশেষ সৌম্যেভ্যস্ত্বতি সুন্দরী।
পরা পরাণাং পরমা ত্বমেব পরমেশ্বরী ॥
যচ্চ কিঞ্চিৎ কচিদ্‌বস্তুঃ সদসদ্‌ বাখিলাত্মিকে।
তস্য সর্ব্বস্য যা শক্তিঃ সা ত্বং কিং স্তূয়সে তদা ॥
সর্ব্ব রূপময়ী দেবী সর্ব্ব দেবীময়ং জগৎ।
অতো'হং বিশ্বরূপাং তাং নমামি পরমেশ্বরীম্‌ ॥
যা দেবী সর্ব্ব ভূতেষু মাতৃরূপেন সংস্থিতা।
নম স্তস্যৈ নম স্তস্যৈ, নম স্তস্যৈ নমো নমঃ ॥

পরে সকলেই নিস্পন্দ নীরব হইলেন। বহুক্ষণ পরে সমাধি ভঙ্গে তাঁহারা একে একে নিঃশব্দে স্ব স্ব স্থানে গমন করিলেন।

দ্বাত্রিংশ কথা।

অপূর্ব্ব মিলন।

অপরাহ্নে অমরেন্দ্রনাথ এক খানি টেলিগ্রাম প্রাপ্ত হইলেন। বিমলা দেবী টেলিগ্রাম প্রেরণ করিয়াছেন। এই মর্ম্মে টেলিগ্রাম লেখা আছে—

"বৎসে, আমি বাড়ীতে পৌঁছিয়াছি। তুমি যাহা করিয়াছ ভালই করিয়াছ, আশীর্ব্বাদ করি, উভয়ে দীর্ঘজীবী হইয়া সুখ ভোগ কর। ব্রহ্মচারিণী আর নাই। সে তোমা-হারা হইয়া গঙ্গায় ঝাঁপ দিয়াছে; আমি পারি নাই, তোমার মুখ খানি আবার দেখিবার আশায় আমি এখনও বুক বাঁধিয়া রহিয়াছি।"

অমরেন্দ্রনাথ টেলিগ্রাম খানি পাঠ করিয়াই নয়ন-জলে ভাসিতে লাগিলেন। তাঁহার ঘন ঘন দীর্ঘ নিঃশ্বাস পড়িতে লাগিল—কি? ব্রহ্মচারিণী আর নাই? বারংবার তিনি এই কথা বলিতেছেন, আর ধীরে ধীরে কুমারীর নিকটে যাইতেছেন। তিনি গিয়া বিহ্বল হইয়া কুমারীকে টেলিগ্রাম খানি পড়িয়া শুনাইলেন। কুমারী সেই নিদারুণ সংবাদ শ্রবণ করতঃ রোদন করিয়া উঠিলেন। "হা ব্রহ্মচারিণী-দিদি! তুমি কোথায় গেলে? এই বলিয়া কুমারী ধূলায় পতিত হইয়া অশ্রুনীরে ভাসিতে লাগিলেন। সুধাংশু সংবাদ প্রাপ্তি মাত্র ছুটিয়া আসিলেন ও সমস্ত কথা শুনিলেন। তখন তাঁহারা তিনজনে রোদন করিতে করিতে দেবীর নিকটে উপস্থিত হইলেন ও তাঁহাকে সমস্ত বিবরণ জানাইলেন। কুমারী শোক-বেগ ধারণ করিতে পারিতেছেন না দেখিয়া, দেবী বলিলেন, বৎসে স্থির হও, স্থিরতার গুণে প্রস্তরও জগতে পূজিত। ব্রহ্মচারিণী আর কেহ নয়, সে আমারই দক্ষিণ হস্তের প্রতিবিম্ব, কায়া ধারণ ক'রে প্রথম হ'তে শেষ পর্য্যন্ত তোমাকেই রক্ষা করেছে। তার জন্য চিন্তা নাই। ঐ ব্রহ্মচারিণী আমার সম্মুখে আসচে, দেখতে পাচ্চ না?

কুমারী বলিলেন—কই মা? দেখতে ত পাচ্চি না।

দেবী বলিলেন—আচ্ছা, দেখাব।

কুমারী সজল নয়নে বলিলেন—মা, আমার মায়ের সংবাদ পেয়ে আমার প্রাণ মায়ের জন্য অস্থির হচ্ছে। আমি আর চিত্ত-সংযম করতে পারচি না। মা, আমাকে রক্ষা কর—বলিয়া কুমারী মুদিত নয়নে দেবী-ক্রোড়ে পতিত হইলেন।

দেবী তাঁহাকে ক্রোড়ে ধারণ করিয়া প্রবোধ ও সান্ত্বনা দানে বলিলেন—বৎসে, কিছুই যাবে না, সবই আবার পাবে। দুঃখের কোন কারণই নাই।

ভূপেন্দ্র সুরেশ স্বামীজী প্রভৃতি সাধুগণ ও সাধ্বী সকল অমরেন্দ্রের নিকটে ব্রহ্মচারিণীর জীবন বৃত্তান্ত শুনিতে লাগিলেন ও দুঃখ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। পরে সকলেই দীর্ঘ শ্বাস পরিত্যাগ করিয়া "দেবীর ইচ্ছা!" এই বলিতে বলিতে স্ব স্ব স্থানে গমন করিলেন।

ক্রমে সন্ধ্যা হইল। সমস্ত দেবালয়ে শঙ্খ ঘণ্টা কাঁশরের ধ্বনি উত্থিত হইল, আরতি আরম্ভ হইল। সুরেশ সুধাংশু প্রভৃতি সকলে সন্ধ্যার পরে জপাদি সমাপন করিয়া পুনরায় একে একে দেবীর নিকটে উপস্থিত হইতে লাগিলেন। সকলে গিয়া দেবীর কক্ষে উপবিষ্ট হইলেন। ভূপেন্দ্রনারায়ণের আগমনে একটু বিলম্ব হইল। দেবীদাস ও উল্লাসিনী বলিয়াছে অদ্য তাহারা দেবীদর্শনে যাইবে। অদ্য তাহাদিগকে সঙ্গে লইয়া যাইতে হইবে। অন্ধকার হইয়াছে দেখিয়া কুমার দ্বারবানকে আলোক লইয়া সঙ্গে যাইতে আদেশ করিলেন।

দেবীদাস পাগড়ী বান্ধিয়া লাঠিখানি লইয়া আলোক-হস্তে অগ্রে চলিল। উল্লাসিনী কুমারের পশ্চাতে চলিল। দেবীর কক্ষদ্বারে গিয়া উপস্থিত হইলে কুমার উল্লাসিনীকে স্ত্রীলোকদিগের দিকে গিয়া বসিতে বলিলেন, এবং দেবীদাসকে দ্বারের বাহিরে দণ্ডায়মান হইয়া দেবীদর্শন করিতে ও তথায় অপেক্ষা করিতে বলিলেন। কুমার দেবীর কক্ষে প্রবেশ করিলেন দেখিয়া, উল্লাসিনী যথাস্থানে গিয়া দেবীকে প্রণাম

করিয়া উপবিষ্ট হইল। দ্বারবান দেবীদাস কক্ষদ্বারের বাহিরে দাঁড়াইয়া দেবীকে পুনঃ পুনঃ প্রণাম করিয়া একদৃষ্টে দেবীদর্শন করিতে লাগিল।

কুমার দেবীকে প্রণাম করিয়া উপবেশন করিলেন। সকলেই বিষণ্ণ মুখে বসিয়া আছেন। ব্রহ্মচারিণীর পরিচয় ও পরিণাম জানিয়া, সকলেই তাঁহার প্রশংসা করিতেছেন, ও দুঃখ প্রকাশ করিতেছেন। ভূপেন্দ্র বলিলেন—মা, এমন যে ব্রহ্মচারিণী, যে তোমার প্রতিবিম্ব, তার কেন এরূপ পরিণাম হল?

দেবী।—বৎস, সে আমার ছায়া, কর্ম্মসাধন জন্য এসে কুমারীকে রক্ষা করেছে! এখনও সেই প্রতিবিম্ব সমক্ষে ও অলক্ষ্যে ভ্রমণ করচে। তার জন্য দুঃখ কি?

সুধাংশু।—মা, আমরা কেন দেখতে পাই না?

দেবী।—পাবে।

দেবীর মধুর বাক্য শুনিবার জন্য অসহিষ্ণু হইয়া ভূপেন্দ্রনারায়ণের দ্বারবান দূর হইতে উঁকি দিতেছে, আর ভক্তির উচ্ছ্বাসে নয়ন-জলে ভাসিতেছে। সে অপনা-আপনি মৃদু মৃদু বলিতেছে—"আহা, আহা, মহাদেবী! যোগেশ্বরী! মা আমাকে কি কৃপা করবেন? আহা, এমন জ্যোতির্ম্ময় রূপ ত কখনও দেখি নাই! ধন্য ভূপেন্দ্রনারায়ণ! ধন্য সুধাংশু! আমিও আজ ধন্য হ'ল্যাম! এ কি জ্যোতিঃ! এ কি জ্যোতিঃ! এ যে ব্রহ্মাণ্ডময় জ্যোতিঃ!" এই বলিতে বলিতে দ্বারবানটী বিহ্বল হইয়া এক-পা দুপা করিয়া কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিতে লাগিল। ভূপেন্দ্রনারায়ণ দেখিতে পাইয়া বলিলেন—আরে বাহির যাও, বাহির যাও।

দেবীর দুইটী কমল-নেত্র নিমীলিত হইয়াছে, ধীরে ধীরে দুই বাহু তুলিয়া তিনি অঙ্গুলি সঙ্কেতে যেন কাহাকে ডাকিতেছেন, ও মৃদুমৃদু স্বরে বলিতেছেন—

আয় আয়! আয় আয়! আমার প্রাণের মধ্যে আয়!

সহসা দ্বারবান বিদ্যুৎ গতিতে গিয়া দেবীর ক্রোড়ে ছুটিয়া পড়িল। দেবী দ্বারবানকে ক্রোড়ে ধারণ করিয়া বলিলেন—

ভূপেন্দ্র, এ লোকটি কে?

ভূপেন্দ্র।—মা, ওটি আমার দ্বারবান, ও বড় ভক্তিমান্ তাই আপনাকে দর্শন করে কেমন বিহ্বল হয়ে পড়েছে!

দেবীদাসের এই অবস্থা দেখিয়া উল্লাসিনী ছুটিয়া গিয়া ব্যস্ত হইয়া "আহা, আহা!" বলিতে বলিতে ব্যজন করিতে লাগিল। নয়ন-জলে তাহার বক্ষঃস্থল ভাসিয়া গেল।

অমরেন্দ্রনাথ উল্লাসিনীকে দেখিয়া বলিয়া উঠিলেন—এ কে? দ্বারবানকে বাতাস দিচ্চেন, ইনি কে?

ভূপেন্দ্র।—ও আমার সঙ্গে এসেছে।

অমরেন্দ্র।—এ যে সেই সন্ন্যাসিনীর ন্যায় বোধ হচ্চে! সেই অবয়ব, সেই ভাব ভঙ্গি, সেই কণ্ঠস্বর, সেই চক্ষু, দেখেই চিনতে পেরেছি। ইনিইত সে দিন সন্ধ্যার পরে "দর্শন" করতে এসেছিলেন। ইনিই সেই সন্ন্যাসিনী! তুমি এঁকে কোথায় পেলে?—কুমার সেই কথা শুনিয়া বিস্ময়াপন্ন হইলেন।

তখন দেবী বলিতে লাগিলেন, হাঁ, এই সেই সন্ন্যাসিনী! এর কর্ম্মভোগের অবসান হয়েছে, তাই আমি একে আমার কাছে আসতে আদেশ করেছিলাম, নিয়তি আজ একে এনে উপস্থিত করেছে। পূর্ব্বজন্মে এ অসৎ স্বভাবা ছিল। শেষ জীবনে

এতদূর দেহ ক্লেশ, মনঃক্লেশ, ও অন্নক্লেশ পেয়েছিল যে, একবারে হতাশ হয়ে কেবল ধর্ম্মের উপরে নির্ভর করেছিল। এ জন্মে সেই পূর্ব্ব পুণ্যফলে মাসীকে পেয়েছিল। ওর মাসী ওকে সর্ব্বদা ধর্ম্ম উপদেশ দিত ; সে জপ করত, ও বসে বসে দেখত।

তার পরে যেই "সাধুসঙ্গ" পেয়েছে, অমনি ওর পূর্ব্বকৃত পাপ রাশি অগ্নিযুক্ত তৃণ রাশির ন্যায় দগ্ধ হয়ে গিয়েছে। সেই সাধু-সঙ্গই ওকে এখানে এনে ফেলেছে, "সাধুসঙ্গের" অপূর্ব্ব মহিমাই এইরূপ! এই সন্যাসিনী আমার বাম হস্তের ছায়া!

ভূপেন্দ্র ও সকলে শুনিয়া বিস্ময় মগ্ন হইয়া রহিলেন।

ভূপেন্দ্র।—মা, দ্বারবানটি এখনও কি চেতন হয় নাই?

দেবী বলিলেন, দেখ। ভূপেন্দ্র দ্রুতগতি গিয়া দ্বারবানের পাগড়ি ও বস্ত্র খুলিয়া দেখিতে পাইলেন, সে একটী স্ত্রীলোক।

অমনি ভূপেন্দ্র পশ্চাৎপদ হইয়া বলিলেন, মা, এ যে স্ত্রীলোক! এ যে স্ত্রীলোক! মা সকল, তোমরা এস, তোমরা এসে সেবা কর। দেবী বলিলেন—কুমারি, এস।

কুমারী পশ্চাৎ হইতে আসিয়া ঐ স্ত্রীলোকের মুখ মণ্ডল নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। দেবী বলিলেন—কুমারি, এ কে? চিনতে পার?

তখন কুমারী একবারে নয়ন-জলে প্লাবিত হইয়া রোদন করিয়া উঠিলেন ও বলিলেন—মা, আমাদের ব্রহ্মচারিণী, এই যে আমার ব্রহ্মচারিণী-দিদি। শ্রবণ মাত্রে "ব্রহ্মচারিণী! ব্রহ্মচারিণী!" শব্দে সেই কক্ষ প্রতিধ্বনিত হইল। ভূপেন্দ্র সুরেশ অমরেন্দ্র ও সুধাংশু সকলেই আনন্দ ধ্বনি করিয়া উঠিলেন। অমরেন্দ্র সুধাংশু ও উল্লাসিনী দেখিয়া অবাক হইয়া

রহিলেন। পরে অমরেন্দ্র বলিলেন—মা, এইত আমাদের সেই ব্রহ্মচারিণী। দেবী পট্টবস্ত্রে ব্রহ্মচারিণীর অঙ্গ আবরিত করিয়া তাঁহাকে প্রকৃতিস্থ করিলেন। কুমারী বাতাস দিতে লাগিলেন।

দেবী বলিলেন—বৎসে ব্রহ্মচারিণি, সমুদ্রে প্রবেশ করলেই নদীর সার্থকতা হল, এই আশ্রমে প্রবেশ ক'রে আজ তোমার সকল কর্ম্ম সার্থক হল। এখন সুস্থ হও, স্থির হও, কর্ম্ম-ভোগের অবসান হয়েছে। বৎসে এখন সকলকে বল—কেন তুমি গঙ্গায় ঝাঁপ দিয়েছিলে? কি রূপেই বা এখানে এলে? সকলে শুনবার জন্য উৎসুক হয়ে আছেন।

এ দিকে উল্লাসিনীতে আর উল্লাসিনী নাই! সে ভাবিতেছে এ কি হ'ল? দেবীদাস কি স্ত্রীলোক? আমি কি এ সব স্বপ্ন দেখচি? না, এ সব সত্য? পাষাণ-মূর্ত্তি কি মনুষ্য, না, প্রস্তর?

উল্লাসিনী নির্ব্বাক হইয়া বসিয়া রহিল। তাহার অশ্রুধারা শুষ্ক হইয়া গেল, ও নেত্র-তারকা স্থির হইয়া আসিল।

ত্রয়স্ত্রিংশ কথা।

পূর্ব্ব কথা ও পরিচয়।

ব্রহ্মচারিণী সুস্থ হইয়া দেবীর দক্ষিণ পার্শ্বে উপবেশন করতঃ ধীরে ধীরে বলিতে লাগিলেন—

মা সবই ত তুমি জান। সেই রত্নপুরে দেবী-দালানে দেবী পূজার পরে কুমারী যখন অমরেন্দ্র-দাদার সঙ্গে বহির্গত হলেন, তখন আমার মনে হল, বীরসিংহ ঝিনিয়ার নিকটেই আছেন, কুমারীকে সেই মধ্য পথে আটক করবেন, লিখেছেন; দাদা

তার কিছুই জানেন না, সুতরাং ঠিক সেইরূপই ঘট্‌বে। এই মনে করেই আমি ঝিনিয়াতে যাব, স্থির করলাম। তখনই গঙ্গার ধারে এলাম, এসে দেখি নৌকা সব চলে গিয়েছে। তখন মা, তোমার নাম ক'রে গঙ্গায় ঝাঁপ দিলাম। তোমার কৃপায় সেই ঘোর অন্ধকারের মধ্যে আমি সন্তরণে গঙ্গা পার হ'ল্যাম। বহুদিন পূর্ব্ব-বঙ্গে ছিলাম, তখন বড় বড় নদী সাঁতারে পার হয়েছি, সেই জন্যই সাহস হয়েছিল। তারপরে গাড়ীতে উঠে, পর দিন ঝিনিয়া-বাজারে এলাম। দাদা অমরেন্দ্রনাথের নাম ক'রে কত জনকে জিজ্ঞাসা করলাম, কেহ কোন সন্ধান দিতে পারলে না। মনে হল, পথে কোন স্থানে কোন কারণে তাঁদের বিলম্ব হয়েছে। সেজন্য বড় ভাবিত হল্যাম। তাঁরা যে দিনই আসুন, আমাকে এই খানেই থাকতে হবে, এই বিবেচনা ক'রে, আমি মাথায় একটা প্রকাণ্ড পাগড়ি বেঁধে আঙ্গরাখাতে সর্ব্বাঙ্গ ঝেঁপে পুরুষের ন্যায় সজ্জা করলাম। শেষে বৃক্ষতলে ব'সে, মা তোমার নাম গ্রহণ করচি, তখন একটী লোক বল্যে, মহারাজ, পাক করতে পার? দশ রূপেয়া তলব মিলবে। আমি সুযোগ বুঝে সম্মত হ'ল্যাম। ভৃত্য গিরিধারীর সঙ্গে বীরসিংহের মন্ত্রীর নিকট গেলে, তিনি আমাকে কার্য্যে নিযুক্ত করলেন। আমার গুরুদত্ত নাম দেবীদাসী, তাই সেখানে বলে ছিলাম, আমার নাম দেবীদাস পাঁড়ে।

এই সকল কথা বলিয়া, তৎপরে ব্রহ্মচারিণী বিমলা দেবীর কথা, প্রধান সর্দ্দার হওয়ার কথা, আশ্রম অবরোধের কথা, সুধাংশুর বন্ধন মুক্তি ও শারদানন্দকে বন্দী করিবার যুক্তি,

সন্ধির প্রস্তাব ও ভূপেন্দ্র নারায়ণের নিকটে আগমন প্রভৃতি সমস্ত বিবরণ সকলের নিকট প্রকাশ করিলেন।

ব্রহ্মচারিণী পরে বলিলেন—আমরা কুমারের সঙ্গে পরমানন্দে মাতৃদর্শনে আসতে পারব, এই ভেবে তাঁর কাছে যাই। আমি স্ত্রীলোক, জানতে পেরে পাছে তিনি কিছু মনে করেন, এই জন্য আগে তাঁর কাছে কিছু প্রকাশ করি নাই। শক্তিও আমাকে স্ত্রীলোক ব'লে কখনও জানতে পারে নাই। কুমারের সঙ্গে এসে মাকে দর্শন ক'রে আমি কৃতার্থ হয়েছি। আমি দ্বারে বসে বসে দেখচি, যেন দেবী-অঙ্গে জ্যোতিঃ ফুটচে; জ্যোতিঃ যেন গৃহময় হল, শেষে পুরিময় হল, শেষে অনন্ত জ্যোতিঃ প্রকাশ হল! আমি পতঙ্গের ন্যায় অজ্ঞানে অবশে তাতে ঝাঁপ দিলাম। তার পর আর কিছুই আমার স্মরণ নাই। কেবল মনে হচ্চে, যেন কি অনীর্ব্বচনীয় অপূর্ব্ব সুখের অবস্থা হয়েছিল! সেই প্রাণজুড়ান অবস্থা আমি প্রকাশ করতে পারচি না। দেবি, জননি, মা অন্নপূর্ণে, আর আমি তোমার পুরি ছেড়ে যাব না! এই বলিয়া দেবীদাসী দেবীর চরণতলে লুণ্ঠিত হইয়া পড়িলেন। দেবী ব্রহ্মচারীণীর মস্তকে হস্তার্পণ করিয়া বলিলেন—শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ! শক্তি অর্দ্ধ অচেনন প্রায় বসিয়া সমস্ত বৃত্তান্ত শুনিল। তখন সে বুঝিল, দেবীদাস পুরুষ নহে, স্ত্রীলোক, তাঁহার নাম দেবীদাসী, তিনি ব্রহ্মচারিণী। এক্ষণে সে বুঝিতে পারিল, কেন দেবীদাস তাহার গাত্রবস্ত্র উন্মোচন করিয়া, তাহাকে সন্ন্যাসিনী সাজাইতে সাহসী হইয়া ছিলেন, কেনই বা তাঁহার বাক্য ও গীত এত মধুময়, কেনই বা তাঁহার হস্তপদ এত সুকোমল, আর কেনই বা তাঁহার রন্ধ

এত দূর সুমধুর! তখন সে বিস্ময়ে ও আনন্দে বিহ্বল হইয়া মা, মা, বলিয়া ব্রহ্মচারিণীর ক্রোড়ে পতিত হইল! রাজা বীরসিংহ যে একশত টাকা তাহাকে দিয়াছিলেন, তাহা সে আশ্রম-সেবার জন্য দেবী-পাদপদ্মে অর্পণ করিল। দেবী করপদ্ম উত্তোলন করিয়া অঙ্গুলি সঙ্কেতে শক্তিকে বলিলেন—শক্তি, তোমার পরিচয়টা দেও।

ভূপেন্দ্র বলিলেন, মা, আমি যেন এঁকে কোথায় দেখেছি! কিন্তু আমার কাছে আসা অবধি ভেবে স্থির করতে পারচি না, কোথায় এঁকে দেখলাম।

অমরেন্দ্র।—মা, আমি প্রথমে দেখেই বলেছি, ইনি সেই সন্ন্যাসিনী। আমি ঠিক চিনেছিলাম।

ভূপেন্দ্র।—হাঁ, আমারও এখন বোধ হচ্চে, কোন বনস্থলীতে এঁকে দেখেছি। ইনি কি বন-বাসিনী ছিলেন?

শক্তি বলিল—না বাবা, আমি সন্ন্যাসিনীও নয়, বনবাসিনীও নয়। আমি ছিলাম রাজা বীরসিংহের দাসী। তাঁর সেবা করতাম, আর রান্না-বান্নার যোগাড় দিতাম।

অমরেন্দ্র।—রান্নার কাজ ভালই ছিল, তবে এলে কেন?

শক্তি।—বাবা, তাদের "রান্না চেয়ে বান্না বেশী!" অতদুর মন যোগাতে আর পারি না। মানুষের মন যোগালে আর কি হবে? ভগবানের সেবা করব ব'লেই এসেছি। দিবানিশি রাজার কাছে থাকতাম ব'লে লোকে দোষ মনে করত, কিন্তু তিনি আমাকে কন্যার মতনই দেখতেন। এই পাপিনী তাঁর গুপ্তচরের কার্য্যও করত। কুমার আমাকে বনমধ্যেই দেখে-ছিলেন সত্য। আমি সেই কাঠকুড়ানী। কমল-সরোবরের

ধার হতে তাঁদের অনুসরণ করি। পরে কুমারীকে লয়ে প্রণবাশ্রমে আসবার সেই গুপ্ত মন্ত্রণা আমি গুপ্তভাবে শুনে গিয়ে বীরসিংহকে বলেছিলাম। পরে স্বামীজীর সাধন-কুটিরে ফলওয়ালী হয়ে গিয়ে সুধাংশুর সঙ্গে তাঁর গুপ্ত পরামর্শ শুনে আসি, তার পরে সে দিন কাশীধামে এসে প্রণবাশ্রমের আকার-প্রকার কেমন, ও কুমারী কোথায় আছেন, তাই দেখবার জন্য আমি সন্ন্যাসিনী হয়ে এসে ছিলাম, কিন্তু দেবীর চরণদর্শন করাই আমার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল।

অমরেন্দ্র বলিলেন—মা, তুমি সেই রাজবাটীর এত মমতা, এত প্রলোভন একেবারে ছাড়লে কি ক'রে? সে প্রলোভন ত্যাগ করা ত সামান্য কথা নয়!

শক্তি বলিলেন—বাবা, সে প্রলোভন ছাড়া বড় শক্ত কথা সত্য, আমি আগে অনেক চেষ্টা ক'রেও সে প্রলোভন ছাড়তে পারি নাই। অনেক ভেবে চিন্তে শেষে ঠিক করলাম "যা থাকে কুল-কপালে, মেরে দেও ইঁট কপালে!" কেবল এই ভেবেই সেই রাজসুখের প্রলোভন পরিত্যাগ ক'রে আসতে পেরেছি! সে সুখের মুখে ছাই, অমন দাসীপনাতে কাজ নাই!

পরে দেবীদাসের সহিত কি প্রকারে তাহার মিলন হইল, সমস্ত কথা শক্তি ক্রমে প্রকাশ করিল। সেই কথা শ্রবণ করিয়া ভূপেন্দ্র, অমরেন্দ্র ও সুধাংশু অবাক হইয়া তাহার মুখের দিকে এক দৃষ্টে চাহিয়া রহিলেন। শক্তি অমরেন্দ্রনাথের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিল,—বাবা, আমাকে চিনতে পার নাই? আমি সেই হতভাগিনী গোয়ালিনী!

অমরেন্দ্র।—কোন্ গোয়ালিনী?

শক্তি।—বাবা, আমি সেই ঝিনিয়া-বাজারের গোয়াঁলিনী। বীরসিংহ সেখানে ছিলেন, তোমাদের আটক করবার জন্য তিনি লোক পাঠিয়ে ছিলেন। তোমরা আর দুদণ্ড সেখানে থাকলেই বিপদ হ'ত। আমি তোমাদের চরণ দর্শন করতে আসব বলেছিলাম, ঠিকানাও জেনে নিয়ে ছিলাম। আজ আমার মনস্কামনা পূর্ণ হল।

অমরেন্দ্র ও কুমারী সকল কথা শ্রবণ করিয়া অবাক্ হইয়া রহিলেন। নীরবে তাঁহাদের অশ্রুধারা বিগলিত হইতে লাগিল, ও উভয়ের দীন নয়ন নীরবে অপূর্ব্ব কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে লাগিল। পরে তাঁহারা স্ব স্ব স্থানে বিশ্রামার্থে গমন করিলেন।

চতুস্ত্রিংশ কথা।

তপোবন।

কয়েক দিন ধরিয়া বিবাহের আনন্দ-উৎসব সম্পন্ন হইল! পরে এক দিন অপরাহ্নে দেবী বলিলেন, সুধাংশু, আমার তপোবনে যাবার সময় হয়েছে, চল যাই, আজ কুমারীকে দেবীদাসীকে শক্তিকে তপোবন দেখিয়ে আনি।

তখন সুধাংশু ও অমরেন্দ্র সকলকে সঙ্গে লইয়া দেবীর সমভিব্যাহারে তপোবন দর্শনে গমন করিলেন।

দেবী কুমারীর হস্ত ধারণ করিয়া উত্তর প্রান্তের সিংহদ্বারের মধ্য দিয়া বহির্গত হইলেন। উত্তর দ্বারের বহির্দ্দেশে কিঞ্চিৎ দূরে একটি সুন্দর উপবন আছে, দেবী সেই উপবনে গিয়া ধ্যান

করেন, এই জন্য সকলে ঐ বনটিকে 'তপোবন' বলে! দেবীর সহিত সকলে সেই বনে প্রবেশ করিলেন।

তাঁহারা দেখিলেন—তপোবনের চতুর্দ্দিক উচ্চ প্রাচীরে বেষ্টিত। তন্মধ্যে বিল্ব বকুল, পারিজাত পলাশ, শাল শেগুন, তাল তমাল, আম জাম, নারিকেল গুবাক, অশোক কিংশুক, নানাবিধ বৃক্ষরাজি শ্রেণীবদ্ধ রূপে শোভা পাইতেছে। স্থানে স্থানে মাধবী মালতী ও লবঙ্গ-লতিকার লতা-মণ্ডপ বিরাজিত, তন্মধ্যে পরিপাটী উপবেশন-স্থান রহিয়াছে। স্থানে স্থানে লৌহজাল নির্ম্মিত সমুচ্চ প্রশস্ত ঘরে টীয়া কাকাতুয়া, চন্দনা ময়না, ঘুরি ময়ুর পারাবত প্রভৃতি বিবিধ বর্ণের পক্ষীকুল ক্রীড়া করিতেছে। সরোবরে নানাবর্ণের হংস বিচরণ করিতেছে; লোহিত পাটল নীল ও শ্বেতবর্ণের কমল কুমুদ কহ্লার প্রভৃতি জলজ পুষ্প প্রস্ফুটিত ও মুদিত হইয়া দৃষ্টি গোচর হইতেছে। কোথাও আবদ্ধ জলে হরিৎ পীত লোহিৎ বর্ণের মৎস্য সকল ক্রীড়া করিতেছে। কোথাও বৃহৎ প্রস্তর খণ্ড সকল স্তূপাকারে সজ্জিত হইয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাহাড় নির্ম্মাণ করিয়াছে, এদিক ওদিক দিয়া কৃত্রিম ক্ষুদ্র তটিনী আঁকিয়া বাঁকিয়া চলিতেছে, তাহার স্থানে স্থানে বান্ধা ঘাট শোভা পাইতেছে। কোনও স্থানে কৃষ্ণসার নীলগাভী ও পর্ব্বতীয় ছাগ বিচরণ করিতেছে।

কোনও স্থানে যাতি যুথি জুঁই, মল্লিকা সেফালিকা টগর, বক বকুল ও কুরুবক কুসুমের কুসুমাগার ও পুষ্প-বীথিকা দৃষ্ট হইতেছে। কোথাও কেবল বছরা-গোলাপের পরিপাটী বেষ্টনের মধ্যে মর্ম্মর প্রস্তর নির্ম্মিত বেদিকা প্রস্তুত রহিয়াছে। তাহার চতুর্দ্দিকে কত যে পুষ্প বিকাশিত হইয়া আছে, তাহার সংখ্যা

নাই। স্থানে স্থানে কুসুমরাশি ভূমিতে পতিত হইয়া আছে, বোধ হইতেছে যেন পুষ্পবৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। কোথাও শত শত পুষ্প স্তবক দৃষ্ট হইতেছে, সৌরভে দশ দিক আমোদিত হইয়াছে, মধু-মক্ষিকা উড়িতেছে পড়িতেছে ছুটিতেছে! আকুল-ব্যাকুল হইয়া অলিকুল গুণ্ গুণ স্বরে উড়িয়া আসিতেছে!

দেবী বলিলেন, কুমারি, এই অশোক-বীথিকার মধ্য দিয়ে দৃষ্টিপাত কর, নিবীড় শাখা পল্লবের মধ্যে কি দেখা যাচ্ছে, দেখ।

কুমারী তন্মধ্যে দৃষ্টিপাত করতঃ অমরেন্দ্রকে বলিলেন,—দাদা এ দিকে এস, দেখ কি অপূর্ব্ব লেখা! অমরেন্দ্র তথায় গিয়া ঘন পত্র রাজির মধ্যে নিরীক্ষণ করিয়া দেখিলেন—শাখা প্রশাখা ও পল্লব কর্ত্তিত করিয়া একটি ওঙ্কারের আকৃতি করা হইয়াছে, সুকর্ত্তিত শূন্যস্থানের মধ্য দিয়া সুনীল আকাশ প্রতিভাত হইতেছে, তাহাতেই একটি ওঁকারের চিত্র প্রকাশিত হইয়াছে। অমরেন্দ্র সেইটি আবার সুধাংশুকে দেখাইলেন।

দেবী অন্য দিকে গমন করিয়া দেবীদাসী ও শক্তিকে দেখাইলেন—বিজড়িত মাধবী ও মালতী লতার মধ্যদেশে লতাগুচ্ছ বিন্যাস করিয়া যে শূন্যস্থান প্রকাশ করা হইয়াছে, সেই শূন্যস্থানে নীলাকাশ প্রকাশ পাইয়া রাধাকৃষ্ণের সুন্দর যুগল মূর্ত্তি দৃষ্টিগোচর হইতেছে।

দেবী বলিলেন, সুধাংশু, এ দিকে এস, দেখ এই ঘরে মার্জ্জার মুষিক কেমন খেলা করচে।

সুধাংশুর সহিত সকলেই অগ্রসর হইয়া তথায় দেখিলেন—লৌহ-জালাবৃত একটি কাষ্ঠের ঘরে কতকগুলি সুন্দর সুন্দর মার্জ্জার রহিয়াছে, কোনটি পাটল, কোনটি দুগ্ধ-ধবল, কোনটি

নানাবর্ণে রঞ্জিত। সেই গৃহমধ্যে আর কতকগুলি ক্ষুদ্র ও বৃহৎ মুষিক চতুর্দ্দিকে তণ্ডুল-কণা ভক্ষণ করিয়া বেড়াইতেছে। মুষিকগুলিও দেখিতে অতি সুন্দর, কতক শ্বেতবর্ণ, কতক কৃষ্ণবর্ণ, কতক মিশ্রবর্ণ! দুগ্ধ পানের নিমিত্ত দুগ্ধ-পাত্রের নিকটে মুষিক মার্জ্জারে মহা ঘর্ষণ উপস্থিত হইতেছে! মার্জ্জার-গণের পৃষ্ঠদেশে ও শিরদেশের উপরে উপস্থিত হইয়া মুষিকেরা অতি ব্যস্তে দুগ্ধপান করিতেছে।

তৎপরে দেবী সকলকে লইয়া তপোবনের অপর প্রান্তে গমন করিলেন ও বলিলেন—সুধাংশু, সিংহ দেখ!

সকলে অগ্রসর হইয়া একটী প্রাচীর-দ্বার হইতে দেখিতে লাগিলেন,—উচ্চ প্রাচীরাবদ্ধ বিস্তীর্ণ স্থানের মধ্যে একটি ভীষণ-কায় সিংহ ও একটি ভীম-কলেবরা সিংহী শাবক-সঙ্গে ক্রীড়া করিতেছে। সেই বহু বিস্তৃত স্থানে নানাবিধ কুরঙ্গ ও কুরঙ্গিণী বিচরণ করিতেছে। একটি কৃষ্ণসার-শাবক ঝম্প দিয়া দিয়া সিংহ-শাবকের অঙ্গে পড়িতেছে, আবার সিংহ-শাবকটি লম্ফ দিয়া দিয়া মৃগ-শাবকের উপরে উঠিতেছে! কুরঙ্গিণী-সঙ্গে সিংহী ছুটাছুটী করিতেছে! মৃগের সঙ্গে মৃগেন্দ্র ক্রীড়া করিতেছে!

সিংহ ও সিংহীর দেবী-দত্ত নাম শিবদাস ও শিবদাসী। দেবী সহসা সেই স্থানের দ্বার উদ্ঘাটন করিয়া অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন ও বলিলেন—শিবদাস, শিবদাসি, এস। দেবীকে দর্শন মাত্রেই শিবদাস ও শিবদাসীর ভালবাসা উছলিয়া উঠিতে লাগিল; সেই যুগল মূর্ত্তি দেবীর পাদমূলে আসিয়া উপস্থিত হইল। উভয়েই সানন্দে পুচ্ছ আন্দোলন করিতে করিতে

অতি মৃদুভাবে দেবীর চরণ-লেহনে প্রবৃত্ত হইল। তাহাদের সুদীন নয়ন দর্শনে বোধ হইতে লাগিল, যেন তাহারা কতই আন্তরিক ভালবাসা ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছে! দেবী তাহাদের গলদেশ আপন স্কন্ধ দেশে ধারণ পূর্ব্বক আদর ও ভালবাসার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিলেন। তিনি তাহাদের আহার আনিবার আদেশ করায়, তৎক্ষণে ভৃত্য একটি পাত্রে করিয়া ঘৃতপক্ক ক্ষীরান্ন ও অন্য পাত্রে প্রচুর দুগ্ধ আনিয়া তাহাদের সম্মুখে প্রদান করিল। শিবদাস ও শিবদাসী পরমানন্দে শব্দ করিতে করিতে ভক্ষণে প্রবৃত্ত হইল। আহার শেষ হইলে দেবী মোহনভোগ ও মেঠাই লইয়া স্বহস্তে তাহাদের মুখে প্রদান করিতে লাগিলেন। তিনি কুমারীকে বলিলেন, বৎসে এস, তুমি স্বহস্তে এদের মুখে আহার দেও, শিবদাস শিবদাসী তোমাকে প্রাণের সঙ্গে ভালবাসবে। এমন সরল প্রাণী জগতে বিরল। কুমারী শুনিয়া চমকিত হইয়া পশ্চাৎপদ হইলেন!

দেবী তাহাদের মস্তকে বাম হস্ত প্রদান করিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন,—"শিবদাস শিবদাসি, দেবলোক-বাসী হও।"

কুরঙ্গ ও কুরঙ্গিণী গণের নাম হরিদাস ও হরিদাসী। দেবী 'হরিদাস, হরিদাসী' বলিয়া আহ্বান করিবা মা কুরঙ্গিণী-কুল নানা রঙ্গে অঙ্গ-ভঙ্গী করিয়া সিংহের পার্শ্ব ও পৃষ্ঠদেশ ঘর্ষণ করিয়া আগমন করিল। কেহ দেবীর ক্রোড়ে মস্তক দিয়া দাঁড়াইল, কেহ করপদ্ম লেহন করিতে লাগিল, কেহ বা স্কন্ধদেশে আপন কণ্ঠদেশ সংলগ্ন করিয়া অব্যক্ত ভালবাসা প্রকাশ করিতে লাগিল। হরিদাসেরা ছুটিয়া আসিয়া দেবীর চতুর্দ্দিক বেষ্টন করিয়া, সন্নিকটে প্রবেশ লাভের চেষ্টা

করিতে লাগিল। দেবী সকলের গাত্রে হস্ত দিয়া দিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন,—"হরিদাস হরিদাসি, আমার ইচ্ছা-শক্তিতে তোমরা দেবলোক প্রাপ্ত হও।" তিনি একটী মৃগ-শিশুকে ক্রোড়ে লইয়া কুমারীর ক্রোড়ে প্রদান করিলেন। দেবীর অনুজ্ঞায় ভৃত্য আসিয়া কুরঙ্গকুলকে বৃক্ষলতার হরিৎ পত্র ভক্ষণ করিতে দিল। মৃগকুল ব্যাকুল হইয়া আহারে প্রবৃত্ত হইল। দেবী কুমারীকে সঙ্গে লইয়া হরিদাস-হরিদাসী গণের গাত্রে হস্তার্পণ করিয়া আদর করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের পদ্ম-হস্তাবক্ষেপনে কুরঙ্গ-অঙ্গে কি এক তাড়িৎ-শক্তি সঞ্চারিত হইতে লাগিল, তাহারা আহারে বিরত হইয়া নয়ন নিমীলিত করতঃ নীরবে দেবীকর-স্পর্শের অপূর্ব্ব সুখানুভব করিতে লাগিল। সকলেই মৃগশাবক-গণের অঙ্গ স্পর্শে পরম প্রীতি লাভ করিলেন।

তাঁহারা সেই স্থান হইতে বহির্গত হইয়া ভ্রমণ করিতে করিতে জিজ্ঞাসা করিলেন—মা, হিংস্র পশুগণ হিংসা ভুলতে পারে কিরূপে? সিংহ কুরঙ্গের একত্র বাস ত সহজ ব্যাপার নয়! দেবী বলিলেন,—আর কিছুই নয়, কেবল "ভালবাসা"।

সত্ত্বগুণ জাগলেই প্রেম বিকাশ হয়, সত্ত্বগুণেই সত্য উদ্ভূত, তাই সত্য ও প্রেম এক স্থানেই অবস্থিত আছে। যে রূপেই হোক, সত্ত্বগুণ জন্মাতে পারলেই হিংসা ভুলান যায়। তামসিক ও রাজসিক আহার সম্পূর্ণ রূপে ত্যাগ ক'রে শুধু সাত্ত্বিক আহার অবলম্বন করলে সত্ত্বগুণ ও সত্য সমুদিত হয়, তাতেই প্রেমের আবির্ভাব হয়। এই সাত্ত্বিক আহারে দুর্জ্জনের মনেও সত্ত্বগুণ আনয়ন করে। এটি অব্যর্থ সন্ধান। তবে যে

যথেচ্ছাচার আহার বিহার সত্ত্বেও কোন ব্যক্তিতে সাধুত্ব দেখা যায়, সে পূর্ব্ব সুকৃতি ফলেই ঘটে থাকে, সে অতি বিরল। বেদবেদান্তে পণ্ডিত হলেও দুর্জ্জনের দুর্জ্জনতা যায় না; কিন্তু বেদ-বেদান্ত শিক্ষা না দিয়েও যে পরিমাণে সংযম-নিয়ম ও সাত্ত্বিক আহার অভ্যাস করান যাবে, দুর্জ্জনের দুর্জ্জনতা সেই পরিমাণে দূরীভূত হবে। তার সঙ্গে সাধুসঙ্গ ও সাধুর ইচ্ছা-শক্তি থাকলে আর কথাই নাই! এইটি যোগ-বিজ্ঞানের ভিত্তি-মূল। শিবদাস শিবদাসী শৈশব হইতে দ্বাদশ বর্ষ এই ঘৃতাতপ-ব্রত অবলম্বন করেছে, তার সুফল এই দেখ। সাধু সঙ্গে থেকে থেকে এরা যে দেবলোক প্রাপ্ত হবে, সে আর আশ্চর্য্য কি? সুধাংশু বলিলেন—মা, অনেকে বলেন "আহারের সহিত ধর্ম্মের কি সম্বন্ধ আছে?"

দেবী বলিলেন,—বৎস, এই ত অখণ্ডনীয় সম্বন্ধ দেখ। সত্ত্বগুণ উৎপাদক দ্রব্য আছে, ক্রিয়া আছে; সেই সকল বৈজ্ঞানিক সুকৌশল অবলম্বনে পশুত্বের স্থানে দেবত্ব আনয়ন করা যায়। সুধাংশু, ঐ দেখ ঘনপত্র বৃক্ষলতার মধ্যে ময়না, চন্দনা, কাকাতুয়া প্রভৃতি পক্ষী সকল পিঞ্জরে বসে আছে, কোন কোন শুকপক্ষী বৃক্ষশাখে বদ্ধ আছে!

সকলে দেখিতে অগ্রসর হইলেন। দেবী সহসা বলিয়া উঠিলেন,

কালী কল্পতরু, শিব জগৎ গুরু, কৃষ্ণ কৃষ্ণ রাম রাম!
পড় পড় আত্মারাম!

অমনি বৃক্ষরাজি ও লতাপুষ্পের মধ্যস্থল হইতে পিঞ্জরস্থ ও শাখা-উপবিষ্ট বহু পক্ষী সমস্বরে বলিয়া উঠিল—

কালী কল্পতরু, শিব জগৎ গুরু, কৃষ্ণ কৃষ্ণ রাম রাম!
পড় পড় আত্মারাম!

সকলে শ্রবণ করিয়া বিস্ময়াবিষ্ট ও পুলকিত হইলেন। শক্তি জিজ্ঞাসা করিলেন, মা, এই সব স্বাধীন পাখীকে ধ'রে এনে খাঁচায় বেঁধে রাখা কি ভাল? ওদের স্বাধীনতা হরণ করলে পাপ হয় না? দেবী বলিলেন—বৎসে, সাধারণে যাকে স্বাধীনতা বলে, সেটী শুধু স্বেচ্ছাচারিতা। ঐ স্বেচ্ছাচারিতা কেবল "মৃত্যুর" দিকেই ছুটতে থাকে। "অমৃতে"র দিকে আনবার জন্যই সাধুগণ স্বেচ্ছাচারী জীবকে সুদৃঢ় বন্ধনে বদ্ধ করেন। এই সকল পক্ষীকে প্রাতে ও নিশীথ কালে শিক্ষা দেওয়ার জন্য উপযুক্ত শিক্ষক নিযুক্ত আছেন, চল, দেখবে। সকলে তপোবনের এক প্রান্তে এক বিল্বমূলে গিয়া উপস্থিত হইলেন। ঐ বিল্বমূলে শুষ্ক লতা পাতার এক খানি কুটীর আছে। দেবী ডাকিলেন, সচ্চিদানন্দ? পাতার কুটীর-মধ্য হইতে একটী ক্ষীণ-কলেবর সাধু বাহিরে আসিলেন। তাঁহার দেহ খানি প্রায় পঞ্জর সার। তিনি মৃদুভাষী, ধীরে ধীরে দেবীকে প্রণাম করিয়া বলিলেন—মা, আদেশ করুন।

দেবী সকলকে বলিলেন,—ইনি এই তপোবনে তপস্যায় নিরত আছেন, নিয়মাবদ্ধ সংযমী। ইনিই পশুপক্ষী দিগকে সুনিয়মে প্রভাতে সন্ধ্যায় ও নিশীথ কালে ভগবানের নাম শিক্ষা দেন। শক্তি বলিলেন—মা, পশুরা সাধু দর্শন করলে, আর পাখী সব ভগবানের নাম শিক্ষা করলে, তাতে কি তাদের কোনও ফল আছে? দেবী বলিলেন,—বৎসে, সত্যবস্তু সেই ভগবানের নাম যে রূপেই কর, কখনও ব্যর্থ হয় না, "হেলয়া শ্রদ্ধয়া বা"। হেলায় বা শ্রদ্ধায় গ্রহণ করলেই মঙ্গল লাভ হয়। সে যে মহা সত্য! দ্রব্য-গুণের ন্যায় শক্তি প্রকাশ করে। বলিতে বলিতে দেবী আশ্রমের দিকে গমন করিতে লাগিলেন।

পঞ্চত্রিংশ কথা।

নির্জ্জন শয্যা।

সমাগত সাধুবৃন্দ ও সাধ্বীগণ আপন আপন আবাসে গমন করিলেন। ব্রহ্মচারিণীকে পাইয়া কুমারী সুধাংশু ও অমরেন্দ্রের আনন্দের সীমা রহিল না। অদ্য সন্ধ্যার পরে ব্রহ্মচারিণী বলিলেন, সুধাংশু তোমরা দুজনে আজ নির্জ্জন গৃহে একত্রে বাস কর, আমি দেখে নয়ন-মন সার্থক করি! এই বলিয়া ব্রহ্মচারিণী নব দম্পতীর নির্জ্জন শয়নাগারের সজ্জা ও শয্যা রচনা করিতে শক্তিকে আদেশ করিলেন।

মাতৃ উপদেশে শক্তি পালঙ্কের উপরে দুগ্ধফেণনিভ সুকোমল শয্যা বিস্তার করিল, পুষ্পগুচ্ছ, পুষ্পমাল্য, বহুবিধ সুগন্ধী বারি ও স্বর্ণ পাত্রে সুগন্ধী তাম্বুল প্রভৃতি প্রস্তুত রাখিয়া স্থানে স্থানে স্বচ্ছ মুকুর স্থাপন করিল। রাত্রিকালে আহারের পরে ব্রহ্মচারিণী তাহার পিয়তমা কন্যার সহিত একত্র হইয়া নব-দম্পতীকে সেই নির্জ্জন গৃহে লইয়া গেলেন। শয়নের সমস্ত ব্যবস্থা করিয়া দিয়া, ও কুমারীকে সমস্ত উপদেশ দিয়া, ব্রহ্মচারিণী শক্তিকে লইয়া প্রস্থান করিলেন। কিয়ৎ কাল বিলম্বে তিনি প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন, ও সেই গৃহ দ্বারের বহির্ভাগেই কন্যার সহিত নিবীড় অন্ধকারের মধ্যে নিঃশব্দে উপবিষ্টা রহিলেন।

সেই সুসজ্জিত নির্জন গৃহে নবদম্পতি পালঙ্কে উপবেশন করিয়াছেন, ক্রমে দুইজনের মধ্যে একটু কথা আরম্ভ হইল।

সুধাংশু বলিলেন—প্রিয়তমে, লজ্জার কি কারণ আছে?

বাহ্ সংসারেই লজ্জা ; যেখানে প্রাণসম্বন্ধ প্রকাশ পায়, সেখানে লজ্জা ভয় স্থান পায় না।

তখন মধুরাক্ষি কুমারী অলিগুঞ্জন স্বরে বলিলেন—আর্য্যপুত্র, সংসারে জড়িত হয়ে পাছে মায়ার অন্ধকূপে পতিত হই, এখন এই ভয় হচ্ছে।

সুধাংশু।—প্রিয়ম্বদে, সংসারাশ্রমে সততই পতনের আশঙ্কা আছে। কিন্তু দেবীর কৃপায় তোমার আমার সে আশঙ্কা নাই।

যে জন প্রাণতত্ত্ব না জানে, যে আত্মার অমরত্ব "অশেষ ও বিশেষরূপে" না জানে, সে কেন সংসারের ভীষণ স্রোতে ঝাঁপ দিয়ে পড়ে? সংসার আশ্রম উৎকৃষ্ট আশ্রম, কিন্তু ইন্দ্রিয়-পরায়ণ ব্যক্তি যে "সংসার" "উপভোগ করে, তাকে "সংসারাশ্রম" বলে না, সে মরণের আশ্রম মাত্র। গৃহস্থ-সাধুর আশ্রমকেই "সংসারাশ্রম" বলে। সংযম-নিয়ম পালন, ও দেব দ্বিজ অতিথি সেবার আশ্রমই সংসারাশ্রম।

সাঁতার না জেনে জলে ঝাঁপ দেওয়া, আর "গার্হস্থ্যব্রহ্মচর্য্য" না জেনে সংসারী হওয়া, এই দুটীই আত্ম হত্যার পথ। যথেচ্ছাচারী লোকের এই সংসার উপভোগ, আর তৃণপূর্ণ গৃহে অগ্নিক্রীড়া, সর্ব্বনাশের জন্যই হয়ে থাকে। কমিনী কাঞ্চন দুটি কাল সর্প, তাদের নিয়ে খেলা করতে কে পারে? যে ব্যক্তি সাপের ওস্তাদ, সেই পারে।

তিনটী শিকড় আছে—সাধুসঙ্গ, গুরুসেবা ও শাস্ত্র পাঠ।

"সাধুগুরু যেখানে,মানুষ মরে না সেখানে।" এইটি ব্রহ্মবাক্য।

শোভনে, দেবীর ইচ্ছায় আমরা সাপুড়ের জা'ত, ঐ কাল-সর্পের বিষ-দন্ত উৎপাটন ক'রে, মুখ ভোঁতা করে দিয়ে, তবে

তাকে নিয়ে খেলা করি। "সাধু গুরু শাস্ত্র—মৃত্যুঞ্জয়ের ব্রহ্মাস্ত্র।" গুরু হীন গৃহী, আর পিতৃহীন বালক দেখলে চক্ষে জল আসে! গুরু-হীন সংসার, আর কর্ণধার-হীন নৌকা নিশ্চয়ই ডু:ব যায়। শুভে, এইজন্য চব্বিশ ঘণ্টা সময়ের মধ্যে আট ঘণ্টা অন্ন বস্ত্রের চেষ্টায় দেও, আট ঘণ্টা নিদ্রা যাও, আরাম কর, আর আট ঘণ্টা সাধু গুরু শাস্ত্র সেবায় অর্পণ কর; তবেই দেখবে, ঐ দুই সর্পের বিষদন্ত উৎপাটিত হয়েছে। রাজপুত-জাতি বালকের হাতে তরবারি দেয়, ইংরাজ জাতি বালকের হাতে বন্দুক দেয়। তারা ওস্তাদের কাছে তরবারি বন্দুক চালান শেখে, আঁতঘাত বুঝে নেয়, তাই সে সব ত্যাগ করতে হয় না, ত্যাগ করতে কেহ বলেও না, বরং উৎসাহ দেয়। কামিনী-কাঞ্চনও ত্যাগ করতে হয় না। সকল কার্য্যেরই ইষ্ট ও অনিষ্ট সম্ভাবনা আছে, অনিষ্ট ভাগ ত্যাগকেই যথার্থ ত্যাগ বলে। ইষ্টভাগ ত্যাগ করার উপদেশ কোথাও নাই। প্রিয়তমে, সাধু-গৃহস্থের হৃদয় যেন অমৃত-সরোবরের প্রস্ফুটিত শতদল! সেই শতদলে পরমাত্মা পরমেশ্বর ভ্রমর হয়ে বসে আছেন। তবে আর সাধু-গৃহস্থের গৃহে পতনের সম্ভাবনা কোথায়? দেখ, ব্রহ্মচারিণী তোমার জন্য কি না করেছেন? এই শক্তি তিনি কোথা হতে পেলেন?

পিকনাদিনী কুমারী মৃদুস্বরে বলিলেন—দেবীর কৃপায়! সুধাংশু তখন দক্ষিণ হস্তের অগ্রভাগ দ্বারা কুমারীর চিবুক স্পর্শ করিয়া বলিলেন, প্রাণপ্রি:য়, দেবীর কৃপাই আমাদের সর্ব্বস্ব। এই "প্রাণতত্ত্ব" যদি তুমি বেশ বুঝতে পার, আর ধরতে পার, তবেই আমাদের এই পরিণয় সার্থক হবে। এই "প্রাণতত্ত্বই" যথার্থ প্রেমতত্ত্ব। প্রাণতত্ত্ব বিহীন "ভালবাসা" বাস্তবিকই

প্রাণহীন ভালবাসা। "প্রাণটি" বুঝলে তবে "প্রাণের ভালবাসা" প্রকাশ পায়। "প্রাণতত্ত্ব আগে, পরে প্রেমতত্ত্ব জাগে।" দেব-দুর্লভ অমর-বাঞ্ছিত প্রেম-লাভের আশাতেই আমাদের এই পরিণয়। এই লাভই পরম ও চরম লাভ, আর সমস্ত লাভই অনিত্য! ইন্দ্রত্বও এই প্রেমের নিকট তৃণবৎ তুচ্ছ বোধ হয়। "প্রেমই আত্মার কায়া,—"মায়াটি" তার ক্ষণিক ছায়া!'

ভালবাসা বড় খাসা, হ'লে বিদ্যমান
দেহে নয়, মনে নয়, প্রাণে গাঁথা প্রাণ!

তখন কুমারী প্রিয়তমের হস্ত মধ্যে হস্ত রাখিয়া বলিলেন,—

আর্য্যপুত্র, দেবী ঐ প্রাণতত্ত্বটি আমাকে আগে বেশ বুঝিয়ে দিয়েছেন, তারপরে দেখিয়ে দিয়েছেন। আকাশ-তত্ত্বে প্রাণতত্ত্বটি মাখা, আবার সেই প্রাণতত্ত্বেই প্রেমতত্ত্ব মাখা, এটি তোমার কাছে শিখলাম, আরও আজীবন শিখব। আমি যেন দেবীর সেবিকা হতে পারি, আর তোমার পাদপদ্মে যেন বিনামূল্যে বিক্রীতা দাসী হতে পারি, এই আশীর্ব্বাদ কর।

সুধাংশু প্রেমভরে প্রিয়তমাকে আলিঙ্গন করিয়া তদীয় মস্তক নিজ বক্ষঃস্থলে স্থাপন করতঃ আদর করিতে করিতে বলিলেন—প্রিয়তমে, এই প্রাণের মিলনই প্রেমের মিলন, এই মধুময় সম্বন্ধ ক্রমাগত বৃদ্ধি পাবে, নিত্যই নূতন। শুভে, সাধু মহাজনগণ এই প্রেমের বিষয় কিরূপ বলেছেন শোন—

জড়ে আকর্ষণ যথা প্রেমের মিলন তথা,
আকর্ষণ একভাব—বর্দ্ধন না হয়,
প্রেমের মিলন প্রাণে ক্ষান্ত হতে নাহি জানে,
অসীম চিন্ময় দেশে বাড়ে ক্রমান্বয়!

এমন পবিত্র প্রেম কভু নাহি শুনি,
পরাণে পরাণ বাঁধে আপনা আপনি!
প্রেমের নগরে বসতি করিব, প্রেমেতে বাঁধিব ঘর,
প্রেমিক দেখিয়ে পড়শী করিব, ভাবিনু সকল পর!
প্রেমের সরসে সিনান করিব, প্রেমের অঞ্জন লব,
প্রেমের ধরম প্রেমের করম, প্রেমেতে পরাণ দিব।
ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিয়া রয়েছে যে জন,কে আর দেখেছে তারে?
প্রাণসম প্রেম, যে জন জেনেছে, সেইত দেখিতে পারে!
প্রেম প্রেম প্রেম নিকষিত হেম, ভজন পূজন সার,
শুদ্ধ প্রেমভরে, ভজন যে করে, জীবন সার্থক তার!

এই বলিতে বলিতে সুধাংশু নীরব হইয়া রহিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে তিনি মৃদুস্বরে মধুর কণ্ঠে গায়িতে লাগিলেন—

গীত।

কি যে ভাল বাসা-বাসি!
আত্মার আত্মীয় তুমি, তুমি আমি অবিনাশী।
কুটুম্বিতা নয়ত সখি, নয় দুদিনের দেখা-দেখি,
চিরসুখে আমরা সুখী, স্বাধীন বিমান-বাসী।

গান শুনিতে শুনিতে কুমারী স্বামী ক্রোড়ে ঘুমাইয়া পড়িলেন!

কুমারী সুধাংশু-ক্রোড়ে নিদ্রায় মগন,
পরমাত্মা-ক্রোড়ে সুপ্ত জীবাত্মা যেমন!

ব্রহ্মচারিণী ও শক্তি দুইজনে দ্বারান্তরালে নির্জ্জনে বসিয়া সমস্ত কথা শ্রবণ করিলেন। তাঁহারা পরমানন্দ লাভ করিয়া প্রীতি-প্রফুল্ল মুখে শয়ন করিতে চলিলেন, তখন দেখিতে পাইলেন—দেবীর প্রতিবিম্ব-জ্যোতিঃ সেই গৃহদ্বারে থাকিয়া থাকিয়া প্রতিফলিত হইতেছে।

ষট্‌ত্রিংশ কথা।

প্রেম-সমাধি।

সুরেশচন্দ্র ও অমরেন্দ্রনাথ সকলের নিকটে বিদায় লইয়া গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। কুমারী সুধাংশু ও ভূপেন্দ্র দেশে আর ফিরিয়া আসিলেন না। তাঁহারা প্রণবাশ্রমে আশ্রম-বাসী হইলেন, এবং ব্রহ্মচারিণী ও শক্তির সহিত পরসেবা-ব্রতে ব্রতী হইয়া জীবন যাপন করিতে লাগিলেন।

আশ্রমের একটি সুসজ্জিত নব ভবনে সুধাংশু ও কুমারী অবস্থিতি করেন। একদিন রজনী যোগে আহারাদির শেষে কুমারী সুকোমল কর-পল্লবে তপোবন হইতে আনীত কতক গুলি উৎকৃষ্ট গোলাপ ফুল লইয়া বিশ্রাম-গৃহে গমন করিতেছেন; এমন সময়ে সুধাংশু আসিলেন। তিনি প্রিয়তমাকে দর্শন করিয়া বলিলেন—

কুমারি, এত ফুল কোথায় পেলে? প্রীতির প্রতিমা কুমারী কোনও কথা না বলিয়া ফুলগুলি স্বামীর সম্মুখে ধরিলেন। সুধাংশু তন্মধ্য হইতে সর্ব্বোৎকৃষ্ট গোলাপটি লইয়া সযত্নে প্রিয়তমার কুন্তলে পরাইয়া দিলেন। কুমারী অস্ফুট জ্যোৎস্নার ন্যায় মৃদু হাস্য করিয়া বলিলেন—আমিও দেব!

সুধাংশু গৃহমধ্যে একখানি মখমল মণ্ডিত চৌকির উপরে উপবেশন করিলেন, কুমারী নিম্নদেশে একখানি পশম আসনে বসিয়া ফুলের মালা গাঁথিতে আরম্ভ করিলেন। সুধাংশু একটু বিশ্রাম করিয়া, প্রিয়তমার পুষ্পমালিকা গ্রন্থনে বিশেষ মনোযোগ

দেখিয়া ধীরে ধীরে গাত্রোত্থান করিলেন, এবং আতরদান হইতে আতর লইয়া তাঁহার গাত্র বস্ত্রে মাখাইয়া দিলেন; পরে নানাবিধ পুষ্পসার লইয়া তাঁহার সর্ব্বাঙ্গে প্রক্ষেপ দিতে লাগিলেন।

সুহাসিনী কুমারী মালা গাঁথিতে ছিলেন, এক্ষণে শশীকলা প্রবাহের ন্যায় হাস্য করিয়া এদিক ওদিক মুখ ফিরাইলেন, তথাপি সুধাংশু ক্ষান্ত হইলেন না; তিনি গোলাপ-পাশ হইতে গোলাপ-জল লইয়া প্রিয়তমার চন্দ্র-বিম্বানুকারিণী মুখ মণ্ডলে প্রক্ষেপ করিতে লাগিলেন। সেই সুগন্ধী সলিলে কুমারী সরসী-লতার ন্যায় সিক্ত হইতে লাগিলেন। তিনি আর কি করিবেন, অনন্যোপায় হইয়া মেদিনীর অননুভাবনীয় ধীর পদ বিক্ষেপে গিয়া তাঁহার কর-কমল-স্থিত গোলাপ-মালিকা প্রিয়তমের কণ্ঠদেশে পরাইয়া দিলেন।

বাহিরের পুষ্প ক্রীড়ার সহিত নবদম্পতির মনোমধ্যেও প্রেম ও প্রীতির পুষ্পবন কুসুমিত হইতে লাগিল। সরোবরে সুধাকর-কর স্পর্শে ফুল্ল কুমুদিনীর ন্যায় সেই গৃহে সুধাংশু-কর স্পর্শে কুমারী উৎফুল্ল হইয়া উঠিলেন। শারদীয়া কৌমুদীর ন্যায় সুখ-শান্তির হাসিরাশি উভয়ের প্রফুল্ল বদনে বিকশিত হইয়া উঠিল; বোধ হইতে লাগিল যেন প্রেম-প্রতিভার দুইটী ছবি সেই গৃহে লীলা করিতেছে! কুমারীর সুকোমল অঙ্গে রূপতরঙ্গ উছলিয়া উঠিতেছে দেখিয়া প্রেম-প্রস্রবণ সুধাংশু তাঁহার চিবুক ধারণ করিয়া একদৃষ্টে মুখমণ্ডল নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। মধুরাক্ষী কুমারী স্থির দৃষ্টিতে বলিলেন,—কি দেখচ?

সুধাংশু বলিলেন—স্বর্গের জ্যোতিঃ! অমৃতের আভাস!

কুমারী বিনতা লতার ন্যায় লজ্জাবনতা হইয়া আয়ত নেত্র নত করিয়া যেমন মুখ ফিরাইলেন, অমনি সুধাংশু তাঁহার কাঞ্চন-জড়িত অঞ্চলাগ্র ধারণ করিলেন। ব্যাকুলতা প্রযুক্ত কুমারীর কুন্তল-বন্ধন সহসা বিচ্যুত হইল, অমনি মেঘমালার ন্যায় আপদ লুণ্ঠিত সেই কেশরাশির মধ্য দিয়া সুধাংশুর বাম হস্ত খানি বিদ্যুতের ন্যায় গিয়া প্রিয়তমার কণ্ঠ আলিঙ্গন করিল! সুধাংশু ফুলধনুর ন্যায় কুমারীর ক্ষীণ কটীদেশ দক্ষিণ হস্তে ধারণ করিয়া সেই স্বর্ণ-প্রতিমা উত্তোলন করতঃ পালঙ্কে বসাইয়া দিলেন, ও স্বয়ং পার্শ্বে বসিয়া তাঁহার সুকোমল কপোল-কমলে প্রগাঢ় চুম্বন দান করিলেন।

এইরূপে প্রেমমূর্ত্তি সুধাংশু সেই জ্যোৎস্নাময়ী কুসুমিতা লতাকে স্পর্শ করিলে মলয়-অনিল-স্পর্শে কম্পিতা পদ্মিনীর ন্যায় সেই সুবর্ণ-লতিকা সিহরিয়া উঠিল! সেই লক্ষ্মীরূপা সুতন্বীর অবয়বের সৌন্দর্য্য-ভাণ্ডার তখন উন্মুক্ত হইয়া পড়িল। পুণ্যময়ীর প্রেম-বিকশিত আস্যে, কুন্দ-কুসুম গাঁথা দন্তপাঁতির মৃদু-মন্দ হাস্যে নবযৌবন-লহরী উছলিয়া উঠিতে লাগিল। মস্তকের আলুলায়িত কুন্তল, কর্ণের দোদুল্যমান হীরকগাঁথা কুণ্ডল ও বক্ষঃস্থলের প্রলম্বিত রত্ন-হার ব্যস্ত হইয়া নৃত্য করিতে আরম্ভ করিল। প্রেমময়ীর প্রেম-তরঙ্গে সুধাংশু ভাসিতে লাগিলেন। অত্যধিক প্রেম ও প্রীতি লাভ করিয়া তিনি শত শত চুম্বন দানে সেই অমূল্য প্রেমের মূল্য প্রদান করিতে উদ্যত হইলেন, কিন্তু অশুল্কাদাসী কুমারী তাঁহার নিকটে বিনামূল্যে বিক্রীতা, এই হেতু মূল্য প্রাপ্তির লোভ সত্ত্বেও তিনি কিঞ্চিৎ সরিয়া গিয়া সলজ্জ গ্রীবা-ভঙ্গীতে মূল্য লওয়ার পক্ষে অসম্মতি জ্ঞাপন করিলেন। প্রেম-

সুন্দর সুধাংশু সেই প্রার্থনা না-মঞ্জুর করিয়া শত-চুম্বন বিনিময়ে সেই অমূল্য ধনের মূল্য পরিশোধ করিলেন। প্রেম-প্রতিভা মাখা যুগল মূর্ত্তির নয়নে নয়নে প্রেম-প্রীতির বিদ্যুৎ ছুটিতে লাগিল। আহা প্রেমতৃষ্ণা পরিতৃপ্ত করিতে প্রেমময় ভগবান মানব-হৃদয়ে কি অপূর্ব্ব প্রেমের উৎস সৃজন করিয়াছেন, তাহা বর্ণনা করিয়া প্রকাশকরা মানবের সাধ্যাতীত!

সুধাংশু বলিলেন—প্রিয়তমে, তোমার বক্ষঃস্থলে আমি যেন মিশে যাচ্চি। এই সুখে চিরদিন থাকতে ইচ্ছা হয়।

কুমারী।—আমার মনেও আর দুই জন বোধ হচ্ছে না। একই প্রাণ, একই মন, একই দেহ অনুভব হচ্ছে!

সুধাংশু।—প্রিয়দর্শনে, পরমাত্মা ভগবানের বক্ষঃস্থলে আমরা এই রূপেই "এক" হয়ে আছি। এই প্রেমের বিকাশ দ্বারা সেই পূর্ণ প্রেম অনুভব কর। জীব-মনের উন্নতির এই পূর্ণ পরিণতি! "আনন্দের নিধি, প্রেমের জলধি, চির দিন তব আমি, আমি যে তোমার, তুমি যে আমার, আমিই তুমি, তুমিই আমি!"

সুধাংশু গান করিতে লাগিলেন—

গীত।

"আমি" হয়ে "আমি আমার" বলচ হরি বারে বারে,
তথাপি এ ভ্রান্ত জীব তোমারে ধরিতে নারে!
আমি বলি "আমি আমি" আমি নয় সে "তুমি তুমি"
লক্ষ "আমি" রূপ ধরেছ বিশ্ব-প্রেম-পারাবারে!"
আমি হয়ে থাক থাক, আমির "আমিত্ব" রাখ,
আমার বুকে সুখে থাক, "আমির" মাঝে একাধারে!

কুমারী বলিলেন, আর একটি—। সুধাংশু গাইলেন—

গীত।

ভুলেছি অমৃত আমি ক্ষীরোদ-সাগর খুঁড়ে!
আমার, বিমুক্ত পিঞ্জরের পাখী, খাওরে উড়ে উড়ে!
আমার "আমি আমি" কুঁড়ে খানি, ভস্ম হ'ল পুড়ে,
এখন "আমি" গিয়ে "তুমি" থাক, সোণার জগৎ জুড়ে!
"আমি" ছুঁড়ে উঠল ইন্দু ভবসিন্ধু ফুঁড়ে,
সেই মনোহর সুধার আকর চন্দ্রচূড়-চূড়ে!

গান করিতে করিতে ও শুনিতে শুনিতে উভয়ে আনন্দাশ্রু অপাঙ্গে লইয়া শান্তিদেবীর ব্যজনে নিদ্রাভিভূত হইয়া পড়িলেন।

গীত—বেহাগ।

প্রেমে, সমাধি মগন!
আবেশে দোঁহার অবশ অঙ্গ, চারু চারিচক্ষু মুদিত কেমন!
অঙ্গে অঙ্গ ধ'রে আছে মুখে মুখে,
বক্ষে বক্ষঃস্থল পরশিছে সুখে,
সুখ শান্তি দুটি ফুটেছে সে বুকে,
শিথিল হয়েছে বসন ভূষণ!
উভে উভয়ের বাহু শিরে দিয়া,
রয়েছে শয়নে, জুড়াইছে হিয়া!
মৃদু হাসি মুখে রয়েছে লাগিয়া,
নিশ্বাসে নিশ্বাসে প্রাণের মিলন!
মিলেছে কেমন অন্তরে অন্তর,
দুটি দেহ এক হয়েছে সুন্দর!
কণ্ঠ আলিঙ্গন করে পরস্পর,
হেমলতা করে রসালে বেষ্টন!—

নীরব নিস্তব্ধ হল ভূমণ্ডল,
অমৃতে ডুবিল দম্পতি যুগল!
দেবী-প্রতিবিম্ব করিছে কেবল
থাকি থাকি আসি অঞ্চল ব্যজন!

সপ্তত্রিংশ কথা।

কুমার জিতেন্দ্র সিংহ।

রাজা বীরসিংহ অসুস্থ হইয়া ঝিনিয়াতে আসিয়া শুনিলেন যে রূপীবাবু দিন দিন ক্ষীণ হইয়া তনুত্যাগ করিয়াছে; তাহাতে তিনি অতিশয় দুঃখিত হইলেন। তদনন্তর তাঁহার পীড়া বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, চিকিৎসকগণ হৃদ্‌পিণ্ডের অবসন্নতাই ইহার কারণ নির্দ্দেশ করিলেন। রাজা কাতর হইয়া পড়িলেন। কুমার জিতেন্দ্রসিংহকে তাঁহার জননী ও ভ্রাতৃদ্বয় সহ সত্বর বাটীতে আসিবার জন্য টেলীগ্রাম পাঠান হইয়াছিল, তাঁহারা তদনুসারে বাটীতে আসিয়া পৌঁছিয়াছেন। রাজাও অত্যন্ত পীড়িত হইয়া বাটীতে গিয়া উপস্থিত হইলেন। কুমার জিতেন্দ্রসিংহ পিতার নিকটে ভীমপালের অর্থাপহরণ ব্যাপার জানিতে পারিয়া, তাঁহাকে তৎসম্বন্ধে তাড়না করায় ভীমপাল ক্ষমা প্রর্থনা করিলেন। কুমার জিতেন্দ্র সিংহ তাঁহাকে ক্ষমা করিয়া রাজ বাটী হইতে দূর করিয়া দিলেন। রাণী সর্ব্বদা রাজার নিকটে থাকিয়া তাঁহার সেবা সুশ্রুষা করিতে লাগিলেন।

উল্লাসিনী ও দেবীদাস প্রণব দেবীর শরণাপন্ন হইয়া প্রণব-আশ্রমেই অবস্থিতি করিতেছে, এবং দেবীদাস রত্নপুরের ব্রহ্মচারিণী—এই বিবরণ বিমলাদেবী অমরেন্দ্রনাথের নিকটে শ্রবণ করিয়া সেই সমস্ত কথা রাজা বীরসিংহকে জানাইয়াছেন। রাজা তাহা জানিতে পারিয়া আরও অস্থির হইলেন।

রাত্রি দ্বিপ্রহর কালে রাণী দেখিলেন—রাজা কৃতাঞ্জলিপুটে বলিতেছেন,—গুরুদেব, আমাকে ক্ষমা করুন, আমি আপনার শরণাগত শিষ্য! আমার মুক্তি বিধান করুন।

রাণী এইরূপ প্রলাপের কারণ জিজ্ঞাসা করায় রাজা বলিলেন, প্রিয়তমে, এ প্রলাপ নয়, আমার এখন চৈতন্য হয়েছে! ঐ আমার গুরুদেব আসচেন, দেখচ না? ঐ দেখ—কি জ্যোতির্ম্ময় মুখ! কি উজ্জ্বল প্রশস্ত চক্ষু! কি অগ্নিময় বাক্য! রাণী শুনতে পাচ্ছ না?

রাণী জিজ্ঞাসা করিলেন—গুরুদেব কে? রাজা বলিলেন—সেই, সেই, গুরু অমরেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী! সেই মুখ, সেই চক্ষু, সেই বাক্য প্রাণের মধ্যে বিদ্ধ হচ্চে।

বলিতে বলিতে রাজা সহসা জিতেন্দ্র, জিতেন্দ্র, বলিয়া ডাকিলেন। কুমার জিতেন্দ্র সিংহ নিকটে আসিয়া নয়ন-জলে ভাসিতে ভাসিতে যখন রাজার সম্মুখে দাঁড়াইলেন, তখন তিনি অস্ফুট স্বরে বলিলেন—বাবা জিতেন, আমার আর সময় নাই, আমার কণ্ঠরোধ হচ্চে। আমার গুরুদেব অমরেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী রত্নপুরে আছেন, তাঁকে সংবাদ দিয়ে আন, আমি সপ্নযোগে তাঁর নিকটে মন্ত্রদীক্ষা গ্রহণ করেছি। আমি চল্যাম। আমার গুরুদেবকে এক সহস্র

স্বর্ণমুদ্রা প্রদান করিবে। আমার আদ্যকৃত্য যেন কাশীধামে সম্পন্ন হয়। গুরুদেবের সঙ্গে গিয়ে দশ সহস্র মুদ্রা ব্যয়ে কাশীবাসী ব্রাহ্মণ মণ্ডলী ও প্রণবাশ্রমের সাধু মণ্ডলীর সেবা করবে। আর আমার বহু দিনের ইচ্ছা ছিল, বীরনগরে একটি ভালরূপ বিদ্যালয় ও একটি চতুষ্পাঠী স্থাপন করব, এত দিন করলেই ভাল হ'ত, কিন্তু তা আর হল না, সে ভার তোমার উপরে রইল। তুমি আমার বাক্য পালন করবে।

এইরূপ বলিতে বলিতে তাঁহার কণ্ঠরোধ হইয়া আসিল। মহামতি রাজা বীরসিংহ গুরু পাদ পদ্ম ধ্যান করিতে করিতে স্বর্গারোহণ করিলেন। রাণী ও কুমারগণ ধূলায় লুণ্ঠিত হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন।

পরে কুমার জিতেন্দ্রসিংহ শোক সংবরণ করিয়া পিতৃআদেশ পালন করিলেন।

এদিকে প্রণবাশ্রমে কুমারীর মাতৃ স্নেহ স্মৃতিপথে ক্রমে ক্রমে উদয় হইতে লাগিল। তিনি মাতৃমুখ স্মরণ করিয়া দিন দিন ব্যাকুল হইয়া পড়িতে লাগিলেন। একদিন অপরাহ্নে সুধাংশু কার্য্য বশতঃ শয়ন-গৃহে গমন করিতেছেন, দ্বারের নিকট গিয়াই তিনি শুনিতে পাইলেন, কুমারী নির্জ্জন গৃহে শয্যায় পড়িয়া উপাধানে বদন চাপিয়া মৃদুস্বরে রোদন করিতেছেন ও বলিতেছেন—মা, কবে আমি তোমাকে দেখতে পাব? মা-জননি, তোমার স্তন্যদুগ্ধ পান ক'রে তোমার কোলে মানুষ হয়েছি। মা, আমি তোমার আশীর্ব্বাদে এখন বিশ্ব-জননীকে জানতে পেয়েছি। মা গো, সেই বিশ্ব-জননীই ত তোমার মধ্যে রয়েছেন। তোমার যে স্তন্য দুগ্ধ পান করেছিলাম, সে দুগ্ধ তুমি কোথায় পেয়েছিলে,

মাগো, বিশ্বজননীতে আর তোমাতে কোনও ভিন্নতা দেখতে পাচ্ছি না। তুমিই তিনি, নইলে এতদূর মধুর স্তন্যদুগ্ধ, এতদূর স্নেহ মমতা তোমার হৃদয়ে কোথা হ'তে উদয় হল? মা তোমাকে পূজা করলেই বিশ্বময়ীর পূজা হবে, এই সার জেনেছি। মাগো, আর কি তোমার সঙ্গে দেখা হবে? আর কি তোমায় মা ব'লে ডেকে প্রাণ জুড়াব!

সুধাংশু অন্তরালে দাঁড়াইয়া সকল কথা শুনিলেন, ও নিঃশব্দে বহির্ব্বাটীতে ফিরিয়া গেলেন। তিনি তৎক্ষণেই শ্বশ্রূমাতা-ঠাকুরাণীকে প্রবোধ দিয়া কাশীধামে লইয়া আসিবার জন্য অমরেন্দ্রনাথকে বিশেষ অনুরোধ করিয়া এক সুদীর্ঘ পত্র লিখিলেন। অমরেন্দ্র পূর্ব্ব হইতেই বিমলা দেবীর নিকট সর্ব্বদা গমনাগমন করিয়া কুমারীর সমস্ত কথা জানাইতেন। এক্ষণে কুমারীর মাতৃদর্শন জন্য অত্যন্ত ব্যাকুলতার বিষয় দেবীকে সবিশেষ জানাইলেন। দেবীও প্রাণসমা কন্যাকে দেখিবার জন্য ব্যগ্রতা প্রকাশ করিলেন। অবশেষে অমরেন্দ্রনাথ দেবীকে সঙ্গে লইয়া প্রণবাশ্রমে সুধাংশুর আবাসে গিয়া উপস্থিত হইলেন। এত দিনের পরে মাতা ও কন্যা একত্র হইয়া আনন্দ-সাগরে ভাসিতে লাগিলেন।

বিমলাদেবীর পূর্ব্বভাব তিরোহিত হইয়াছে; এক্ষণে তিনি শান্তিপূর্ণ অন্তরে সুধাংশুকে পুত্র সম জ্ঞান করিয়া, কাশী-বাসিনী হইয়া পরম সুখে কাল যাপন করিতে লাগিলেন।

অষ্টত্রিংশ কথা।

ভারতের সভা।

প্রিয়তম বলিলেন—

অমূল্য রতন প্রিয়ে তুমি মোর নিধি,
কতই যতনে তোমা নিরমিল বিধি!
দিবা নিশি বসি বসি অনিমেষ আঁখি,
যদি রে অনন্ত কাল প্রাণভরি দেখি,
তথাপি না মিটে সাধ, চাঁদেও কালিমা,
নহে ত শরৎ-শশী মুখের উপমা!
সহস্র বিজুরি ধরি করি এক ঠাঁই,
অমৃতে মাখিয়া যদি পুতলি গড়াই,
তথাপি না হয় কভু হেন দরশন,—
পীরিতি-প্রণয় মাখা মূরতি এমন!

প্রিয়তমা বলিলেন—

এ মাটি ছাড়ি, চিন্ময় বাড়ী, এ বাড়ী আমার নয়,
তোমার সাথে, যাইব পথে, সে পথ অমৃত ময়!
সূক্ষ্মে শক্তি, মায়া-মুক্তি, প্রেম-পীরিতির দেশ,
সেই দেশে নাথ, যাই তব সাথ, সকল দুঃখের শেষ?
মাটিতে যে ক্ষয়, সেখানে তা নয়, প্রেমের বন্ধন শুধু,
আনন্দ আনন্দ, আনন্দের মাঝে, কেবল পীরিতি-মধু?

তোমার লাগিয়ে স্বদেশ ভুলিয়ে
এসেছি জগতে আমি,
ছাড়ি পিতৃকুলে মাতৃক্রোড় ভুলে
এসেছি, যেথায় তুমি!
দিয়াছি এখন আত্ম বিসর্জ্জন,
স্বর্গ সুখ নাহি চাই,
এসেছি তা ছাড়ি শ্বশুরের বাড়ী,
যেখানে তোমাকে পাই!
বুকে কত আশা! তোমারি ভরসা!
দেখিব তোমার মুখ,
যত দুঃখ থাকে সংসারের বুকে
লইব পাতিয়া বুক।
তোমার প্রেমের অমৃত লভিয়া
অমরতা আমি পাব,
হয়ে অর্দ্ধাঙ্গিনী, তোমার সঙ্গিনী,
ব্রহ্মলোকে ফিরে যাব!

প্রিয়তম বলিলেন—

কৃষ্ণ খ্রীষ্ট শ্রীগৌরাঙ্গ কহিলা যেমন,
এখন তা কহিছেন দার্শনিক গণ—
"মুক্ত হবে নর-চিত্ত পূর্ণত্ব পাইয়া
নারীর নিঃস্বার্থ প্রেম দেখিয়া দেখিয়া!"
তুমি অর্দ্ধাঙ্গিনী, শেষে উত্তমার্দ্ধ হও,
শেষে আত্ম বিসর্জ্জন আমাকে শিখাও!
তোমার মত সর্ব্বত্যাগী আমি কভু নই,
তব পাশে চিরদিন ঋণে বদ্ধ রই!

প্রিয়তমা বলিলেন—

তুমি আমি এক প্রাণ জেনেছি এখন আমি,
হিয়ার বাহিরে নাথ কেমনে আছিলে তুমি!
মায়ামোহ দুঃখ যত গিয়েছে কর্ম্মের ভোগ,
আঁখিতে আঁখিতে এবে, রাখিব প্রেমের যোগ!
খেতে শুতে তিল আধ, না যাব জড়ের ঘরে!
আর না ভোগিব দুঃখ, আর না মরিব ডরে!

বলিয়া পড়িল সতী প্রিয়তম কোলে,
বক্ষ পাতি ধরি পতি ভাসে নেত্র-জলে!
সতী পতি সুমিলনে জীবন্মুক্তি যোগ,
দূরে গেল অনিত্যের জড়ত্বের ভোগ!
অনন্তের নিত্য প্রেমে চিত্তের বিলয়,
আত্মায় আত্মায় মিশে উভয় চিন্ময়।
ক্ষণেক চেতন পেয়ে গদ গদ ভাষ,
চারি চক্ষু ঢুলাঢুলি মধু মধু হাস!
নিত্যরসে সুরসিক পতি প্রেমদাতা,
এ কি সতী রসবতী গড়িলা বিধাতা!
আত্মার আত্মীয় দোঁহে জানি ভাল মতে,
দু'তনু সমাধি গত চিন্ময় জগতে।

আহা!

কি দিয়ে বিধাতা, গড়েছে এমন,
ভারতের সতী-দেহ?
কত প্রেম সুধা, সে প্রেম-সাগরে,
কহিতে কি পারে কেহ?

জিনি শুদ্ধতায়, কে দাঁড়াবি আয়,
এ হেন সাধ্বীর কাছে ?
গিয়াছে ত সব, ভারত-গৌরব,
সতীর সৌরভ আছে !
ত্রিজগৎ এসে, দেখুক এ দেশে,
যাহা দেখে নাই কেহ,
আনন্দে শুয়েছে, জ্বলন্ত চিতায়,
জীবন্ত সতীর দেহ !
কি সংযম শুদ্ধি কি পবিত্র বুদ্ধি !
সুর-নরে দিয়া আশা
যায় মৃত্যু-কীটে, চরণে দলিয়া,
"মুর্ত্তিমতী ভালবাসা !"
এই অসামান্য প্রেমের প্রতিভা,
প্রমাণ করিছে শুধু—
নিত্য কাল সত্য, ভালবাসা-তত্ত্ব,
আত্মার অন্তর-মধু !
ত্রিজগৎ-আশা, এই ভালবাসা,
দিয়া কিছু নাহি চাই,
বণিকের কথা,— বিনিময় প্রথা,
ভালবাসা তথা নাই।
ইন্দ্রিয়ের যোগে, জড় উপভোগে,
মানব দুর্ব্বল যবে,
ক্রমে হয় ক্ষয়, বর্দ্ধিত না হয়,
কাম নাম তার ভবে।

নহে সে স্বপথ, সে সব বিপথ,
সংযত করিলে তায়,
সুরসিক সঙ্গে, নিত্য রসরঙ্গে,
ইন্দ্রিয়-তুরঙ্গ ধায় !
হয় না দুর্ব্বল, বর্দ্ধিত কেবল,
অনন্ত সে বল তার,
পদ-তলে পড়ি, যায় গড়াগড়ি,
মৃত্যুময় এ সংসার !
দাম্পত্য প্রণয়, অনিত্য ত নয়,
সুধার সাগর শুধু,
পশুত্ব সে নয়, দেবত্ব নিশ্চয়,
মধুরে মধুরে মধু !

ইতি "শ্রীপ্রেম-প্রতিভা" সম্পূর্ণা ।

—————:•:—————

"যে সিন্ধুর বিন্দু এই ভোগ-সুখাভাস,
সুর নর সর্ব্ব জীবে পাইছে প্রকাশ,
যাঁহার আনন্দ-কণা জীবন সবার
পরমাত্মা সেই ব্রহ্মে করি নমস্কার ।"

অমৃত